উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৩৩২.৫৮ (-৭.৫১)
নিফটি : ২২,৫৫২.৫০ (+৭.৮০)

বিয়ের শর্তে ধর্ষককে ‘মুক্তি’
বিয়ের শর্তে ধর্ষণে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত অভিযোগকারিণীকে ৩ মাসের মধ্যে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছে অভিযুক্তকে। এই রায় নজিরবিহীন। » ৭

হিজবুত তাহরীরের মিছিলে রণক্ষেত্র
পদ্মাপারে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকায় উদ্বিগ্ন ভারত। শুক্রবার ঢাকায় মিছিল করে নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীর। পুলিশ বাধা দিলে কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এলাকা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন

১৬ মাস পরে জাতীয় দলে নেইমার » ১৪

শিলিগুড়ি ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 8 March 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 288

রেললাইনের ঘাড়ে বাজার

জীবন বাজি রেখে ব্যবসা হকার্স কর্নারে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : রেললাইন আর দোকানের মাঝে দূরত্ব বড়জোর দু’হাত। লাইনের সমান্তরালে সাজানো জামা, প্যান্ট আরও কত কী। দিনভর খদ্দেররা আসছেন, জিনিস কিনছেন। পাশ দিয়ে খানিক বাদে বাদেই ছুটে চলেছে দূরপাল্লার কত ট্রেন। তাতে ওঁদের কী! পেটের তাগিদে জীবন বাজি রেখেই ব্যবসা করছেন ওঁরা।

ছবিটা আর কোথাও নয়, একেবারে খোদ শিলিগুড়ি শহরের বুকের। হকার্স কর্নার আর মহাবীরস্থানের মাঝে রেললাইনে পসরা উঠে এলেও অদ্ভুতভাবে দেখার কেউ নেই। আগে দোকানগুলি খানিকটা দূরে বসলেও ইদানীং রেললাইনের দিকে এগিয়ে আসছে, জানালেন হকার্স কর্নারের একাধিক বিক্রেতাই। কিন্তু কেউ সতর্ক করছেন না কেন? হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির তরফে কানাইলাল পোদ্দারের যুক্তি, ‘আমাদের অধীনে এই বাজার নেই। কাজেই এটি আমাদের দেখার আওতায় পড়ে না, রেলের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।’

প্রশ্ন উঠছে, ওই ব্যবসায়ীরা যদি এই ব্যবসায়ী সমিতির আওতায় না থাকেন, তাহলে তাঁরা এলেন কোথা থেকে। দিনের পর দিন সেখানে তাহলে ব্যবসাই বা করলেন কীভাবে। যদিও এইসব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি।

কথায় আছে, বিপদ বলেকয়ে আসে না। কিন্তু তাই বলে তো বিপদকে আর ডেকে আনা যায় না। বাস্তবে অবশ্য সেটাই হচ্ছে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন এই এলাকায়। ট্রেন আসতে দেখলেই শুরু হয়ে যায় হুলুস্থুল। তড়িঘড়ি টেনেটুনে নেওয়া হয় মালপত্র। সরে যেতে বলা হয় ক্রেতাদের। ট্রেন চলে গেলে আবার যথা জায়গায় ফিরে আসেন সকলে।

রেলের জমিতে বাজার নতুন কিছু নয়। প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই রেলের জমি দখল করে ব্যবসা করছেন হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু উত্তরবঙ্গে আর কোথাও এভাবে রেললাইনের ওপর বাজার উঠে আসার নজির নেই। সচেতন ব্যবসায়ীদেরই একাংশের যুক্তি, রেলের নজরদারি না থাকলে এখানে যে কোনও সময় বড় অঘটন ঘটে যেতে পারে।

শুক্রবার দুপুরে সেখানে গিয়ে দেখা গেল, বাজার বেশ জমে উঠেছে। কেউ কুর্তি দেখতে ব্যস্ত, তো কেউ জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি কিনছেন। পাশেই লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে শসা বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। ঠিক এক হাতের দূরত্বে দাঁড়িয়ে পাশের জুতোর দোকানে লোক ডাকার কাজ করছিলেন আরেক ব্যক্তি। অনেকেই সেই দোকানের সামনে বসে জুতো পছন্দ করছিলেন। বিক্রেতাকে এক মহিলাকে বসতে বলায় তিনি বলে উঠলেন, ‘এভাবে বসা যায় নাকি! যদি ট্রেন চলে আসে!’

দোকানের গা ঘেঁষে ছুটছে রেল। ছবি : তপন দাস

নিয়মভঙ্গে অশনিসংকেত

- শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের কাছে রেললাইনের গা ঘেঁষে বসছে বাজার
- হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, ওই দোকানদাররা তাদের কমিটির সদস্য নন
- লাইনে পসরা উঠে আসায় যে কোনও সময় বড় বিপদের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে
- দীর্ঘদিন এভাবে ব্যবসা চললেও রেল কেন নজর দেয়নি, সেই প্রশ্ন উঠছে

বিক্রেতা অবশ্য তোয়াক্কাই করলেন না তাঁর কথা।

লাইনের পাশ দিয়ে যে ক’টা স্থায়ী দোকান রয়েছে, সব দোকানেরই পসরা সাজানো একদম লাইনের কাছাকাছি। কোথাও আবার লোহার শিক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে জামা। এভাবে কেন বিপদ ডেকে আনছেন? এক ব্যবসায়ীর পালটা জবাব, ‘আমরা এইভাবেই কাজ করতে অভ্যস্ত। বিপদ হওয়ার হলে এতদিনে হয়ে যেত।’

একটা সময় দোকানগুলি দূরেই ছিল, তবে যত সময় গিয়েছে দোকানগুলি সামনে চলে এসেছে বলে

এরপর নয়ের পাতায়

বেআইনি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : পদক্ষেপ অবশেষে, ঢিল পড়ল ‘মৌচাকে’। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা রমরমিয়ে চলা নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এবার অভিযান চালাল স্বাস্থ্য দপ্তর। শুধু অভিযান নয়,

স্বাস্থ্য দপ্তরের অভিযান

- মেডিকেল সংলগ্ন এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ল্যাব, নার্সিংহোম
- মেডিকেল থেকে দালাল মারফত রোগী টেনে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে
- ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই, মানা হচ্ছে না সরকারি স্বাস্থ্যবিধি
- অভিযান চালিয়ে দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিল করল স্বাস্থ্য দপ্তর

বন্ধ করে দেওয়া হল বেআইনি দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার। শুক্রবার হঠাৎই পৃথকভাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনটি দল মেডিকেল, সুশ্রুতনগর এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারায় ওই দুটি ডায়াগনস্টিক ল্যাব বন্ধ করা হয়েছে বলে দার্জিলিংয়ের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (১) নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় জানান।

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলছেন, ‘ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট না মানায় দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিল করা হয়েছে। বেআইনি কারবার রুখতে আগামীতেও শুধু মেডিকেল সংলগ্ন এলাকাই নয়, শিলিগুড়ি সহ গোটা জেলাতেই এই অভিযান চলবে।’

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে ভিত্তি করে সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর ডায়াগনস্টিক

এরপর নয়ের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভূত খোঁজার কুশলী ছকে তৃণমূলের তিন কিসসা

গৌতম সরকার

হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। ভূতুড়ে কাণ্ড চারদিকে। ভুয়ো ভোটারের খোঁজ বাংলাজুড়ে। গ্রামে-শহরে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার হিড়িক। সবাই ভোটার তালিকায় ভূত খুঁজছে। খোঁজ খোঁজ...। শুরুটা করেছে রাজ্যের শাসকদল। গোটা দলটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে- যেখান থেকে পারো, ভোটার তালিকায় ভূত খুঁজে বার করো। হ্যাঁ, সচেতনভাবেই ‘যেখান থেকে পারো’ শব্দটা লিখলাম। নাহলে কি ভূত ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা হয়!

অবাক লাগছে? এর জন্য পুরস্কার! অন্তত দুটো উদাহরণ দিই। প্রথমটা, শিলিগুড়িতে এক সভায় ওই পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। দ্বিতীয়টি, আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় তৃণমূলের ব্লক কমিটি শহরের কাউন্সিলারদের জন্য ওই পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পুরস্কারটা কী... নগদনারায়ণ না দলে ভালো পদ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুনেছি, দক্ষিণবঙ্গের কোথাও লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন, জানিয়েছেন এক তৃণমূল বিধায়ক।

বিজেপিও ভুয়ো ভোটার খুঁজছে। কোথাও পদ্ম সমর্থকদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে বলে তৃণমূল ও প্রশাসনকে নিশানা করছে। শুধু নাকি আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকেই ৬ হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থকের নাম তালিকা থেকে স্রেফ হাপিস হয়ে গিয়েছে। মারাত্মক অভিযোগ। এক-দুজন নয়, ৬ হাজার নাম গায়েব! অথচ দেখুন, সংবাদমাধ্যমের কাছে নালিশ করেই ক্ষান্ত পদ্ম নেতারা।

এরপর নয়ের পাতায়

৩ মাসে আসছে ইউনিক এপিক নম্বর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ভোটার তালিকা থেকে ভূত তাড়াতে শেষমেশ ওঝার দায়িত্ব নিল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে আর একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম থাকবে না। যাঁদের ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর আছে, তাঁদের জন্য জাতীয় ইউনিক এপিক নম্বর দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে এই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে নতুন ভোটারদেরও জাতীয় ইউনিক এপিক নম্বরের আওতায় আনা হবে।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে নৈতিক জয় মনে করছে তৃণমূল। যদিও দলের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, ২০০০ সাল থেকে এপিকে এই সমস্যা থাকলেও এতদিনে তার সমাধান করা হল না কেন? তৃণমূলের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যাচারের

কমিশনের নয়া বিজ্ঞপ্তি

পর্দা ফাঁস করায় এখন এই সিদ্ধান্ত নিল। ভোটার তালিকায় জালিয়াতির অভিযোগে আগে সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধিও।

যদিও পরপর অভিযোগ উঠতে থাকায় কমিশন প্রথমে সাফাই দিয়েছিল যে, একই এপিক নম্বরে একাধিক নাম থাকলেই ভোটার ভুয়ো হয় না। শুক্রবার অবশ্য কমিশন জানাল, এপিক নম্বর যাই থাকুক, ভোটারের নাম যে ভোটকেন্দ্রের তালিকায় থাকবে, তিনি শুধু সেই কেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন এ কথা বলতে বাধ্য হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের আন্দোলনের নৈতিক জয় হল এই ঘোষণায়। দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে।’ যদিও কুণাল জানান, কমিশনের এই নতুন অবস্থান সত্ত্বেও তৃণমূল ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি শিথিল করবে না।’ দলের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলের কথায়, ‘দীর্ঘদিন অস্বীকার করার পর অবশেষে নির্বাচন কমিশন স্বীকার করল যে,

এরপর নয়ের পাতায়

মূল চুক্তিতে ফিরছেন শ্রেয়স

ফাইনালের পরই রোহিতের অবসর জল্পনা

দুবাই, ৭ মার্চ : একজনের বিদায়ের বাজনা বাজছে। অন্য একজনের প্রত্যাবর্তনের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে!

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রবিবারের ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ফাইনালের একদিন আগে ভারতীয় শিবির থেকে নানা তথ্য ও জল্পনা সামনে আসছে। যার মধ্যে মিশে রয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও শ্রেয়স আইয়ারের নাম।

নানা মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে, রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের ফল যাই হোক না কেন, ভারত অধিনায়ক রোহিত একইসঙ্গে নেতৃত্বের দায়িত্ব ছাড়ছেন ও ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে রোহিতের প্রাথমিক আলোচনাও হয়ে গিয়েছে বলে খবর। যদিও বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রোহিতও এখনও পর্যন্ত মুখ বন্ধ রেখেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের তরফেও ভারত অধিনায়কের আগামীর ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের ফলাফল যাই হোক না কেন, রোহিত কী করবেন, তা নিয়ে জল্পনা ক্রমশ চরম আকার নিয়েছে ইতিমধ্যেই। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা আজ নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে দাবি করেছেন, ‘রোহিতের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রয়েছে বোর্ডের। ও যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই বোর্ডেরও সিদ্ধান্ত হবে।’

হিটম্যানের বয়স এখন ৩৭। তিনি খুব বেশিদিন ক্রিকেট খেলবেন না, সবারই জানা। দলের বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর ও বোর্ডের একাংশ এখন থেকেই ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে চাইছেন। নতুন অধিনায়কের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছেন বর্তমানে রোহিতের ডেপুটি শুভমান গিল। কিন্তু তাঁকে অধিনায়ক ঘোষণা করার আগে রোহিত কী সিদ্ধান্ত নেন, সেদিকে নজর রয়েছে বোর্ডের।

রোহিতের ক্রিকেট থেকে বিদায় বাজনার মধ্যেই শ্রেয়সকে নিয়ে নয়া তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করে জাতীয় দলে কামব্যাক ঘটানোর পর থেকে স্বপ্নের ছন্দে থাকা শ্রেয়স খুব দ্রুত বিসিসিআইয়ের মূল চুক্তিতে ফিরতে চলেছেন। হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পরই সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার অবাধ্যতার কারণে বোর্ডের মূল চুক্তি থেকে শ্রেয়সের সঙ্গে ঈশান কিষানও বাদ পড়েছিলেন। সূত্রের খবর, বড় অঘটন না হলে দুজনই বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরতে চলেছেন। আর সেটা খুব দ্রুত।

গম্ভীর আলোচনা। কোচের সঙ্গে পরামর্শ ক্যাপ্টেন রোহিতের।

এডিশন স্পেশাল

গদ্যে দিশারি উত্তর, পদ্যে মগ্ন নারী

» *চারের পাতায়*

দুর্ঘটনার কবলে বায়ুসেনার বিমান

» *ছয়ের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

আদালত চত্বরে দুই আইনজীবীর হাতাহাতি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : এবার আদালত চত্বরে হাতাহাতিতে জড়ালেন আইনজীবীরা। অভিযোগ, মারপিটের জেরে এক আইনজীবীর নাক ও মাথায় চোট লাগে। শুক্রবারের ওই ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয় শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। এক মহিলা আইনজীবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি ভাইরাল করায় অভিযুক্তকে গণপ্রহার দিয়েছিলেন আইনজীবীরা। শুক্রবার ওই অভিযুক্তের আইনজীবীকেও মারধর করার অভিযোগ ওঠে এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে।

অরুণাভ পাল নামের ওই আইনজীবীর অভিযোগ, ‘মামলার কারণে আদালতে এসেছিলাম। যদিও ওই সময় থেকেই আইনজীবী সৌমভ সাহা ওরফে বুবাই আমায় খুঁজছিল। এরপর আমাকে হাতের কাছে পেয়েই কেন আমি ওই অভিযুক্তের হয়ে মামলা লড়ছি সেজন্য আমাকে মারধর শুরু করে। আমার নাকে অনেকটা কেটে গিয়েছে। মাথায় চোট পেয়েছি।’ এদিকে, সৌমভের পালটা অভিযোগ, ‘বৃহস্পতিবার ঘটনার পর থেকে ওই আইনজীবীর আমাদের ওপর একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এদিন তাই দলবল নিয়ে এসে ওই আইনজীবী আমাকে সামনে পেয়ে আমার ওপর চড়াও হয়। আমাকে ঘুসি মারে। শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়।’

ঘটনার পর সৌমভ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। ঘটনায় দুইপক্ষের তরফেই শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, বৃহস্পতিবারের ঘটনার পরেই

এরপর নয়ের পাতায়

মাশরুম চাষে রোল মডেল অনিমা

নারী তুমি অর্ধেক আকাশ

মনজুর আলম

চোপড়া, ৭ মার্চ : প্রায় এক দশক আগে সফল উদ্যোগপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু। আজ গ্রামের একদল মহিলার কাছে তিনি রোল মডেল, যাঁরা স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁরই মতো। এই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র অনিমা মজুমদার। চোপড়া ব্লকের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধন্দুগছ গ্রামের বাসিন্দা। নিজের ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অনিমা দিশা দেখাচ্ছেন স্থানীয় একটি স্বনির্ভর দলকে।

বাড়িতে মাশরুম চাষ এবং উৎপাদিত মাশরুম দিয়ে নানা খাদ্যসামগ্রী তৈরি করেন তিনি। সেসব বিকোচ্ছে চোপড়ার বিভিন্ন বাজারে। পাড়ি দিচ্ছে শিলিগুড়িতেও। বাজারজাত করার দায়িত্ব তাঁর স্বামী মনোরঞ্জন সরকারের কাঁধে। ২০১৯ সালে মাশরুম চাষের জন্য ‘মহীন্দ্র সমৃদ্ধি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড (ইউথ ক্যাটিগোরি)’ পান অনিমা। ২০২৩-এ মনোরঞ্জনকে ‘মিলেনিয়াম ফার্মার অ্যাওয়ার্ড’ দেয় কৃষি জাগরণ নামে একটি সংস্থা। দুটো ক্ষেত্রেই প্রস্তাব পাঠিয়েছিল উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র।

বিয়ের পর শুধুমাত্র সংসার সামলানোর গণ্ডিতে নিজেকে আটকে রাখতে চাননি ধন্দুগছের তরুণী।

নিজের বাড়িতে উৎপাদিত মাশরুমের দেখভাল করছেন অনিমা মজুমদার।

স্বামী-স্ত্রী মিলে সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে শুরুটা মোটেই মসৃণ ছিল না। গ্রামে একটি পোলট্রি ফার্ম খুলেছিলেন দম্পতি। কিছুদিন পর সমস্যা শুরু হয়। পড়শিদের একাংশ অভিযোগ তোলেন, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে। বাধ্য হয়ে তাই বন্ধ করতে হয় ফার্মের ঝাঁপ। অনিমা অবশ্য হাল ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি যোগাযোগ করেন চোপড়ায় অবস্থিত উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে।

সেখান থেকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ নেন। এরপর বাড়িতেই শুরু হয় চাষ। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। গত প্রায় এক দশক ধরে মাশরুম চাষ সহ একের পর এক উদ্যোগে সাফল্য আসে। সেই আয় থেকে তৈরি হয়েছে পাকা ঘর, কিনেছেন দুটো দু’চাকার গাড়ি। জানালেন, বর্তমানে সবমিলিয়ে মাসে পরিবারের গড় আয় ৫০ হাজার টাকা। *এরপর নয়ের পাতায়*

TENDER NOTICE
E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 06(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-18/03/2025
OPENING DATE-21/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

TENDER NOTICE
E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 05(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-18/03/2025
OPENING DATE-21/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নরূপঃ **অকশনের ক্যাটিগরি ঃ** প্রতি রাউন্ড ট্রিপে (উভয় দিকে) পার্সেল ভ্যানে স্পেস লিজে দেওয়া। **ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এএসএন-পিএআরসি- ১৮০৩২৫। **অকশন শুরুর বিবরণ ঃ** ২১.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা। **ট্রেন নং ঃ** ১৫৬২৫/১৫৬২৬ (দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস)। সকল সম্ভাব্য বিডারগণকে প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে ও সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে হবে। (ASN-370/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

এসি প্রতীক্ষা হলের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তির জন্যে ই-নিলাম
গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বহু উদ্দেশীয় হল এবং পর্যটক কিয়স্ক ধরণের আধুনিক সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সহিত এসি প্রতীক্ষা হলের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তির জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. পিএনইউ-জিএইচওয়াই-০১-২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-জিএইচওয়াই-ডব্লিউআরএল-৬০-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস)	লামডিং মণ্ডলের অধীনের গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বহু উদ্দেশীয় হল এবং পর্যটক কিয়স্ক ধরণের আধুনিক সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সহিত এসি প্রতীক্ষা কক্ষ সমূহের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তি

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৩-২০২৫ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৩-২০২৫ তারিখে ১০.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

ডান্স বাংলা ডান্স রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, ১০.০০ সেজ বউ, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ রাখে হরি মারে কে, সন্ধে ৭.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.৩০ বোঝেনা সে বোঝেনা, ১.০০ হিরো নম্বর ওয়ান
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১০.০০ প্রতিদান, ১২.৩০ একলা চলো
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ দেবী চৌধুরানি, সন্ধে ৭.৩০ ম্যাডাম গীতারানি, রাত ১০.০০ দ্রৌপদী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চিরদিনের, সন্ধে ৭.৩০ বিশ্বাস অবিশ্বাস
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা, রাত ৯.০০ দুজনে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ছায়াশরীর
জি সিনেমা : সকাল ১০.০০ ক্রু, ১২.৫০ বিবাহ, বিকেল ৪.২৭ গদর-টু, রাত ৮.০০ বনবাস, ১১.০০ বেদা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.০০ হেলিকপ্টার ইলা, দুপুর ১.১৫ ইন্দু কি জওয়ানি, বিকেল ৫.৩০ মিস ভানুমতী, সন্ধে ৭.০০ নীরজা, রাত ৯.০০ অকিরা, ১১.১৫ চমেলি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৬ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ১.৪৫ সিম্বা, বিকেল ৪.৫৮ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ৮.০০ ডাঙ্কি, ১১.১৮ হিরোপন্তি-টু

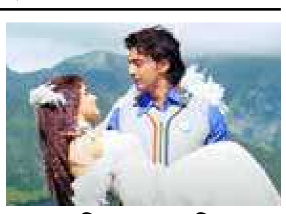

সেদিন দেখা হয়েছিল
সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হেলিকপ্টার ইলা বেলা ১১.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

গদর-টু
বিকেল ৪.২৭ জি সিনেমা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৩ বঙ্গিস্তান, দুপুর ১.২১ গল্লি বয়, বিকেল ৪.০৩ নাম শবানা, সন্ধে ৬.৩৬ শমিতাভ, রাত ৯.০০ বস্তর ঃ দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.১৬ তুফান
মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.০৫ এক্স মেন: ফার্স্ট ক্লাস, ২.১৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, বিকেল ৫.৪০ আইস এজ ঃ ডন অফ দ্য ডাইনোসর্স, সন্ধে ৭.১০ সল্ট, রাত ৮.৪৫ হিটম্যান ঃ এজেন্ট ৪৭, ১০.২০ রকি-ফোর, ১১.৫৫ সেট আপ

বিস্ফোট রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

উত্তরের শিকড়

মন্দিরের নামেই পরিচিতি সিদ্ধেশ্বরীর

উত্তরবঙ্গের আনাচকানাচে কতই না ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরেই থাকা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরও এমনই এক নিদর্শন। কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে তৈরি করা এই মন্দিরটির নামানুসারেই গ্রামের নাম সিদ্ধেশ্বরী। গোটা এলাকার পরিচিতি এই মন্দিরকে ঘিরেই।

আট কোনাবিশিষ্ট নির্মাণশৈলীর এই মন্দিরটি পর্যটক ও ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের। এখানে সিদ্ধেশ্বরী রূপে মা কালী পূজিতা হন। মন্দিরের চাতাল থেকে ছয় ফুট নীচে গর্ভগৃহে পূজার্চনা চলে।

মন্দির চত্বরেই একটি প্রাচীন কামরাঙা গাছ রয়েছে। মনস্কামনা পূরণের জন্য ভক্তরা এই গাছে লালসুতো বেঁধে রাখেন। দেবীজ্ঞানে এই গাছকেও পুজো করা হয়। মন্দিরটি যেমন ভক্তদের কাছে আকর্ষণের, ঠিক তেমনই এই কামরাঙা গাছটিও মানুষের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

২০০৬ সালে এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন একটি ঢিপি থেকেই কোচবিহারের নারায়ণী মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। যেগুলি ১৬৩৩ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে তৈরি। কোচবিহারজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মহারাজাদের নানা স্মৃতি। সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের এই মন্দিরটিও তেমনই এক নিদর্শন। একে যাতে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেজন্য প্রশাসনিক উদ্যোগের দাবি জোরালো হয়েছে।

যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের মতো...

চূড়ান্ত মহড়া সেনাবাহিনীর : যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার চূড়ান্ত মহড়া করে ফেলল ভারতীয় সেনাবাহিনী। তিস্তা ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে গত সাতদিন ধরে এই মহড়া চলেছে। সেনাবাহিনীর তরফে জারি করা এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড দ্বারা আয়োজিত এই মহড়ায় ইনফ্যান্ট্রি এবং মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে একেবারে নিখুঁতভাবে অ্যান্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইল (এটিজিএম) পরীক্ষা করেছে। তিস্তার বিস্তীর্ণ চরে দিনরাত একাধিক নিশানা স্থির করে এটিজিএম দিয়ে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করা হয়। বড়মাপের এই ফিল্ড ফায়ারিং মহড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও মজবুত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তায় সদাসতর্ক থাকার কৌশল প্রদর্শন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার মহড়ার শেষ দিন সাওগাঁবস্তি এলাকায় তিস্তা ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে উপস্থিত ছিলেন। ছবি : সেনাবাহিনীর সৌজন্যে

মুখাশিল্প 'গমীরা' এবার সেলুলয়েডে

অভিনয়ে টলিউড-বলিউডের অভিনেতারা

রণবীর দেব অধিকারী ও চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : দুই দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মুখাশিল্প গমীরা এবার বড় পর্দায়। সৌজন্যে পরিচালক ডাঃ স্বর্ণায়ু মৈত্র। বৃহস্পতিবারই প্রকাশ্যে এল তাঁর পরিচালনায় নির্মিত ভামিনী ছবির প্রথম ঝলক। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন টলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা সরকার, অভিনেতা তথাগত মুখোপাধ্যায় ও সন্দীপ ভট্টাচার্য। রয়েছেন বলিউড অভিনেতা উমাকান্ত পাটিলও। গমীরা শিল্পকে সামনে রেখেই আবর্তিত হয়েছে একটি রহস্য উদঘাটনের গল্প। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জেলার প্রাচীন এই লোকশিল্প নতুন আঙ্গিকে আপামর মানুষের কাছে উপস্থাপিত হবে বলে আশাবাদী গমীরা শিল্পের গবেষক ডঃ অভিজিৎ চৌধুরী।

অভিজিৎবাবু পেশায় ইটাহার হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক। তিনি বলেন, 'এই গমীরা নৃত্য শিল্পকলা একটি বিলুপ্তপ্রায় মুখোশ নাচ। আগামী ২৫ এপ্রিল বড় পর্দায় আসতে চলেছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি ভামিনী। সেই ছবিতে এক গমীরা নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় দেখা যাবে প্রিয়াংকাকে। তবে ছবিতে বাস্তবের গমীরা শিল্পীদেরও দেখা যাবে ওই ছায়াছবিতে।'

পরিচালক স্বর্ণায়ু মৈত্র শোনালেন কীভাবে এগিয়েছে সিনেমার কাহিনী। ৪ জন সাহসী মেয়ে বাহা, মুন্নি, মেঘা ও সুহিতার অশুভর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গল্প রয়েছে এই সিনেমায়। ছবিতে সুহিতার চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াংকা সরকার। নাচের পাশাপাশি সুহিতা অধ্যাপনাও করেন। প্রতিবাদী এই মেয়েটি নাচের দলকে টিকিয়ে রাখতে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। বালুরঘাটে চলছিল একটি অনৈতিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। তার বিরুদ্ধেই শিল্পীদের প্রতিবাদ নিয়ে এই ছবি। প্রথমবার জুটি হিসেবে অভিনয় করছেন তথাগত এবং প্রিয়াংকা। মারাঠি অভিনেতা উমাকান্ত পাটিল

> এই গমীরা নৃত্য শিল্পকলা একটি বিলুপ্তপ্রায় মুখোশ নাচ। আগামী ২৫ এপ্রিল বড় পর্দায় আসতে চলেছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি ভামিনী। সেই ছবিতে এক গমীরা নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় দেখা যাবে প্রিয়াংকাকে। তবে ছবিতে বাস্তবের গমীরা শিল্পীদেরও দেখা যাবে ওই ছায়াছবিতে।
>
> **ডঃ অভিজিৎ চৌধুরী**
> গমীরা শিল্পের গবেষক

এই ছবিতে ইন্দ্র আহুজার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এক স্পেশাল অফিসারের চরিত্রে। স্বর্ণায়ু বলেন, 'সব মিলিয়ে একটি রোমহর্ষক ক্রাইম থ্রিলার উপভোগ করবেন দর্শকরা। থ্রিলার হলেও এই ছবিতে লোকশিল্প গমীরা নৃত্যের আঙ্গিকে গল্পকে ব্যবহার করা হয়েছে।'

পরিচালক জানান, দিনাজপুরের প্রেক্ষাপটে গোটা ছবিটির শুটিং হয়েছে বালুরঘাট, কুশমণ্ডিতে। এখানে মালদা ও দুই দিনাজপুরের প্রায় ৩০ জন থিয়েটার কর্মী অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন। ৪৫ লক্ষ টাকার মতো বাজেটের এই ছবিতে মাঙ্গলিকা নাট্যদল, খন অ্যাকাডেমির শিল্পীরাও অভিনয় করেছেন।

সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে ভীষণ খুশি মুখাশিল্পী ভোলানাথ সরকার, আসারু সরকার, বিক্রম সরকার, শিবেশ সরকার, প্রদীপ সরকারের মতো কৃষি কাজ করা শিল্পীরা। অজিত, মতিকান্ত, শুভঙ্কর, সুকেনের মতো কলেজ পড়ুয়া শিল্পীরাও বেশ উচ্ছ্বসিত। তাঁরা বলেন, 'গমীরার মূল সুরটি হল অশুভর বিরুদ্ধে লড়াই করে শুভ শক্তির জয়। ওঁকার ফিল্ম প্রোডাকশনের এই বাণিজ্যিক ছবিতেও সেই গল্পকেই ধরা হয়েছে সেলুলয়েডে। এই সিনেমা দেখে গমীরা নৃত্য নিয়ে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধি পেলে বেঁচে উঠবে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন এই লোকশিল্প।'

বাড়ি ফিরলেন মহাবীর, চোখে জল আয়েশার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ মার্চ : দুজনই চিকিৎসায় স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। একজন বিহারের বক্সারের মহাবীর সাহানি। আরেকজন বাংলাদেশের কুমিল্লার আয়েশা আখতার। বীরপাড়া থানার ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোম থেকে শুক্রবার মহাবীর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। তবে বিদেশিনী আয়েশার এখনই বাড়ি ফেরা হচ্ছে না। কারণ, আইনি জটিলতা। কয়েকমাস আগে মহাবীর হোমে আশ্রয় পান। বুধবার তাঁর স্মৃতি ফেরে। সেদিন রাতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। শুক্রবার মহাবীরের পরিবারের লোকজন হোমে পৌঁছান। কিন্তু এদিন মহাবীরের বিদায়বেলায় আয়েশার চোখ ছিল ছলছল।

হেভেন শেলটার হোমে আয়েশা ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে রয়েছেন। রাঙ্গালিবাজনা থেকে বছর ৩৫-এর আয়েশাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। শুরু হয় চিকিৎসা। ২০২২ সালে আয়েশার স্মৃতি ফেরে। আয়েশা জানান, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লার বুড়িচং থানার হোসেনপুর গ্রামে। কীভাবে তিনি ভারতে ঢুকে পড়েন সেটা তাঁর মনে নেই। আয়েশার কথায়, 'জানি না কীভাবে এখানে পৌঁছেছি। বাংলাদেশে আমার বাবা, মা দাদা, ভাই ও বোন আছে।' সাজু জানান, আয়েশার স্মৃতি ফেরার পর পুলিশকে সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে। এরপর আয়েশার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ভিডিও কলে কথাও হয়। কিন্তু প্রায় তিন বছর ধরে আইনি জটিলতায় আয়েশা এদেশে আটকে রয়েছেন।

হেভেনে এখন ৫৬ জন আবাসিক রয়েছেন। এঁদের অনেকে পরিবার পরিত্যক্ত। কেউ আবার পথ ভুলে চলে এসেছেন। স্মৃতি ফিরে পেয়ে অনেকে বাড়িও ফিরেছেন। তবে স্মৃতি ফিরে পাননি নরেশ এবং গোপাল। নরেশ দু'বছর এবং গোপাল আড়াই বছর ধরে এখানে আছেন। চিকিৎসায় সুস্থ হলেও ওঁরা স্মৃতি ফিরে পাননি। জানাতে পারেননি ঠিকানা এমনকি পুরো নামও। তাঁরা দুজন এখন বিভিন্ন এলাকায় পড়ে থাকা অসহায় অসুস্থ লোকজনকে উদ্ধারে সাজুর 'সৈনিক'। দিনভর তাঁরা গল্প করে কাটান। আয়েশা ওঁদের ওপার বাংলার গল্প শোনান।

এদিন আয়েশা বলেন, 'আমি বাড়ি ফিরতে চাই। বাবা, মা, দাদা, ভাই ও বোনদের অনেকদিন দেখিনি।' সাজু বলেন, '২০১৫ সালে আয়েশা নিখোঁজ হন। ইতিমধ্যে তাঁর এক দাদা এবং মা প্রয়াত হয়েছেন।' তবে সাজু আয়েশাকে ওই খবর জানাননি। মহাবীরকে নিয়ে যাওয়ার সময় পরিবারের লোকজন সাজুকে কৃতজ্ঞতা জানান। আয়েশা সাজুকে বলছিলেন, 'দাদা, আমি কবে বাড়ি ফিরব?' সাজুর আশ্বাস, 'আর কয়েকটা দিন। তারপর বাড়ি ফিরে যাবে।' পরে সাজু জানান, আইনি সমস্যা রয়েছে। পুলিশকে জানিয়েছি। যত দ্রুত সম্ভব আয়েশাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে চাই। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস খোঁজখবর নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লটের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** ডব্লুভিএম-২০২৫-০৪। **অকশন শুরুঃ** ২২.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। **মালদা ডিভিসনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের জন্য ই-অকশন।** এসইকিউ নংঃ এএ/১। লট নং/ক্যাটিগরিঃ এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। **স্টেশন ঃ** গোড্ডা, হাঁসডীহা, মির্জা চৌকী, সাহিবগঞ্জ, বড়হারোয়া, তীনপাহাড় ও রাজমহল। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-241/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/EO-ET/05/2024-25, Dt. 07/03/2025. Last date and time for bid submission -17/03/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Alipurduar-I Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

TENDER NOTICE
Inviting the tender of Bonafide contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT No.-07/GGP/2024-25 Date-05-03-2025 Ref Memo No. 183/GGP/24-25 Date-05/03/2025 for farthar Datails please Contact GP Office of the undersinged.
Sd/-
Pradhan
Gourhand Gram Panchayat
Chanchal-II, Malda

অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেমের প্রবর্তন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/২৬, তারিখঃ ০৫-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নংঃ এপি-এসটি-২৯-২০২৪-২৫, কাজের নাম ঃ এমজিজেডটিআই/আলিপুরদুয়ার জংশনের অপারেটিং মডেল রুমে ট্রেনিংয়ের জন্য অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেমের প্রবর্তন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৯,৮২,৬৩৫/-, বিড সিকিউরিটিঃ ১,১৯,৭০০/-। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০২-০৪-২০২৫ তারিখে বন্ধ হওয়ার পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএন-এসটি-২৫-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ আরএন-এসটি-২৫-২০২৪-২৫; কাজের নাম ঃ রঙিয়া ডিভিশনে নিউ বঙাইগাঁও/এ, নিউ বঙাইগাঁও/ডব্লিউ এবং এলসি গেট নং. আরএম-৫৭ (৩) তিন বছরের জন্য মেসার্স স্ট্যাটিকনের এসএমপিএস ভিত্তিক আইপিএস সিস্টেমের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য ঃ ১২,০৫,৫২৩.৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৮-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিএসটিই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবা

কর্মখালি
SIP Abacus Siliguri Hakimpara inviting Graduate ladies with good communication skill to become teacher (Part Time). No teaching experience required. Send your bio-data @ 9064042757 for interview. No call will be entertained. Refer www.sipabacus.com for details. Training cost included with 100% job guarantee.

Delhi Public School
(DPS-Dooars) Ethelbari-Alipurduar, W.B.-735204. Affiliated to CBSE-New Delhi-affiliation No. 2430291. Applications are invited for the following posts :- PGT-Mathematics, TGT-Mathematics, PGT-English, Librarian-M Lib. Aspiring candidates may forward hand written Application with Mark Sheets to the Principal by 19/03/2025. The same can be mailed to dpsdooars@gmail.com, Principal.

Affidavit
আমি Pranay Kumar Adhikary, পিতা-Ramanimohan Adhikary, বিদ্যাসাগরপল্লি, পোস্ট+থানা-ফালাকাটা, জেলা-আলিপুরদুয়ার, আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে (1642) Pranay Kr. Adhikary নাম ভুল থাকায় আমি 06.03.2025 তারিখ আলিপুরদুয়ার নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Pranay Kr. Adhikary থেকে Pranay Kumar Adhikary একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/115193)

জ্যোতিষ
ছেলে, মেয়ের, বিবাহে বিলম্ব, কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষ-খন্ডন, সংসারে অশান্তি, ছেলে-মেয়ে অবাধ্য, সন্তানহীন, জ্যোতিষ ও তন্ত্র, জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তন্ত্রসাধক, অধ্যাপক ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী, এমএ পিএইচডি, যোগাযোগ :- 9002004418, নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি, সেভক রোড।

TENDER NOTICE
E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 04(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-15/03/2025
OPENING DATE-17/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। **বৃষ :** যদি অর্থ বিনিয়োগের কোনও পরিকল্পনা থাকে তাহলে তা করতে পারেন। বিদেশযাত্রার যোগ। **মিথুন :** বাবার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। সমস্যা কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীদের শুভযোগ। **কর্কট :** কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কারণে সংসারে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বয়স্কদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। **সিংহ :** ব্যবসা নিয়ে সামান্য সমস্যা থাকলেও তা মিটে যাবে। পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। **কন্যা :** পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে আইনি ঝামেলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। **তুলা :** না জেনে কাউকে বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি দেবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো যোগাযোগ পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** বহুজাতিক কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। **ধনু :** বেহিসেবি খরচে বেসামাল হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। **মকর :** নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পেটের কারণে কোনও আনন্দ অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। **কুম্ভ :** পরিবারে সুখ শান্তি বজায় থাকবে। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। **মীন :** ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা আরও বাড়বে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৭ ফাল্গুন, ৮ মার্চ, ২০২৫, ২৩ ফাগুন, সংবৎ ৯ ফাল্গুন সুদি, ৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৮, অঃ ৫।৩৯। শনিবার, নবমী দিবা ১১।৫৪। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ২।৪০। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৭।৪৬। কৌলবকরণ দিবা ১১।৫৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।১৭ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ২।৪০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ২।৪০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১১।৫৪ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৩৯। কালরাত্রি ৭।১১ মধ্যে ও ৪।২৬ গতে ৫।৫৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫৪ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট এবং দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৮ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৮ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।৩৮ মধ্যে ও ২।২৫ গতে ৩।৫৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই এজলাসে আর আসব না : কল্যাণ

কলকাতা, ৭ মার্চ : হাতজোড় করে ভরা এজলাসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের কাছে ক্ষমা চাইলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতিকে বললেন, 'মাফ করবেন। এই এজলাসে আর মামলা করব না।' যাদবপুরের ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। পালটা আপত্তি জানান কল্যাণ। তখনই দুজনে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। কল্যাণ বলেন, 'আমি দুঃখিত। যদি আদালতকে অসম্মান করে থাকি তাহলে আমি আর এই আদালতে শুনানির জন্য আসব না।'

যাদবপুরের মামলায় তিনি লড়বেন বলে এদিন বিচারপতি ঘোষের এজলাসে সময় চাইতে গিয়েছিলেন কল্যাণ। ওই সময় বিচারপতি বলেন, 'ওইদিন শিক্ষামন্ত্রীর ওপর এভাবে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতা। তাহলে নিরাপত্তা দেওয়ার দরকার কী? পুলিশের দুর্বলতা রয়েছে।' কিন্তু বিচারপতির যুক্তি মানতে চাননি কল্যাণ। তিনি বলেন, 'এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি। সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে ঢোকা যায় না। কোনও রাজনৈতিক সভা বা দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। এখন যদি হাইকোর্টের লিগাল সেল কোনও বৈঠক ডাকে সেখানে আমি গেলে কি নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে যাব? তখন আমার ক্ষেত্রে যদি এমন হয় পুলিশ কী করবে?'

কথোপকথনের মাঝেই কল্যাণের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'আপনি এমনভাবে আদালতের সঙ্গে কথা বলেন, তাতে এই আদালত নিজেকে অসম্মানিত মনে করছে।' উত্তরে কল্যাণ বলেন, 'আমি দুঃখিত। একপেশে দেখানো হলে কিছু করার নেই। আমি আর এই কোর্টে মামলা করব না।' বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আমার মনে হয়েছে কোর্টকে ম্যালাইন করার চেষ্টা হয়েছে। গঠনমূলক সমালোচনা এক জিনিস আর ম্যালাইন করার বিষয়টি আলাদা।' এই কথা শুনেই কল্যাণ হাতজোড় করে বলেন, 'মাফ করুন। কোনও মামলাতেই আমি আর এখানে শুনানি করতে আসব না।'

ভূতুড়ে ভোটার ধরবেন সভাপতিরা

অভিষেকের 'না', কোর কমিটি স্থগিত

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : মূলত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি ও জেলায় জেলায় দলের পুরোনো কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ নিরসনের জন্যই জেলাস্তরের কোর কমিটি গঠন স্থগিত করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দলের রাজ্যস্তরের কোর কমিটি ও জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকে জেলাস্তরে কোর কমিটি ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। বিষয়টি নজরে আসার পরই অভিষেক তাঁর আপত্তি দলনেত্রীকে জানান। দলের শীর্ষনেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা। জেলাস্তরে কোর কমিটি রাখা হবে কি না, তা নিয়ে রাত পর্যন্ত টানাপোড়েন চলে। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, এই কোর কমিটি আপাতত স্থগিত থাকছে। কোর কমিটি হবে কি না তা দলনেত্রী ঠিক করবেন। আপাতত দলের জেলা ও ব্লক সভাপতিরাই ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ করবেন।

কোর কমিটি গঠনের বিষয়টি যেহেতু দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ঘোষণা করেছিলেন, তাই দলের প্রবীণ নেতারা মনে করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতিতেই তা গঠিত হয়েছে। কারণ, মমতার 'ইয়েসম্যান'

ঘটনাক্রম

- বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা স্তরে কোর কমিটি ঘোষণা করেছিলেন সুব্রত বক্সী
- বিষয়টি নজরে আসার পরই অভিষেক তাঁর আপত্তি দলনেত্রীকে জানান

বলে পরিচিত বক্সী। কিন্তু এই কোর কমিটি গঠনের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে ছিল। দলের অন্দরের খবর, অভিষেক যুক্তি দিয়েছেন, মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে লোকসভা ও বিধানসভার অধিবেশন রয়েছে। কোর কমিটিতে থাকা বিধায়ক ও সাংসদরা তাঁদের এলাকায় থাকতে পারবেন না। তাহলে এইসময় ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ কে করবেন? তাই জেলা ও ব্লক সভাপতিদেরই এই দায়িত্ব নিতে হবে। স্থানীয় নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে কমিটি গঠন হলে নীচুতলায় তার প্রভাব পড়বে। দলের নেতাদের একাংশ অভিষেকের এই যুক্তিকে মেনে নেন। মমতাও তাতে সম্মতি দেন। তাই রাত পর্যন্ত বহু টানাপোড়েনের পর কমিটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃহস্পতিবার তৃণমূলের মুখপত্র জাগো বাংলার সান্ধ্য সংস্করণে লেখা হয়েছিল, 'কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে'। কিন্তু শুক্রবার প্রভাতী সংস্করণে লেখা হয়, 'কোর কমিটি স্থগিত'। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই পরিবর্তনকে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, কোর কমিটির অনেক সদস্য শুক্রবার সকাল পর্যন্তও জানতে পারেননি যে ওই কোর কমিটি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ১৫ মার্চ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকের পর এই কোর কমিটি নিয়ে দলনেত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপাতত দলের জেলা ও ব্লক সভাপতিরাই ভূতুড়ে ভোটার চিহ্নিত করতে এলাকায় ঝাঁপাবেন।

যাদবপুরে মিটিং, মিছিল এখন বন্ধ

কলকাতা, ৭ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া ১৩ মার্চ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় কোনওরকম কর্মসূচি করা যাবে না, জানালেন বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ। শুক্রবার যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল সংক্রান্ত মামলায় এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

বিচারপতির নির্দেশ, কোনও সংগঠন আপাতত ওই এলাকায় কর্মসূচি করতে পারবে না। পুলিশকে যথাযথ নজরদারিও করতে বলা হয়েছে। তবে এই মিছিলের অনুমতি দিয়েছে আদালত। বিচারপতির নির্দেশ, রবিবার সকাল ১১টা থেকে

নির্দেশ হাইকোর্টের

দুপুর ৩টে অবধি নবীনা সিনেমা হল থেকে যাদবপুর থানার ১০০ গজ আগে পর্যন্ত বিজেপি মিছিল করতে পারবে। শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট থানা ও আয়োজকদের।

ব্রাত্যর পাশে

কলকাতা, ৭ মার্চ : যাদবপুর ইস্যুতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পাশে দাঁড়ালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী হঠাৎ তিন বছর পরে '২৬-এর ভোট যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন যাদবপুরে যেতে গেলেন কেন?' যদিও বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ উড়িয়ে এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বলেন, 'এসব আঁতাতের তত্ত্ব মনগড়া। এই ঘটনার পরেও তিনি আহত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। খোঁজ নিয়েছেন।'

রোজার জন্য অধিবেশনে কাটছাঁট

কলকাতা, ৭ মার্চ : রমজান মাসের জন্য বিধানসভার আসন্ন অধিবেশন বিকাল ৪টের মধ্যে শেষ করতে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় ও শেষ দফার অধিবেশন। শুক্রবার অধিবেশনের কর্মসূচি স্থির করতে বিধানসভার কার্যনিবাহী কমিটির (বিএ) বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের শেষে এই কথা জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে এপ্রিল মাসে রাজ্য সরকারের তৈরি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হওয়ার কথা। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্দির পরিকল্পনাকে 'ছদ্ম হিন্দুত্ব' বলে এদিন কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিধানসভার আসন্ন অধিবেশন চলবে ১০ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রমজান মাস। শাসকদলের বিধায়কদের একটা বড় অংশই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষকে চলতি অধিবেশনের সময় কিছুটা কাটছাঁট করার অনুরোধ করেছেন। এদিন বিএ কমিটির বৈঠকের পর অধ্যক্ষ বলেন, 'রোজা চলছে। অনেক বিধায়ক রোজা রাখেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন, বিকাল ৪টের মধ্যে যাতে অধিবেশনের কাজ শেষ করা যায়। আমরা সেটাই চেষ্টা করছি।'

সাউথসিটি মল কিনছে মার্কিন সংস্থা

কলকাতা, ৭ মার্চ : পূর্বাঞ্চলের সবথেকে বড় শপিং মল সাউথসিটি কিনতে চলেছে আমেরিকার লগ্নি সংস্থা ব্ল্যাক স্টোন। ইতিমধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। ৩৫০০ কোটি টাকায় এই মলটি তারা কিনতে পারে। এই মুহূর্তে ভারতে দেশের ১৪টি শহরে ১৮টি মল কিনেছে ওই সংস্থা। ২০০৮ সালে এই মলটি চালু হয়েছিল। এখানেই রয়েছে বৃহত্তম ফুড কোর্ট। ১২৫০টি গাড়ি একসঙ্গে পার্ক করা যায়। এছাড়া বহু নামি কোম্পানির আউটলেটও এখানে রয়েছে।

মে মাসে ফল প্রকাশ

কলকাতা, ৭ মার্চ : মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যেই উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হবে। শুক্রবার একথা জানিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

মে মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এবছরের উচ্চমাধ্যমিক শুরু হয়েছে ৩ মার্চ থেকে। মোট পরীক্ষার্থী ৫ লক্ষ ৯ হাজার।

গাঁজা পাচারে কমবয়সি বেশি

কোচবিহারে চাষ, মূল পান্ডারা পুলিশের নাগালের বাইরে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৭ মার্চ : এক টানেতে যেমন তেমন, দু'টানেতে রুগি/তিন টানেতে রাজা-উজির, চার টানেতে সুখী...। কীসের টান? গাঁজার।

গানটি অনেকের স্মৃতির পাতায় আজও অমলিন। গান শুনে যতই লম্ফঝম্প হোক না কেন, বাস্তবে গঞ্জিকা চাষ, বিক্রি কিংবা সেবন, সমস্তটাই বেআইনি। প্রশ্ন ওঠে, তা সত্ত্বেও এত গাঁজা আসে কোথা থেকে? কোচবিহার। এক এবং অদ্বিতীয়ম।

পুলিশ-প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে চাষ তো হল, কিন্তু সেটা তো পৌঁছে দিতে হবে। চাই বাহক। আজকের ভাষায় 'ডেলিভারি বয়'। তারা কারা? সফট টার্গেট তরুণসমাজ। কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে ব্যাগে ভরে দাও প্যাকেট। তারাই গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দেবে। শুধুমাত্র পুরুষ নয়, মেয়েদেরও গাঁজা পাচারের বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সম্প্রতি গাঁজা পাচারের বেশ কয়েকটি ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে তরুণ-তরুণীর আধিক্য বেশি। আর এটাই এখন পুলিশের মাথাব্যথার কারণ।

কোচবিহার থেকে নানাভাবে গাঁজা পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরের বিভিন্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ছে কোচবিহারের গাঁজা। কী পদ্ধতিতে চলছে এই কারবার? কোচবিহারের নিশিগঞ্জ, শালমারা, বলরামপুর, নাজিরহাট, মাঘপলা, সাহেবগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে গাঁজা চাষ হচ্ছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে চাষিরা নানা পন্থা অবলম্বন করছেন। চাহিদা দিন-দিন বাড়ছে। বাড়ছে চাষের জমিও। কম পরিশ্রমে অধিক লাভের আশায় বাড়ছে চাষির সংখ্যাও।

চাষ করার পর দায়িত্ব শেষ চাষিদের। তাদের থেকে গাঁজা কিনে বিভিন্ন জায়গায় পাচারের দায়িত্বে একদল কারবারি। তারাই নেটওয়ার্ক গড়ে পরিকল্পনামাফিক পাচারের ছক কষছে। বাহক হিসেবে তরুণদের ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্য জেলা তো বটেই, এমনকি ভিনরাজ্যেও পাচার হয়ে যাচ্ছে গাঁজা।

ফাঁসিদেওয়ায় সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয় দুজন পাচারকারী তরুণ। পুলিশও এই প্যাটার্ন লক্ষ করছে। ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ বলছেন, 'ইদানীং গাঁজা পাচারের ঘটনায় কমবয়সিদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এনডিপিএস ধারায় গ্রেপ্তার হয়ে সহজে সাজা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না তারা। ফলে সামান্য কিছু টাকার লোভে ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে তাদের।'

ওসি জানান, ধৃত দুজনকে হেপাজতে নিয়ে এর পেছনে আসলে কারা জড়িত, তাদের ধরার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই একজনের নাম পাওয়া গিয়েছে। তার খোঁজ শুরু হয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ওসি আশাবাদী, শীঘ্রই মূল কারবারিরা ধরা পড়বে।

ওসি আশাবাদী হলেও গত এক বছরে গাঁজা পাচারে ধৃতদের মধ্যে তরুণ প্রজন্মের আধিক্য থাকায় এটুকু অন্তত স্পষ্ট, বাহকরা ধরা পড়লেও মূল পান্ডারা বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বিধাননগরে চারচাকার গাড়িতে ২৬ কেজি গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা কোচবিহারের বুদ্ধদেব বর্মন (২১) এবং স্নেহাশিস বর্মন (১৯)। দুজনেই কিন্তু অল্পবয়সি।

চলতি বছর জানুয়ারির ৭ তারিখ ৭৮ কেজি গাঁজা পাচারে ধৃত বলরামপুরের মফিজুল হকের বয়স ২৫ বছর। গত বছরও একইভাবে বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী গ্রেপ্তার হয়েছে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক।

সাম্প্রতিক শ্রীঘর দর্শনের নজির

৬ মার্চ, ২০২৫
২৬ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার বুদ্ধদেব বর্মন ও স্নেহাশিস বর্মন। ধৃতদের বয়স যথাক্রমে ২১ এবং ১৯ বছর

৭ জানুয়ারি, ২০২৫
৭৮ কেজি গাঁজা পাচারে ধৃত মফিজুল হকের বয়স ২৫ বছর

১১ জুলাই, ২০২৪
৫০ কেজি গাঁজা পাচারে গ্রেপ্তার আত্মিক পান্ডের বয়স ছিল ২০ বছর

২৬ জুন, ২০২৪
৩০ কেজি গাঁজা সহ ধৃত রেজ্জাক মিয়াঁ, বিপ্লব বর্মন ও উত্তম বর্মন। সকলের বয়স ৩০-এর কম

২২ জুন, ২০২৪
দীপালি সাউ সাড়ে ৬ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার। তার বয়স ২১ বছর

চাষ যেখানে

- কোচবিহারের নিশিগঞ্জ, শালমারা, বলরামপুর, নাজিরহাট, মাঘপালা, সাহেবগঞ্জ

ডেলিভারি পার্সন

- চাষিদের থেকে গাঁজা কিনে পাচারের দায়িত্ব নেয় একদল কারবারি
- তারাই নেটওয়ার্ক গড়ে পরিকল্পনামাফিক পাচারের ছক কষছে
- টাকার লোভ দেখিয়ে বাহক হিসেবে তরুণদের ব্যবহার করা হচ্ছে
- শুধু পুরুষ নয়, মেয়েদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে বাহক হিসেবে

ফুলেফেঁপে উঠছেন চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা

অ্যাম্বুল্যান্সের ভুয়ো বিলে লুট লক্ষ লক্ষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : মাতৃযান ও নিশ্চয়যানেও দুর্নীতি। দুটি পরিষেবার ক্ষেত্রে ভুয়ো বিল তৈরি করে কোটিপতি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারীদের একাংশ। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের একটি চক্র খোদ হাসপাতাল সুপারের অফিসে বসে এই চক্র চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এখানেই প্রতিদিন ভুয়ো তালিকা তৈরি হচ্ছে এবং ওই তালিকা কেন্দ্র এবং রাজ্যের পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে। যথারীতি সরকারি কোষাগার থেকে মাসে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে চক্রটি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এমন ঘটনা নাকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অজানা। যেমন, তাঁর অফিসের কর্মীরা এমন চক্র চালাচ্ছেন বলে মানতে নারাজ হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। তাঁর দাবি, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। কিন্তু নামীদামি গাড়ি, একাধিক জমির প্লট, ফ্ল্যাট রয়েছে। টাকার উৎস কী? মেডিকেলে কান পাতলে শোনা যায় দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ। অভিযোগ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মাতৃযান (১০২) এবং নিশ্চয়যান প্রকল্পে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে। দুটি ক্ষেত্রেই গর্ভবতীকে বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসা এবং প্রসবের পরে মা এবং সদ্যোজাতকে অ্যাম্বুল্যান্সে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা করা হচ্ছে না। একই পরিবারের মা-শিশুকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে দুটি প্রকল্পের গাড়িতেই বুকিং দেখানো হচ্ছে। একসঙ্গে একাধিক রোগীকে গাড়িতে নেওয়া হয়। কিন্তু রোগী প্রতি অ্যাম্বুল্যান্স বিল করা হচ্ছে। মাতৃযান এবং নিশ্চয়যানে একই রোগীর নাম লিখে কেন্দ্র এবং রাজ্যের দুটি জায়গা থেকে বিল তোলা হচ্ছে। প্রসূতি বিভাগ সূত্রে খবর, প্রতিদিন গড়ে ২০ জন মা এবং শিশুকে অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়। এটাকে হাতিয়ার করেই মেডিকেলে দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে।

মেডিকেলের এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর নেতৃত্বে ২০১৭ সালে এই চক্র গড়ে ওঠে। চক্রে শুধু মেডিকেলের কর্মীরাই নয়, অ্যাম্বুল্যান্সের চালক, অ্যাটেনডেন্টদের অনেকেই জড়িত। প্রতি মাসে ৫০ লক্ষাধিক টাকার ভুয়ো বিল তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিলের টাকা অফিসের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, মাতৃযান ও নিশ্চয়যানের কাউন্টারের কর্মী, অ্যাম্বুল্যান্সচালক সকলে মিলে ভাগ করে নিচ্ছে। অভিযোগ, বাড়তি যে টাকার বিল হয় তার সিংহভাগই মেডিকেল কর্মীদের পকেটে ঢুকছে। অভিযোগ, সব জায়গায় টাকা ভর্তি খাম মাসে মাসে পৌঁছে যায়। ফলে সবকিছু জেনেও না জানার ভান করেন অনেকে। অ্যাম্বুল্যান্স মালিক ও চালকদের একাংশের বক্তব্য, বেআইনি বুঝেও অফিসের কথামতো অনেক সময় কাজ করতে হয়। আবার বিল নিতে গেলে পাঁচ লক্ষ টাকায় অন্তত ৬০-৭০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। নতুবা বিল পাশ করবে না।

বেনিয়ম যেখানে

- মা-শিশুকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে দুটি প্রকল্পের গাড়িতে বুকিং দেখানো হচ্ছে
- একসঙ্গে একাধিক রোগীকে গাড়িতে নেওয়া হয়, কিন্তু রোগী প্রতি অ্যাম্বুল্যান্স বিল হচ্ছে
- মাতৃযান এবং নিশ্চয়যানে একই রোগীর নাম লিখে কেন্দ্র এবং রাজ্য থেকে বিল তোলা হচ্ছে
- সুপারের অফিসেই চলছে চক্রের কাজকর্ম, অথচ অজানা কর্তৃপক্ষের

শিলিগুড়ির ভোটারের নাম সিকিমেও

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : মীরা রায়ের বাড়ি শিলিগুড়ির ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। দীর্ঘদিন ভোট দিয়েছেন এখানেই। অথচ ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ। ভোটার তালিকায় মীরার নাম পাওয়া গিয়েছে সিকিমের নামচি-সিংইথাং কেন্দ্রে।

সম্প্রতি কলকাতায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতা-কর্মীদের 'ভূতুড়ে' ভোটার খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নেতারা ময়দানে নামতেই এবার শিলিগুড়িতে ভোটার তালিকায় অনিয়ম ধরা পড়ল। এমনটাই দাবি শাসকদলের। মীরার নাম সিকিমের কেন্দ্রে কীভাবে উঠল? এমন 'ভূতুড়ে' কাণ্ডে হইচই পড়ে গিয়েছে শহরে।

শুধু মীরা নন, অনিয়মের শিকার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা বেলাল মিয়াঁও। সম্প্রতি ঋণ নেওয়ার জন্য যখন ব্যাংকে গিয়ে পরিচয়পত্র হিসেবে নিজের ভোটার কার্ড পেশ করেন, তখন দেখা যায় তাঁর ভোটার নম্বর হুবহু মিলে গিয়েছে মধ্যপ্রদেশের ভোপালের শিলা দেবীর সঙ্গে। বেলালের কথায়, '২৫ বছর ধরে শিলিগুড়িতে ভোট দিয়ে আসছি। আমি কোনওদিন অনলাইনে কিছু দেখিনি। আমার ভোটার কার্ডের নম্বরে শিলা দেবীর নামও দেখাচ্ছে। বিষয়টি পঞ্চায়েত সদস্যকে জানিয়েছি। তিনি নির্বাচন কমিশনে জানাবেন।'

বেলাল যেখানে থাকেন, সেখানকার স্থানীয় তৃণমূল নেতা শংকর রায় বলেন, 'ভুয়ো ভোটারের শক্তি নিয়ে ভারতে অনেক জায়গায় সরকার গঠন করতে পারলেও বাংলায় বিজেপির এই ধরনের স্বপ্ন কোনওদিনই সফল হবে না।'

এদিকে, পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের ওয়ার্ডে কয়েকদিন ধরে চলছে ভোটার তালিকা মিলিয়ে নেওয়ার কাজ। নতুন তালিকা ঘাটতে গিয়ে রীতিমতো হকচকিয়ে যান ডেপুটি। শুধু 'ভূতুড়ে' ভোটার নয়, তাঁর ওয়ার্ডে বহু বছর আগে মৃত কিংবা বদলি হয়ে যাওয়া শতাধিক ভোটারের নাম ফের জায়গা পেয়েছে। এমনটাই দাবি রঞ্জনের। তবে তাঁকে সবচেয়ে অবাক করেছে একই ভোটার নম্বরে দু'রাজ্যের তালিকায় নাম থাকার বিষয়টি।

ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

মীরার ভোটকেন্দ্র বিবেকানন্দ-১ জিএস প্রাইমারি স্কুল। কিন্তু নতুন ভোটার তালিকা পরীক্ষা করতে গিয়ে রঞ্জনরা দেখেন, একই ভোটার নম্বরে মীরার নাম রয়েছে সিকিমের ভোটার তালিকাতেও। সেখানে তাঁর ভোটকেন্দ্র দেখানো হয়েছে নামচি ওল্ড প্রাইমারি স্কুল।

এটা কীভাবে সম্ভব? রঞ্জনের আঙুল বিজেপির দিকে। তাঁর কথায়, 'বিজেপি বাংলায় যখন জিততে পারছে না, তখন তারা নতুন পন্থা নিয়েছে। এইসব ভুয়ো ভোটার যে বাংলায় বিজেপি ঢুকিয়েছে, তা ধীরে ধীরে সামনে আসছে।' তিনি মনে করেন, নির্বাচন কমিশনের উচিত এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মাছ ধরতে ব্যস্ত।। *আলিপুরদুয়ারের শিসামারা নদীতে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার শুভঙ্কর পরিডা।*

অনুপ্রবেশে মদত, সীমান্তে 'সিন্ডিকেট'

বিধান ঘোষ

হিলি, ৭ মার্চ : হিলি সীমান্তে কড়া নজরদারিতে বারবার ধরা পড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। সম্প্রতি অনুপ্রবেশের সময় সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়েন অনেকেই। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই গোয়েন্দারা জানতে পারেন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তে হদিস মিলেছে একাধিক চক্রের। ছোট ছোট সিন্ডিকেট গড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারবারের রমরমা। বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে ভারতীয় নথি তৈরি থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত প্যাকেজ তৈরি করেছে চক্রের পান্ডারা।

একের পর এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের ঘটনায় যেমন বিএসএফ, পুলিশ সাফল্য পেয়েছে, তেমনই সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারবারের তালিকা বৃদ্ধি হতেই দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে গোয়েন্দাদের। সীমান্তের সুরক্ষা নিয়েও সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পুলিশকর্তারা। সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারবার বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে পুলিশ।

১৪ জানুয়ারি হিলি থানার চকগোপাল বিওপির সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ পথে অনুপ্রবেশকারী বৃহন্নলাকে আটক করে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। ঘটনার তদন্তে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ পথে মানুষ পারাপারে যুক্ত কুশ বর্মনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপরেই জাল আধার কার্ড তৈরির অপরাধে ডুমরণের বাসিন্দা মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বালুপাড়া পার্কিং এলাকায় সাইবার ক্যাফের দোকান রয়েছে। তারপরেই বাংলাদেশের চাঁইয়ের খোঁজ শুরু করে পুলিশ।

হিলি

তারপরেই ছদ্মবেশী রানা অর্থাৎ হিলির চেকপোস্ট এলাকার বাবুপাড়ার বাসিন্দা টোটোচালক নন্দদুলাল মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২৮ জানুয়ারি ফের চকগোপাল বিওপির সীমান্ত ফটকে দুই তরুণকে জাল আধার দেখান। নথি যাচাই প্রক্রিয়ায় সন্দেহ হতেই দুই বাংলাদেশি তরুণকে পাকড়াও করে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। ঘটনার তদন্তে বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশের কারবারের মাথা তথা টোটোচালক মহম্মদ মচ্ছিরউদ্দিন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপরেই জাল আধার কার্ড তৈরির অপরাধে লালপুর গ্রামের বাসিন্দা কাজল দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের চকদাপট এলাকায় সাইবার ক্যাফের দোকান রয়েছে। এরপরেই বুধবার ডাবরা এলাকার মাছের হ্যাচারি থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মাছের ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ওই ঘটনার তদন্তে হ্যাচারির কর্ণধার অমৃত দাসকে বাংলাদেশ থেকে মাছের ডাক্তারকে অবৈধ অনুপ্রবেশ করিয়ে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাংলাদেশি ডাক্তারের আধার কার্ড ও প্যান কার্ড বাজেয়াপ্ত হতেই নথি তৈরি চক্রের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। তদন্তে বেসরকারি ব্যাংকে অস্থায়ী আধার বিভাগের কর্মী অলোক পালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

রেলের রাস্তা এবড়োখেবড়ো

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : ঝাঁ চকচকে রাস্তা দিয়ে সাঁইসাঁই করে ছুটে চলেছে গাড়ি। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ কমে আসে গাড়ির গতি। নিত্যযাত্রীরা তখনই বুঝে যান, পোড়াঝাড় রেলগেট এল। এবার শুরু হবে ভোগান্তি। কেন? রেলগেটের দু'পাশের রাস্তা এবড়োখেবড়ো। ওইটুকু অংশের রাস্তা রেলের আওতায় পড়ে। তাই সংস্কারের দায় রেলের। অথচ রেল কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কেকে শর্মা বলেছেন, 'আমরা বিষয়টি দেখছি। রাস্তা মেরামতের অনুমোদন হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।' কিন্তু কবে, তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

এদিকে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য শরৎ মণ্ডলের অভিযোগ, 'রাস্তার ব্যাপারে মৌখিকভাবে রেল কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। মাঝেমধ্যে রেলের লোক এসে দেখে গেলেও কাজ কিছুই করে না।' স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'প্রায় আট বছর ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা। অথচ রেলের হুঁশ নেই।'

রেললাইন পার করে সাইকেলে বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন আরতি সাহা। ভাঙা রাস্তায় ব্যালেন্স সামলাতে না পেরে ছেলেসুদ্ধ প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন তিনি। নিজেকে সামলে বলেন, 'এটা প্রায় রোজ হয়। এখানে টোটো উলটেছে আগে।'

আরেক স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মণ্ডল বলেন, 'রেলের অধীনে থাকায় চাইলেও এই রাস্তা মেরামত করতে পারছি না আমরা।' সকলেই চাইছেন রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে রেল দ্রুত পদক্ষেপ করুক।

ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : রাজস্থানের এক ব্যবসায়ীর ১৭ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে শিলিগুড়ির খালপাড়ার ব্যবসায়ী মুকেশ আগরওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বছরের ডিসেম্বরে রাজস্থান নিবাসী মহাবীর রাজের কাছে একটি নম্বর থেকে ফোন যায় এবং তাঁকে বলা হয় অর্থ তছরুপের মামলায় তাঁর নাম আছে। সেই মামলা থেকে বাঁচতে হলে ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তির বলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। ঘটনায় ভয় পেয়ে মহাবীর মুকেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর ওই নম্বরে ফের মহাবীরের কাছে ফোন আসে। মহাবীরকে বলা হয়, ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বাকি আছে। সেই টাকা পাঠাতে হবে।

এরপর ফের মহাবীর কমল কিশোর নামের এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জমা করেন। ততক্ষণে তিনি বুঝতে পারেন প্রতারণার শিকার হয়েছেন। টনক নড়তেই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশি ১৫ লক্ষ টাকা জমা করার হদিস পায়। রাজস্থান পুলিশ এসে শিলিগুড়ি থেকে মুকেশ আগরওয়ালকে গ্রেপ্তার করে।

ন্যাক মূল্যায়নে সি গ্রেড

চোপড়া, ৭ মার্চ : ন্যাক মূল্যায়নে সি গ্রেড পেল চোপড়ার কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ন্যাক-এর প্রতিনিধিদল কলেজ পরিদর্শন করে। তার পরেই বৃহস্পতিবার এই মূল্যায়নের বিষয়টি জানা গিয়েছে। সি গ্রেড পেলেও খুশি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য গৌরচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাত্র ১২ বছর পেরিয়েছে। ন্যূনতম পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকা সত্ত্বেও এই গ্রেড গ্রামীণ এলাকার কলেজের জন্য নিশ্চয়ই ভালো খবর।'

কলেজের শিক্ষক গোবর্ধন অধিকারীর কথায়, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যাকের প্রতিনিধিদল সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সকলের প্রচেষ্টায় প্রথমবার ন্যাক ভিজিট হয়েছে। আর তাতে এই গ্রেড পাওয়ায় আমরা খুশি।'

অর্ধসমাপ্ত রাস্তা

চোপড়া, ৭ মার্চ : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি রাস্তার কাজ শেষ না করেই কয়েকমাস আগে পালিয়ে যায় ঠিকাদার। ফকিরানি থেকে খুঁজালুগছ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের কাজের শিলান্যাস হয় ২০২৩ সালে। বরাদ্দ হয় ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। অথচ অর্ধেক কাজ করার পর ঠিকাদার জিনিসপত্র গুটিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় বর্তমানে রাস্তাটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে ৫-৭টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল। কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু আবার যে কে সেই।' বলাইগছ থেকে খুঁজালুগছ পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তায় এখন শুধু ভাঙা পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলছেন, 'ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হলেও লাভ হয়নি। শুরু করানো যায়নি কাজ। প্রয়োজনে ওই ঠিকাদার সংস্থাকে ব্ল্যাক লিস্ট করে পুনরায় যাতে কাজ শুরু করা যায় সে ব্যাপারে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানাব।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বাগডোগরা, ৭ মার্চ : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল স্কুটারচালকের। মৃতের নাম অরুণ শর্মা (৩৪)। তিনি মাটিগাড়ার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে বাগডোগরার অদূরে কেষ্টপুরে এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পানিট্যাঙ্কি থেকে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁর স্কুটারের সংঘর্ষ হয়। এতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অরুণের। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। স্কুটার ও ট্রাকটি হেপাজতে রেখেছে পুলিশ।

গদ্যে দিশারি উত্তরবঙ্গ, তবু পদ্যেই মগ্ন নারী

নারী তুমি অর্ধেক আকাশ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ মার্চ : কোচবিহার বাংলা গদ্যের জন্ম দিয়েছে। সারা বাংলাকে গদ্যচর্চার পথ দেখিয়েছে। সেই কোচবিহারেই এতদিনেও সেভাবে কোনও নারী সাহিত্যিককে উঠে আসতে দেখা গেল না। সুনীতি দেবী, সাবিত্রী দেবী, নিরুপমা দেবীর সাহিত্যের কথা সকলেরই জানা। তারপর বিরাট শূন্যস্থান। কোচবিহারের সাহিত্যে নারীদের আর সেভাবে দেখা গেল না। কবিতার বাইরে গদ্যসাহিত্যের বিরাট গণ্ডিতে পরবর্তীকালে নারীদের পদচারণা একপ্রকার নেই বললেই চলে। শুধু কোচবিহার নয়, গত ১০০ বছরে উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র তিলোত্তমা মজুমদার ছাড়া আর কাউকে সেভাবে উঠে আসতে দেখা গেল না। আর একটি নারী দিবসের প্রাক্কালে এই অভাব নিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা কথা হল। গদ্যচর্চার জন্য যে ধৈর্য দরকার, যে সময় দেওয়া প্রয়োজন, যে একাগ্রতা দরকার সেখানেই ঘাটতি রয়েছে।

কোচবিহারের সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য লোকসংস্কৃতি গবেষক, গল্পকার। তাঁর পাঁচটি বই রয়েছে। তার একটি বর্তমানে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে রয়েছে। তাঁর মতে, 'নির্মেদ গদ্য লিখতে অনেক পড়তে হয়। গদ্য লেখার জন্য অনেকটা মগ্নতা দরকার। হয়তো সেই ধৈর্যটা আজকাল মেয়েদের হয় না।' গদ্যলেখা দিয়েই লেখালেখির জগতে হাতেখড়ি পাপড়ি গুহ নিয়োগীর। পরবর্তীতে কবিতা লেখায় মনোযোগ দিলেও আবার গদ্যেই ফিরে এসেছেন তিনি। তিনিও বললেন, 'গদ্য লেখা ধৈর্যের ব্যাপার। হয়তো গদ্য লিখলে অত সহজে লাইম লাইটে আসা যায় না, যত তাড়াতাড়ি কবিতার ক্ষেত্রে মঞ্চ পাওয়া যায়।' উপন্যাস রচনায় আপাতত ব্যস্ত তিনি। গদ্যচর্চা করলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর গায়ে কবির তকমাই সেঁটে আছে। কবি চৈতালি ধরিত্রীকন্যা জানালেন, সময়টা একটা বিরাট ফ্যাক্টর। গদ্যের জন্য প্রচুর সময় দিতে হয়।

কোচবিহারে বসে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বেহারোদন্ত বইটি লিখেছিলেন মহারানি বৃন্দেশ্বরী দেবী। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। এটাই মহিলার লেখা এবং কোচবিহারে ছাপা প্রথম বই। কবিতার আকারে লেখা। কারণ সে সময় নারীদের মধ্যে গদ্যে লেখার প্রচলন হয়নি। তারপর থেকেও দিন অনেক এগিয়েছে কিন্তু সেই ধারা পালটায়নি। এখনকার মাধবী দাস, কবিতার সঙ্গে গদ্যেরও চর্চা করেন। তাঁর কথায়, 'নিজের পরিচিতি লাভ করার একটা সহজ পন্থা হল কবিতা। গদ্যের জন্য সময় দিতে হয়, প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়, প্রচারের আলোর উলটো দিকে থাকতে হয়। সেই কারণেই হয়তো নারীদের খুব একটা গদ্যচর্চায় দেখতে পাওয়া যায় না।'

কোচবিহারের মেয়ে সোমোজা দাস নিজেকে পুরোপুরি লেখার মধ্যেই ডুবিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'কবিতা দিয়ে লেখা শুরু হলেও গল্প শখে লিখতাম। একটা সময়ের পর মনে হল গল্প লিখেই বেশি আনন্দ পাচ্ছি। নিজেকে প্রকাশ করতে পারছি। তাই আপাতত গদ্যেই আছি।' শিলিগুড়ির রিমি দে-র মতে, গদ্য নিয়ে উত্তরবঙ্গে মেয়েরা কাজ করছে না তা কিন্তু নয়। বর্তমানে লেখালেখির ক্ষেত্রে যে পরিচিতি তা বাণিজ্যিক পত্রিকার মাধ্যমেই তৈরি হয়। লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যের একটা বিরাট চর্চার ক্ষেত্র হলেও বেশিরভাগ লেখাই লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় লেখকদের সেই পরিচিতি পেতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। তিনি নিজেও গদ্যচর্চা করে যাচ্ছেন বহু বছর হল। জলপাইগুড়ির টিপলু বসু জানালেন, চাকরির পাশাপাশি মূলত কবিতা লিখতেন। অল্প কিছু গদ্যচর্চাও করেছেন। তাঁর মতে, 'মাঝ রাতে উঠে চার লাইন কবিতা লিখে নেওয়া যায়। গদ্য সেভাবে লেখা সম্ভব নয়।'

ইসলামপুরের মনোনীতা চক্রবর্তীর গদ্যের বই রয়েছে। আরেকটি নির্বাচিত গদ্য প্রকাশনার মুখে। তাঁর কথায়, বর্তমান সময়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণে মানুষের ধৈর্য অনেক কমে গিয়েছে। একটা গদ্য লেখার জন্য যে একাগ্রতা ও নিমগ্নতা প্রয়োজন সেটাতে কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।' আলিপুরদুয়ারের মধুমিতা চক্রবর্তীর গদ্য লেখার ইচ্ছে থাকলেও আজ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। বললেন, 'কবিতা নিয়ে চর্চা বেশি হয়। সেই কারণে যে কোনও লেখা লিখতে গেলে সেটা কবিতাতেই বদলে যায়।'

গদ্য নিয়ে এখন যাঁরা চর্চা করছেন তাঁর মধ্যে আছেন এণাক্ষী মজুমদার, জয়শীলা গুহ বাগচী, হলদিবাড়ির শাঁওলি দে, জলপাইগুড়ির শ্বেতা সরখেল, হিমি মিত্র রায়, নন্দিতা পাল, তনুশ্রী পাল। দুটি ছোট গল্পের সংকলন এবং দুটি উপন্যাস ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে শিলিগুড়ির মহুয়া ঘোষের। তাঁর মতে, 'হাতা খুন্তির পাশাপাশি কলমটা তো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে হবে তা না হলে শ্বাস নিয়ে বাঁচা যাবে না।'

কোচবিহারের সাহিত্যচর্চায় একসময় পথপ্রদর্শক ছিলেন সুনীতিদেবী।

Great Eastern™
We serve you best
WATCH CRICKET CARNIVAL IN A BIGGER SCREEN
FREE BAT
on every purchase of LED TV & AC*
NEWLY OPENED AT RAGHUNATHGANJ
Beside Motherland, Opp. Biswas Marble, M: 9547476737
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI
1 EMI OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
IDFC FIRST Bank
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
24 LED TV ₹ 5990
32 SMART TV ₹ 8990
32 GOOGLE TV ₹ 10490
32 QLED GOOGLE TV ₹ 12990
43 SMART TV ₹ 17490
43 GOOGLE TV ₹ 18390
43 4K GOOGLE TV ₹ 22990
43 4K QLED ₹ 25490
55 4K GOOGLE TV ₹ 32490
55 4K QLED ₹ 35990
65 4K GOOGLE TV ₹ 44990
75 4K GOOGLE TV ₹ 75990
FREE MIXI + KETTLE
ONIDA 1.5 Ton - Inverter ₹ 32490*
Godrej 1.5 Ton - Inverter ₹ 33990*
Haier 1.5 Ton - Inverter ₹ 36990*
VOLTAS 1.5 Ton - Inverter ₹ 36990*
Panasonic 1.5 Ton - Inverter ₹ 39990*
IFB 1.5 Ton - Inverter ₹ 35990*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
ONIDA 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 37990*
Godrej 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38990*
Haier 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 43990*
VOLTAS 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990*
Panasonic 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 49990*
IFB 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 40990*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 46990*
LLOYD 1.5 Ton - Inverter ₹ 36490*
BLUE STAR 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
LG 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
HITACHI 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
SAMSUNG 1.5 Ton - Inverter ₹ 35990*
Carrier 1.5 Ton - Inverter ₹ 37990*
Whirlpool 1.5 Ton - Inverter ₹ 33990*
LLOYD 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42490*
BLUE STAR 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 45990*
LG 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 46990*
HITACHI 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 45990*
SAMSUNG 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990*
Carrier 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 43990*
Whirlpool 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 97+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

নারীশক্তি

ইটভাটায় কর্মব্যস্ত মহিলারা। শুক্রবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

দুর্ঘটনার কবলে এএন-৩২ বিমান

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৭ মার্চ : বাগডোগরা বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার আন্তোনভ এএন-৩২ বিমানটি। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৫৮ মিনিটের ঘটনা। সেসময় সাধারণত বিমানবন্দরে ব্যস্ততা থাকে না। আচমকা বিকট শব্দের পরেই দমকল ইঞ্জিন, অ্যাম্বুল্যান্সের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। তৎপর হয়ে ওঠেন বায়ুসেনার আধিকারিকরা। সেনার উদ্ধারকারী দল ও দমকলকর্মীরা মিলে বিমানটি থেকে ছয়জনকে উদ্ধার করেন। এঁদের মধ্যে একজন চালক ও এক ক্রু আহত হন। দুজনকেই ব্যাংডুবি সামরিক বিভাগের বেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দুর্ঘটনার কারণ জানতে তড়িঘড়ি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ বায়ুসেনার কর্তারা। সূত্র মারফত খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, আন্তোনভ এএন-৩২ বিমানটি বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়েতে অবতরণের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

তারপর রানওয়ে ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে প্রায় ২২০ ফুট এগিয়ে যায়। বিকট শব্দের পর ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। কাছেই ডিভিওআর (ডপলারভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওমনি রেঞ্জ) ছিল।

খবর পাওয়ামাত্র দমকলের ইঞ্জিন, অ্যাম্বুল্যান্স, মেডিকেল টিম, উদ্ধারকারী দলের পাশাপাশি বায়ুসেনার আধিকারিকরা পৌঁছান ঘটনাস্থলে। বিমানে পাইলট, কোপাইলট ও চার ক্রু সহ মোট ৬ জন ব্যক্তি ছিলেন। আহত হয়েছেন একজন পাইলট এবং একজন ক্রু। তবে তাঁদের চোট তেমন গুরুতর নয় বলে খবর মিলেছে।

এএন-৩২ একটি পরিবহণ বিমান। সামরিকক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই দুর্ঘটনা নিয়ে বায়ুসেনার অন্দরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। নিছক দুর্ঘটনা নাকি গাফিলতির জের, কারণ খুঁজতে কমিটি গড়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে পরিস্থিতি সামলে নেওয়া হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই। শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রীবাহী বিমান চলাচলে কোনওরকম সমস্যা হয়নি।

ঘটল কীভাবে

- অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বায়ুসেনার আন্তোনভ এএন-৩২ বিমান
- আচমকা বিকট শব্দে দমকল, অ্যাম্বুল্যান্সের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়
- সেনার উদ্ধারকারী দল ও দমকলকর্মীরা মিলে বিমান থেকে ছ'জনকে উদ্ধার করেন
- প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে রানওয়েতে অবতরণের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বিমানটি
- তারপর রানওয়ে ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে প্রায় ২২০ ফুট এগিয়ে যায়

প্রতীকী ছবি

২০২৬-এর মার্চে জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা

পুরসভা ধরে ধরে কাজের পর্যালোচনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ২০২৬-এ মার্চের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে আম্রুত-২ প্রকল্পে শিলিগুড়ি পুরনিগম সহ উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ পুরসভা এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন বাধার মুখে পড়ছে পুরসভাগুলি। মাঝেমধ্যেই সমস্যা সহ প্রকল্পের ফাইল নিয়ে কলকাতায় ছুটতে হয় পুর আধিকারিকদের। তাই এবার সেই পুরসভাগুলিকে নিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়িতে বৈঠক করল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। বৈঠকে পুরসভা ধরে ধরে ওই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়।

মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (উত্তরবঙ্গ জোন) চিত্তরঞ্জন বর্মনের কথায়, 'বেশ কয়েকটি পুরসভাতে কাজ টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আছে। সেগুলিরও এক-দু'মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। সবার সব দাবিদাওয়া, সমস্যা শোনা হয়েছে। এই প্রথম শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠক হওয়ায় প্রত্যেকে নিজেদের কথা বলতে পেরেছেন। সব সমস্যা মিটিয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে।'

এদিন শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে শিলিগুড়ি পুরনিগম, মালদা, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের ২৫টি পুরসভাকে নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জলপাইগুড়ির চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল, ইসলামপুরের চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ অন্য পদস্থ আধিকারিকরা অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া ছিলেন আম্রুত প্রকল্পের স্টেট মিশন ডিরেক্টর বদ্রীনাথ কর, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব অরূপরতন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বৈঠকে বেশ কিছু পুরসভা যেমন বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তেমনি কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ কম বলে দাবি করা হয়েছে। আবার কোথাও প্রাপ্য আটকে থাকার অভিযোগ উঠেছে।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বৈঠকে গজলডোবা থেকে তিস্তা নদীর জল ফুলবাড়িতে নিয়ে আসার কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'গজলডোবা থেকে ২৮ কিলোমিটার এলাকার ওপর দিয়ে ফুলবাড়ির শোধনাগারে জল পৌঁছাবে। এই কাজে জমি নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অনুমতি ছাড়া বাকি সব অনুমতি চলে এসেছে। কেন্দ্রের ছাড়পত্রও দ্রুত চলে আসবে।' এদিন শহরের কিছু ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে আরও প্রায় ৭৫ কোটি টাকা দাবি করেছেন তিনি।

বৈঠক সূত্রের খবর, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ওই প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। খুব বেশি হলে ২০২৬-এর মার্চ মাস হতে পারে।

কালিম্পংয়ে ২৬৬ কোটি টাকায় তিস্তা নদী থেকে জল তুলে শহরের ওয়ার্ডগুলিতে সরবরাহ করা, কার্সিয়াংয়ে ২১০ কোটি টাকায় বালাসন নদী থেকে জল নেওয়া এবং মিরিকে ১৭১ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলছে। পাহাড়ের এই তিনটি প্রকল্পের কাজ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বলে জানিয়েছেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

পানীয় জলপ্রকল্প নিয়ে বৈঠক শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে। শুক্রবার।

বকেয়া বোনাসের নিষ্পত্তি দাবি চা শ্রমিকদের

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : পাহাড়ের বন্ধ চা বাগান দ্রুত খোলার ব্যবস্থা করা এবং গত বছরের পুজো বোনাস নিষ্পত্তির দাবি জানিয়ে শুক্রবার অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারকে স্মারকলিপি দিল দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়ন। সংগঠনের তরফে এদিন মিছিল করে দাগাপুরের শ্রম দপ্তরে গিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষে সমন পাঠক বলেছেন, '২০১৫ সাল থেকে পাহাড়ে ১৫টি চা বাগান বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই বন্ধ বাগানগুলি পুনরায় চালু করতে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না। ফলে কয়েক হাজার শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অনেকেই দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। আমরা এই বাগানগুলি দ্রুত চালু করার দাবি জানিয়েছি।'

পাহাড়ের বাগানগুলিতে শ্রমিকদের গত বছরের পুজো বোনাসের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে প্রথম থেকেই সরব ছিল চা শ্রমিকদের সংগঠনগুলি। মালিকপক্ষ তাতে রাজি হয়নি। পরে শ্রম দপ্তর ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারি দিয়েছিল। সে সময় বোনাসের সমস্যা মেটাতে আরও বৈঠক ডাকার কথা বলা হয়েছিল শ্রম দপ্তরের তরফে। কিন্তু পরবর্তীতে কোনও উদ্যোগ শ্রম দপ্তর নেয়নি বলে সমনের অভিযোগ। দ্রুত বোনাস নিয়ে বৈঠক ডাকার দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনটির তরফে। অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার শ্যামল দত্ত বলেছেন, 'দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সার্ভিস রোডে দোকান, পড়ে নির্মাণসামগ্রী

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৭ মার্চ : জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড দখল হচ্ছে দিনদুপুরে, অথচ নজর নেই সেদিকে। ইসলামপুর ব্লকের গুঞ্জরিয়া বাজার ও সংলগ্ন এলাকার ছবিটা আশঙ্কাজনক। সেখানে সার্ভিস রোডের ওপর দিনের পর দিন ফেলে রাখা হয় নির্মাণসামগ্রী। কোথাও আবার পসরা সাজিয়ে বসেন দোকানিরা। যাতায়াতে বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ। প্রশাসন অভিযান চালিয়েছিল বটে, তবে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা যায়নি ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে।

রাস্তার পাশে গজিয়ে উঠেছে একাধিক গ্যারাজ। সার্ভিস রোডের ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেগুলোর মেরামত, সাফাই চলে। গতবছরের মাঝামাঝি সময় ব্লক এবং মহকুমা প্রশাসন দখলদারি সরাতে অভিযান চালিয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে মাইকিংও করা হয়। তবে লাভ হয়নি এসবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করছে না কেন, সেই প্রশ্ন তুলছেন ভুক্তভোগীরা।

নুর ইসলাম হেঁটে যাচ্ছিলেন ওই পথ ধরে। এব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বললেন, 'রাস্তার ওপর এমনভাবে জিনিসপত্র রাখা হয়েছে যে গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করা তো দূর, হেঁটেও চলাফেরা দায়। ব্যবস্থা নেওয়ার কিছুদিন পর ফের একই অবস্থা ফিরে আসে। লাগাতার নজরদারি না রাখলে সমস্যা রয়েই যাবে। সাধারণের স্বার্থে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, দখল উচ্ছেদ করা জরুরি।'

অভিযান চালানোর পর রাস্তা যে ফের দখলে গিয়েছে, সেটা নাকি জানেনই না গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ হুদা। তাঁর দাবি, 'নির্মাণসামগ্রী রাখার বিষয়টি আমার জানা নেই। বারবার বলা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা কেন কথা শুনছেন না, তা খোঁজ নিয়ে দেখব। ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ইসলামপুর ব্লকের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন জানিয়েছেন, পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সমস্যার সমাধানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের প্রোজেক্ট ডাইরেক্টরের আশ্বাস, প্রশাসনের সহযোগিতা পেলেই দখল তুলে দেওয়া হবে।

ইসলামপুরে এভাবেই দখল হচ্ছে সার্ভিস রোড। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

অবস্থা যেমন

- গুঞ্জরিয়া বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ওপর পড়ে থাকছে নির্মাণসামগ্রী
- কোথাও আবার পসরা সাজিয়ে রাস্তায় বসছেন দোকানিরা
- রাস্তার কাছে গজিয়ে উঠেছে একাধিক গ্যারাজ
- রাস্তায় বেরিয়ে সমস্যায় পড়ছেন পথচারীরা
- সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

শ্যামলের বাড়ি ফেরায় অনিশ্চয়তা

দিনহাটা, ৭ মার্চ : পুলিশের ভুলের খেসারত দিতে হল নিরপরাধ মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে। সাজানো কেসের ভিত্তিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পরিচয়ে দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগরের বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র পালকে জেল খাটতে হয়েছে। বিনা দোষে নষ্ট হয়েছে জীবনের চার চারটে বছর। অসহায় অবস্থায় দিন কেটেছে তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও মেয়ের।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। এতে খুশির হাওয়া শ্যামলের পরিবারে। তবে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। দুঃস্থ পরিবার। কোনওরকমে পেটের ভাত জোটে। এই পরিস্থিতিতে নেপথ্যে ওই পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা। বহরমপুর মানসিক হাসপাতাল থেকে স্বামীকে কীভাবে ফিরিয়ে আনবেন, খরচের টাকা কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন শ্যামলের স্ত্রী চায়না।

চায়নার কথায়, 'শুনলাম বহরমপুর গিয়ে সেখান থেকে ওঁকে নিয়ে আসতে হবে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। ছেলের সামান্য উপার্জনে টেনেটুনে সংসার চলে। গাড়িতে সেখানে যাতায়াতের খরচ টানার মতো অবস্থা আমার নেই। প্রশাসনের তরফে ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে ভালো হত।'

টাকার অভাবে এতদিন বহরমপুরে শ্যামলের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেনি তাঁর পরিবার। তাঁর স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি কী সেটাও জানেন না। তাই ব্যক্তিগত গাড়িভাড়া না করে তাঁকে বাড়ি আনার সাহস পাচ্ছেন না তাঁরা।

গুদামে হানা

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : খালপাড়ায় একটি বেআইনি পলিব্যাগের গুদামে হানা দিলেন পুরনিগমের কর্মীরা। শুক্রবার দুপুরে ওই গুদামে হানা দিয়ে প্রায় ১৯ কুইন্টাল পলিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে গুদাম সিল করে দিয়েছেন পুরকর্মীরা। ওই গুদাম থেকে শিলিগুড়িতে পলিব্যাগ আসছে বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠছিল। বৃহস্পতিবার ওই গুদামে হানা দেওয়া হয়। কিন্তু সেদিন সেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান থাকায় পুরকর্মীরা ফিরে আসেন। এদিন দুপুরে ফের হানা দেন কর্মীরা। তবে গুদামের মালিকের পরিচয় জানাতে পারেননি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

আলোচনা সভা

চোপড়া, ৭ মার্চ : শুক্রবার চোপড়ায় উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে এলাকার মহিলা চাষিদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা করা হল। আলোচনা সভায় ছিলেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সুরজিৎ সরকার, বিশেষজ্ঞ অঞ্জলি শর্মা প্রমুখ। কৃষিভিত্তিক আঁকা প্রতিযোগিতা হয়েছে এদিন। মহিলাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি কাজের নিরিখে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পুরস্কৃত করা হয়।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : ভাতা বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি নিয়ে দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দিলেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। শুক্রবার ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলার সদস্যরা ন্যূনতম পনেরো হাজার টাকা ভাতা, ইনসেন্টিভ সহ পাঁচ দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেন। সংগঠনের জেলা সভাপতি নমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে একাধিক দাবি জানিয়ে আসছি। কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটেও আমাদের দাবি মানা হল না। তাই আজ আরও একবার একাধিক দাবি নিয়ে স্মারকলিপি দিলাম।'

দেদারে বালি লুট খড়িবাড়িতে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৭ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরেও দেদারে বালি চুরি চলছে খড়িবাড়ি ব্লকের ডুমুরিয়া নদীতে। এই নদী শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের এলাকাতেই পড়ে। মহকুমা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষের এলাকাতেই এভাবে দেদারে বালি চুরি এবং তা ঠেকাতে প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসন ও শাসকদলের নেতাদের একাংশের যোগসাজশেই বালি মাফিয়ারা এভাবে দিনরাত বালি তুলতে সাহস পাচ্ছে।

যদিও যোগসাজশের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি কিশোরীমোহনের যুক্তি, 'বালি চুরি রুখতে থানা ও বিএলআরওকে কড়া নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি দেখছেন। সাধারণ মানুষকেও বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।' এদিকে বিষয়টি নিয়ে খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউয়ের বক্তব্য, 'ভূমি দপ্তরকে নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমুরিয়া নদীতে সরকারিভাবে কোনও ঘাটের লিজ নেই। তবুও প্রতিনিয়ত বালি তোলা হচ্ছে। অভিযোগ, বালি মাফিয়ারা আর্থমুভার নামিয়ে নদী থেকে বালি তুলছে। নদী থেকে এভাবে দেদারে বালি তোলার ফলে বর্ষায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও পাড় ভাঙার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জিত সিংহের অভিযোগ, 'শাসকদল ও প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদতেই বালি মাফিয়ারা এত সক্রিয় রয়েছে। এলাকার ট্র্যাক্টর ছাড়াও বাইরের থেকে ট্র্যাক্টর, ডাম্পার নিয়ে এসে বালি লুট করছে। প্রতিনিয়ত একশোর বেশি ট্র্যাক্টর ঢুকছে এলাকায়।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ক্রিসনু ওরাওঁকে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'প্রশাসনের সব স্তরে বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। তারপরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

ডুমুরিয়া নদী থেকে দেদারে বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে।

> বালি চুরি রুখতে থানা ও বিএলআরওকে কড়া নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি দেখছেন। সাধারণ মানুষকেও বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।
>
> **কিশোরীমোহন সিংহ**
> *বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ*
> *শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে খড়িবাড়ি ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা জানান, অভিযোগ পেলেই অভিযান চালানো হয়। বহু ট্র্যাক্টর আটক করে জরিমানাও করা হয়েছে। তবে পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় সবসময় টহলদারি করা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

মোষ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

ফাঁসিদেওয়া, ৭ মার্চ : পাচারের আগে ১০টি মোষ উদ্ধার করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনায় ধৃত কনটেনারচালক সিরাজ এসকে বীরভূমের নলহাটির বাসিন্দা। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গান্ধি মোড়ের কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে পুলিশ একটি কনটেনার আটক করে।

তল্লাশি চালাতেই কনটেনারের ভিতর থেকে মোষগুলি উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মোষগুলি বিহার থেকে অসমে পাচার করা হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া মোষগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানোর পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত কনটেনারটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধৃত দম্পতি

খড়িবাড়ি, ৭ মার্চ : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে শুক্রবার বিকালে মাদক সহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত রুশানদেবী গিরি এবং হরকুমার বাড়ৈ পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোতের বাসিন্দা।

গোপনসূত্রে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ পানিট্যাঙ্কি বাজার সংলগ্ন শীতলা মন্দির এলাকার একটি বাড়িতে হানা দেয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ১২৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ ৪৬ হাজার তিনশো টাকা বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। অভিযুক্তদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পাতা ঝরার মরশুম।। সুকনা রোডে খেলতে খেলতে বাড়ি ফিরছে পড়ুয়ারা। ছবি : সূত্রধর

বটপাকুড়ের বিয়েতে ভালোবাসার গল্প

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ গৌরাঙ্গপল্লির মহাশক্তি স্পোর্টিং ক্লাবে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। এলাকার বাসিন্দাদের অশোক, বিজয়দের বলতে শোনা গেল, কিছুক্ষণ পরেই বরযাত্রী চলে আসবে। সামনের টিনের ঘরে তখন ছাঁদনাতলায় মন্ত্র পড়তে ব্যস্ত পুরোহিতমশাই। সেই মন্ত্র পাঠই একদৃষ্টে দেখছিল বছর দশের প্রতীক রায়। রোশনাইয়ের সঙ্গেই চারদিকে তখন বিয়ের বাজনার আওয়াজ। প্রতীক তার দিদার কাছে জানতে চায়, 'বর আসবে কখন?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িতে করে হাজির হলেন বরযাত্রীরা। উলুধ্বনি, গেট ধরা সবকিছুই হল। কিন্তু বর কোথায়? প্রতীকের বারবার প্রশ্নের উত্তরে দিদা আঙুল তুলে দেখালেন, টিনের ঘরের ছাদের উপর বেরিয়ে আসা প্রকাণ্ড বট গাছের দিকে। বট গাছের গায়ে জড়ানো নতুন ধুতি। পাশেই পাকুড় বেনারসী গায়ে জড়িয়ে তখন নববধূ। সাতপাকে ঘুরতে না পারলেও নিয়মমতো অগ্নিসাক্ষী করেই তাদের বিয়ে হল। বিয়ের আয়োজকরাই সিঁদুরদান পর্ব সারলেন। বটপাকুড়ের বিয়েতে শুক্রবার সকাল থেকে গমগম করল ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের গৌরাঙ্গপল্লি। বিয়ে দেখতে এলেন আশপাশের এলাকার বাসিন্দারাও।

ফোর লেনের কাজকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই কাটা পড়েছে একের পর এক গাছ। গাছ বাঁচানো নিয়ে চলেছে রাজনৈতিক তর্জা। এসবকিছুর মধ্যেই শুক্রবার সন্ধ্যায় আলো ঝলমলে পরিবেশে বটপাকুড়ের বিয়েতে ফুটে উঠল গাছের প্রতি এক দম্পতির অকৃত্রিম ভালোবাসা।

কুড়ি বছর আগে গৌরাঙ্গপল্লিতেই থাকতেন নিরঞ্জন রায় ও দেবিকা রায়। পরবর্তীতে হায়দরপাড়া সৎসঙ্গ মন্দিরের নিজেরা বাড়ি করে চলে আসেন। আসার আগে দেবিকার নজরে আসে, গৌরাঙ্গপল্লিতে ড্রেনের কাজের কারণে রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা দুটি বট ও পাকুড় গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে। গাছ দুটিকে মহাশক্তি ক্লাবের একপাশে লাগিয়ে দেন তাঁরা। নিরঞ্জন-দেবিকা ঠিক করেন, গাছ দুটি পূর্ণবয়স্ক হলে তাঁরা বিয়ে দেবেন।

এদিন বাজনা-বিয়ের কোলাহল, ব্যস্ততার মধ্যেই কিছুটা একা অনুভব করছিলেন নিরঞ্জন। তিনি বলেন, 'দেবিকা আর নেই। ২০২৩ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক বছর কাটতেই আমরা প্রস্তুতি শুরু করি বটপাকুড়ের বিয়ে দেওয়ার।' সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ক্লাবের সদস্যরাও। পঞ্জিকা দেখে বিয়ের দিন ঠিক করার পর ১৫ দিন আগে শুরু হয় বিয়ের প্রস্তুতি। বরপক্ষ হয় চম্পাসারির এক পরিবার। কন্যাপক্ষ নিরঞ্জনের পরিবার। নিরঞ্জনের ছেলে বিপ্লব রায় ও তাঁর স্ত্রী রিয়া হন পাকুড়ের বাবা ও মা।

বিয়েতে অতিথি আপ্যায়নে ভোজের ব্যবস্থা না করলে হয়? তাই কন্যাপক্ষ আয়োজন করেছিল ভাত-ডাল-পাঁপড়-সবজি-মিষ্টি-পায়েসের। রবিবার আয়োজন হচ্ছে বৌভাতের। পাত্রী পাকুড়ের বাবা বিপ্লব বললেন, 'ওইদিনও থাকছে একই ধরনের নিরামিষ মেনু।' বটপাকুড়ের বিয়ে নিদর্শন হয়ে থাকল একে অপরের প্রতি ভালোবাসার।

বটপাকুড়ের বিবাহের আসর। (ডানদিকে) নবদম্পতি। শুক্রবার।

দে দৌড়... আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মহিলাদের দৌড় প্রতিযোগিতা। শুক্রবার বিকানেরে।

হাতি-ড্রাগনের সম্পর্ক চায় চিন

বেজিং, ৭ মার্চ : সাফল্যকে সার্বিক স্তরে নিয়ে যেতে হলে ড্রাগনকে হাতির সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে। এর সুফল পাবে দু-পক্ষই। শুক্রবার বেজিংয়ে চিনা পার্লামেন্ট ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের অধিবেশনের ফাঁকে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। তাঁর বক্তব্যে ড্রাগন হল চিন, আর হাতি ভারত।

এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে ধারাবাহিক টানাপোড়েন নিয়ে ওয়াংকে প্রশ্ন করেছিলেন এক সাংবাদিক। জবাবে তিনি বলেন, 'চিন সবসময় বিশ্বাস করে দু'দেশের উচিত একে অন্যের সাফল্যে অংশীদার হওয়া। ড্রাগন-হাতির পারস্পরিক সহযোগিতাই দু-পক্ষের এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা।' তিনি বলেন, 'ড্রাগন এবং হাতির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ড্রাগন এবং হাতিকে একসঙ্গে নাচিয়ে দিতে হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে কথা না বলে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। তাতেই দুই দেশের লাভ। যদি এশিয়ার বৃহত্তম দুই অর্থনীতি একজোট হয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই তা লাভজনক।' ওয়াংয়ের মতে, দীর্ঘদিন ধরে ভারত ও চিন একে অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি খরচ করছে। সীমান্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'দেশের বাহিনী। এর ফলে চিন বা ভারত কেউ লাভবান হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের উচিত একে অপরকে অবমূল্যায়ন করার পরিবর্তে একে অপরের সঙ্গে কাজ করা। একে অপরের গতিবিধির দিকে নজরদারি করার বদলে পরস্পরকে সাহায্য করার বহু কারণ আমাদের রয়েছে। এইভাবে আমরা আমাদের দেশ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে পারব।'

গালওয়ান সংঘাতের পর ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বড়সড়ো ফাটল ধরেছে। দু'দেশ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখাজুড়ে লক্ষ লক্ষ সেনা মোতায়েন করেছিল। সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয় পূর্ব লাদাখে। দুই সেনাবাহিনীর কোর কমান্ডার স্তরে দফায় দফায় আলোচনার পরেও জট কাটছিল না। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছিলেন ওয়াং ই। সেই বৈঠকের পর দু-পক্ষই কিছুটা নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর গতবছর রাশিয়ার কাজানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তারপর ধাপে ধাপে সীমান্তের একাধিক জায়গা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত ও চিন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও চলছে স্বাভাবিকভাবে। এমন এক সময়ে চিনা পণ্যের ওপর করের পরিমাণ বাড়িয়েছে আমেরিকা। ভারতের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক শুল্কনীতি কার্যকর করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। এবার চিনা বিদেশমন্ত্রীর ভারতের সঙ্গে জোট গঠনের পক্ষে সওয়াল তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ওয়াং বলেন, 'চিন ও ভারত হাত মেলালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে। একটি শক্তিশালী গ্লোবাল সাউথ গঠনের সম্ভাবনা জোরালো হবে। ড্রাগন, হাতির মেলবন্ধনই আমাদের সামনে একমাত্র বাস্তবতা। একে অপরকে হতাশ করার বদলে আমাদের উচিত পরস্পরকে সমর্থন করা। দু-দেশের জনগণের মৌলিক স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির প্রয়োজন।'

ড্রাগন এবং হাতির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ড্রাগন এবং হাতিকে একসঙ্গে নাচিয়ে দিতে হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে কথা না বলে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। তাতেই দুই দেশের লাভ। যদি এশিয়ার বৃহত্তম দুই অর্থনীতি একজোট হয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই তা লাভজনক।

ওয়াং ই, *চিনের বিদেশমন্ত্রী*

ব্যাকফুটে ট্রাম্প, কাঁদলেন ট্রুডো

ওয়াশিংটন ও টরন্টো, ৭ মার্চ : ভেবেছিলেন ক্ষমতায় বসেই আমেরিকাকে রাতারাতি নিজের মতো করে গড়ে নেবেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি চলবে তাঁর অঙ্গুলিহেলনে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই ইচ্ছাপূরণ আপাতত দুরস্ত। মঙ্গলবার থেকে কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর বাড়তি কর চাপিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। ৪৮ ঘণ্টা কাটল না সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হল তারা। বৃহস্পতিবার ট্রাম্প নিজেই ঘোষণা করলেন, ২ এপ্রিল পর্যন্ত দুই প্রতিবেশী দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে বাড়তি কর আদায়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকবে। সরাসরি স্বীকার না করলেও আমেরিকার শেয়ার বাজারে ধসের কারণেই ট্রাম্প যে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

আমেরিকা পিছু হটতেই নিজের রাজনৈতিক ভিত পোক্ত করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন কানাডার বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে কান্না ভেজা চোখে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ হোক বা অন্য কোনও বিষয়ে তিনি কানাডাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকা কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর চাপিয়েছিল। মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা কর আরোপ করে কানাডা। সেই পথে হাঁটার কথা জানিয়েছিল মেক্সিকো। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার পণ্য আমদানি-রপ্তানি ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে মার্কিন লগ্নিকারীদের মধ্যে। শুরু হয় শেয়ার বিক্রির হিড়িক। ধস নামে আমেরিকার শেয়ার বাজার। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়ি সংস্থাগুলি। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝে ফোর্ড, জেনারেল মোটর্স ও স্টেলান্টিসের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তার পরেই শুল্ক-যুদ্ধে রাশ টানার কথা জানান। তাতেও অবশ্য লগ্নিকারীদের আস্থা ফেরেনি। শুক্রবারও শেয়ারের পতন লক্ষ করা গিয়েছে।

তবে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে বিদায়বেলায় স্বস্তিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। আমেরিকার পিছু হটাকে পরোক্ষে নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করেছেন তিনি। রবিবার কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম জানাতে পারে শাসকদল লিবারাল পার্টি। তার আগে এক সাক্ষাৎকারে ট্রুডো বলেন, 'কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যতদিন ছিলাম সব সময় দেশের ও কানাডীয়দের ভালোর জন্য কাজ করেছি। যখন চলে যাচ্ছি তখনও মানুষকে আশাহত করিনি।' ট্রাম্পের শুল্ক স্থগিতের সিদ্ধান্তকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'এই বিরতি সাময়িক। ভবিষ্যতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ জারি থাকবে। আমাদের লক্ষ্য এই শুল্ক পুরোপুরি তুলে নিতে ওদের বাধ্য করা।' বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কানাডার ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রী। শুরু থেকে কানাডার পণ্যের ওপর ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন ট্রুডো। মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা কর চাপিয়েছেন। যার জেরে কানাডার অন্দরে ট্রুডোর জনপ্রিয়তা কিছুটা হলেও বেড়েছে বলে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও আগামী নির্বাচনে লিবারাল পার্টি জয় পেলে ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্বে ফেরার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যতদিন ছিলাম সব সময় দেশের ও কানাডীয়দের ভালোর জন্য কাজ করেছি। যখন চলে যাচ্ছি তখনও মানুষকে আশাহত করিনি।

জাস্টিন ট্রুডো

পদ্মাপারে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত

হিজবুত তাহরীরের মিছিলে রণক্ষেত্র

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৭ মার্চ : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন ভারতের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছেন, তখন পদ্মাপারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের জান-মালের ওপর লাগাতার হিংসা নিয়ে পালটা চাপ দেওয়ার কৌশল নিল মোদি সরকার। শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার বলেন, 'বাংলাদেশে যেভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যে সমস্ত চরমপন্থীকে গুরুতর অপরাধের জন্য সাজা দেওয়া হয়েছিল তাদের মুক্তি দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও সাংঘাতিক হয়েছে।'

জয়সওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, পাশাপাশি তাঁদের সম্পত্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা সে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব।' রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, '২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট থেকে ২০২৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে ২,৩৭৪টি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ১,২৫৪টি ঘটনার সত্যতা পুলিশ নিশ্চিত করেছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, এই ১,২৫৪টি ঘটনার ৯৮ শতাংশকেই 'রাজনৈতিক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।' বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'আমরা আশা করি, বাংলাদেশ সরকার কোনও বিভাজন না টেনে প্রতিটি হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ এবং হিংসার ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে এবং অপরাধীদের কঠোর বিচারের আওতায় আনবে।'

বাংলাদেশে দ্রুত নির্বাচন করানোর দাবি জানিয়ে জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল বাংলাদেশের পক্ষে। চলমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে দ্রুত নির্বাচনের আয়োজন করা জরুরি।'

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয়, সেটা এদিনের ঘটনায় পরিষ্কার। শুক্রবার জুম্মার নমাজ শেষ হওয়ার পর নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের ব্যানারে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম থেকে একটি মিছিল বেরোয়। মিছিলটি পল্টন থেকে বিজয়নগরের দিকে এগোলে পুলিশ বাধা দেয়। সাউন্ড গ্রেনেড এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাতে বেশ কয়েকজন আহত হন। পুলিশের সঙ্গে যোগ দেন সেনাবাহিনীর সদস্যরাও। বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের তরফে সাফ জানানো হয়েছিল, তাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হলে হিজবুত তাহরীরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুইসাইড নোটে তরুণের অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে

মুম্বই, ৭ মার্চ : আগরার মানবের পর এবার মুম্বইয়ের নিশান্ত। স্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন আরও এক তরুণ। সামাজিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ নির্যাতনকারী এবং নারী নির্যাতিত, এই বদ্ধমূল ধারণাকে আবারও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নিশান্ত ত্রিপাঠী। মুম্বইয়ের এক হোটেলের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাওয়া গিয়েছে সুইসাইড নোট। সেখানে স্ত্রী ও মাসির নামে অভিযোগ জানিয়েছেন নিশান্ত।

পুলিশ জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি হোটেলের ঘর থেকে নিশান্তের দেহ উদ্ধার হয়। আত্মহত্যার আগে ঘরের দরজায় 'ডু নট ডিসটার্ব' (বিরক্ত করবেন না) বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ওই তরুণ। সন্দেহ হওয়াতেই হোটেলের কর্মীরা অন্য চাবি দিয়ে দরজা খুলে নিশান্তকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। ঘর থেকে যে সুইসাইড নোটটি উদ্ধার হয়েছে, সেখানে স্ত্রী অপূর্বা পারেখের উদ্দেশে নিশান্ত লিখেছেন, 'তুমি যখন এই চিঠির কথা জানতে পারবে, ততক্ষণে আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। জীবনের শেষপর্বে এসে তোমার প্রতি রাগ হচ্ছে না বরং ভালোবাসার অনুভূতি হচ্ছে। সেটা কখনও যাবে না।... মা আমার লড়াইয়ের কথা জানেন। কিন্তু তুমি আর প্রার্থনা মাসি আমাকে বাঁচতে দিলে না। তোমাদের অনুরোধ করছি আমি চলে যাওয়ার পর মাকে অন্তত শান্তিতে বাঁচতে দিও।'

নিশান্তের চিঠির ভিত্তিতে অপূর্বা এবং প্রার্থনার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

আসন পুনর্বিন্যাসের যুদ্ধে ৭ রাজ্যকে চিঠি

মমতাকে পাশে চান দক্ষিণের স্ট্যালিন

চেন্নাই, ৭ মার্চ : লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের প্রশ্নে এবার মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির জোট গড়ার তোড়জোড় শুরু করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। আর সেই জোটে দক্ষিণী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। ডিএমকে সভাপতি জানিয়েছেন, ডিলিমিটেশনের নামে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির যেভাবে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে তা রুখতে একটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছেন তিনি। তাতেও তৃণমূলের তরফে প্রতিনিধি পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন স্ট্যালিন। ঘটনা হল, ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম, আপ, শিরোমণি অকালি দল, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিআরএস, এআইমিমের পাশাপাশি বিজেপি এবং এনডিএ শরিক টিডিপিকে ডেকেছেন স্ট্যালিন। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক অবিচার বলে আখ্যা দিয়ে তার মোকাবিলায় যৌথ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির বার্তাও দিয়েছেন স্ট্যালিন।

এদিকে ডিলিমিটেশনের প্রশ্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী যখন কোমর বাঁধছেন তখন ত্রি-ভাষা নীতি নিয়ে তাঁকে পালটা চ্যালেঞ্জ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার রানিপেতে সিআইএসএফের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে শা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কল্যাণে তামিলনাড়ুর পরীক্ষার্থীরা তামিল ভাষাতে সিআইএসএফের পরীক্ষা দিতে পারেন। আমি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, আপনি তামিল ভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। এতে রাজ্যের শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হবেন।'

আগে স্ট্যালিন কেন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে অন্তত ৩০ বছর আসনসংখ্যা একই রাখা উচিত। সেই আবহে এবার স্ট্যালিন অহিন্দিভাষী একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। মমতা ছাড়াও আর যাঁদের তিনি চিঠি দিয়েছেন তাঁরা হলেন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া, তেলেঙ্গানার রেবন্ত রেড্ডি, অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু, পঞ্জাবের ভগবন্ত মান এবং ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। স্ট্যালিন এদিন চিঠিতে লিখেছেন, ডিলিমিটেশন নিয়ে আলোচনার জন্য ২২ মার্চ চেন্নাইয়ে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। যে সমস্ত রাজ্য সফলভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সুশাসন বজায় রেখেছে তাদের ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যগুলির অধিকার এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হাতে পাওয়ার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়েরও ডাক দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্র যেভাবে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া করতে চায় তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলে জানান তিনি। স্ট্যালিনকে সমর্থন জানিয়ে রেবন্ত রেড্ডি বলেন, 'দক্ষিণ ভারতে বিজেপির কোনও প্রতিনিধিই নেই। তাই ডিলিমিটেশন নামক অস্ত্রের মাধ্যমে তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে। বিজেপি দক্ষিণ ভারতকে শেষ করে দিতে চাইছে।'

মোদির নিরাপত্তায় শুধু মহিলা পুলিশ

আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : নারী অর্ধেক আকাশ নয়। পূর্ণ আকাশ। গৃহকোণ থেকে যুদ্ধক্ষেত্র, কূটনীতির ময়দান থেকে মহাকাশেও দাপিয়ে বেড়ানোর স্পর্ধা দেখাচ্ছেন মহিলারা। ৮ মার্চ শনিবার আন্তর্জাতিক নারীদিবসে গুজরাটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার থাকছেন এক ঝাঁক মহিলা পুলিশ। শুধু মহিলা পুলিশই থাকবেন। এদেশে প্রথম এই উদ্যোগ। আগামীকাল ভানসি বোরসিতে লাখপতি দিদি সম্মেলন। এখানে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

নারী দিবস উপলক্ষ্যে নভসারির ভানসি বোরসি গ্রামের হেলিপ্যাডে প্রধানমন্ত্রীর পৌঁছোনো থেকে শুরু

আন্তর্জাতিক নারীদিবস

করে অনুষ্ঠান কেন্দ্র পর্যন্ত সবটুকুর নিরাপত্তা দেখবেন গুজরাট পুলিশের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত মহিলারা। তাঁদের তদারকি করবেন বর্ষীয়ান আইপিএস অফিসার ও গুজরাটের স্বরাষ্ট্রসচিব নিপুণা তোরওয়ানে।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের যাত্রাপথ ও অনুষ্ঠান কেন্দ্রগুলিতে ২,১০০-রও বেশি কনস্টেবল, ৮৭ জন এসআই, ৬১ পুলিশ ইনস্পেকটর, ১৬জন ডিএসপি, পাঁচ এসপির সঙ্গে থাকবেন একজন আইজি ও এডিজিপি। সাংভির কথা, আগামীকাল গুজরাট এক বিশেষ বার্তা দিতে চলেছে। তা হল গুজরাটকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে নারী পুলিশের ভূমিকা, তাদের অবদান কোনও অংশে কম নয়।

নাগপুরে পতঞ্জলি ফুডপার্কের উদ্বোধন কাল

নাগপুর, ৭ মার্চ : খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরালো করছে পতঞ্জলি। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একটি ফুডপার্ক তৈরি করেছে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেড। সংস্থার এমডি আচার্য বালকৃষ্ণ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'পতঞ্জলি মেগা ফুড অ্যান্ড হারবাল পার্ক' নামের ওই কেন্দ্রটি আগামী দিনে এশিয়ার সবচেয়ে বড় কমলালেবু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে পরিণত হবে। ৯ মার্চ পার্কের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাহাজমন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বালকৃষ্ণ জানিয়েছেন, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটির দৈনিক উৎপাদনক্ষমতা ৮০০ টন। সেখানে এ গ্রেড ছাড়াও বি ও সি গ্রেডের অকালপক্ব এবং ঝড়ের কারণে পড়ে যাওয়া কমলা প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। কমলালেবু, আমলা, ডালিম, পেয়ারা, আঙুর, লাউ, গাজরের রস ছাড়াও এখানে আম, কমলার পাল্প এবং পেঁয়াজ ও টম্যাটোর পেস্ট তৈরি করা হবে। পতঞ্জলি মেগা ফুড অ্যান্ড হারবাল পার্ক অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর সুবাদে শূন্য অপচয়কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

নয়া ফরমান

বেঙ্গালুরু, ৭ মার্চ : নয়া ফরমান। বাড়ি বসে কাজের দিন শেষ। কর্মীদের উপস্থিতি নিয়ে নয়া নির্দেশিকা ইনফোসিসের। বাড়ি থেকে কাজ করলেও মাসে অন্তত ১০ দিন অফিসে আসা বাধ্যতামূলক। অ্যাপে উপস্থিতিও জানাতে হবে। ১০ মার্চ থেকে নিয়ম চালু হবে।

ধর্ষণ মামলায় বিয়ের শর্তে জামিন অভিযুক্তের

এলাহাবাদ, ৭ মার্চ : বিয়ে করলেই সাত খুন মাফ! ধর্ষক হয়ে যায় স্বামী? এদেশে 'সামাজিক চাপে' ধর্ষিতাকে ধর্ষকের বিয়ে করার নজির বিরল নয়। বলিউডি সিনেমাতেও 'সুপারস্টার' গ্রাম-মোড়লের নির্দেশে ধর্ষকের সঙ্গে ধর্ষিতার বিয়ের নিদান রয়েছে। এবার সেই বিয়ের শর্তেই ধর্ষণে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত অভিযোগকারিণীকে ৩ মাসের মধ্যে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছে অভিযুক্তকে।

২৩ বছরের এক তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৪ সালে রাজস্থানের শিকার জেলার বাসিন্দা বছর ২৬-এর এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল আগ্রা পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৫০৬ (ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন) ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তরুণীর দাবি, উত্তরপ্রদেশ পুলিশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে ৯ লক্ষ টাকা নিয়েছে অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, এরপর প্রতারক তরুণ তাঁকে ধর্ষণ ও হেনস্তা করে। তরুণীর আপত্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়।

যদিও ধর্ষণের অভিযোগ স্বীকার করেনি অভিযুক্ত। ঘটনার ৪ মাস পর এফআইআর দায়ের নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তার আইনজীবী। আগ্রার দায়রা আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়ার পর অভিযুক্ত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। সেই মামলায় অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করতে গিয়ে অভিযোগকারিণীকে বিয়ের শর্ত দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষাণ পহলের একক বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ওই তরুণীকে বিয়ে করে তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছে অভিযুক্ত তরুণ। তাই ৩ মাসের মধ্যে বিয়ে করতে হবে এই শর্তে তার জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে। তবে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অভিযোগকারিণী কি একমত? অথবা আদালতে তিনি বক্তব্য পেশের সুযোগ পেয়েছেন কি না সেই ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ হল, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যতক্ষণ না একজন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর জীবন বা স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

অফিসারের আত্মহত্যা

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : শুক্রবার সকালে দিল্লির চাণক্যপুরীর আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন আইএফএস অফিসার জিতেন্দ্র রাওয়াত। তিনি কিছুদিন থেকেই বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন। চিকিৎসাও চলছিল। বিদেশমন্ত্রকের বর্ষীয়ান অফিসার রাওয়াত মন্ত্রকের আবাসিক ভবনের দ্বিতলে মায়ের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান থাকেন দেরাদুনে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, শোকের মুহূর্তে মন্ত্রক তাঁর পরিবারের পাশে। দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিজনদের সব রকম সহায়তা দেওয়া হবে। পরিবারের গোপনীয়তার সম্মান রাখতে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না।

আদানিদের হাতেই ধারাভি প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ধারাভি প্রকল্পে আপাতত স্বস্তি বহাল থাকল শিল্পপতি গৌতম আদানির। শুক্রবার একটি মামলা খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ধারাভি পুনর্বিকাশ প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু রেল কোয়ার্টারও ভেঙে ফেলা

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ আর্জি

হয়েছে। এই অবস্থায় কাজের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করতে রাজি হয়নি প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। আদানিগোষ্ঠীর পক্ষে বম্বে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল, সেটি বাতিলের আর্জিও খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মহারাষ্ট্র সরকার এবং আদানিদের নোটিশ পাঠিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ২৫ মে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। ধারাভি প্রকল্পের নিলাম প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সেকলিংক টেকনলজিস কর্পোরেশনের টেন্ডার বাতিল করে আদানি প্রোজেক্টস লিমিটেডের হাতে ধারাভি প্রকল্পের বরাত দিয়েছিল মহারাষ্ট্র সরকার। রাজ্য সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সেকলিংক টেকনলজিস। তারা প্রথমে ধারাভি প্রকল্পের জন্য ৭২০০ কোটি টাকার বরাত দিয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালে সেকলিংকের ২০১৯ সালের বরাত বাতিল করে নতুন করে নিলাম ডেকেছিল একনাথ শিন্ডের সরকার। শেষমেশ ৫০৬৯ কোটি টাকার বরাত দিয়ে ধারাভি প্রকল্প আদানির হাতে চলে যায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অনিল কুমার চৌধুরী -কে 25.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 50E 28966 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি জানতে পারলাম যে আমি ডিয়ার লটারিতে এক কোটি টাকা জিতেছি, তখন এটি আমার জন্য একটি আশ্চর্যজনক এবং খুবই আনন্দজনক মুহূর্ত ছিল। আমি অত্যন্ত খুশি ছিলাম কারণ আমি কখনও ভাবিনি যে আমি জীবনে এক কোটি টাকা জিতবো। এটি আমাদের আর্থিক দায়িত্ব এবং চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৮ সংখ্যা, শনিবার, ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১

ওড়িশায় চেনা খেলা

নেহরু-গান্ধি পরিবার বাদে দেশের বাকি সব মনীষীকে আঁকড়ে ধরার কৌশল বিজেপির বরাবরের। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকার ইতিহাস আরএসএস বা বিজেপির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসংঘের না থাকায় বাধ্য হয়ে এই কৌশল তাদের নিতে হয়। গুরু গোলওয়ালকার বা বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে নিয়ে এ দেশে আগ্রহ সীমিত। আবার গান্ধিজির ঘাতক নাথুরাম গডসেকে হিন্দুত্বের প্রতীক মনে করলেও দেশের মানুষের ভাবাবেগের কারণে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাটা সমস্যাজনক।

তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে বিজেপিকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রতীক হিসেবে মহাত্মা গান্ধির চশমা ব্যবহার করতে হয়। আবার কখনও দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মতানৈক্যের গল্পের গোরুকে গাছে তুলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সবথেকে বড় মূর্তি স্থাপন করতে হয়। গেরুয়া শিবিরের নিজস্ব কোনও জাতীয় আইকন না থাকায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারতের সংবিধান তৈরির খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে মাতামাতি করতে হয়।

পদ্ম ব্রিগেডের এই কৌশল যে নিছক লোকদেখানো, সেটা ওড়িশাবাসী এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক, ওড়িশাবাসীর কাছে দলমতনির্বিশেষে বিজু পট্টনায়েক নিঃসন্দেহে একজন আইকন। ওড়িশার সাধারণ মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, রাজ্যের উন্নয়নে বিজু এবং তাঁর ছেলে নবীন পট্টনায়েকের অবদান যথেষ্ট। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বিজুর গুণমুগ্ধ বলে নিজেদের দাবি করেন। বিজুর জন্মদিনে শ্রদ্ধাও জানান তাঁরা।

অথচ পালাবদলের ওড়িশায় এখন থেকে আর বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিনকে পঞ্চায়েতিরাজ দিবস হিসাবে পালন করার গত তিন দশকের পরম্পরায় ছেদ টেনেছেন ওড়িশার এখনকার বিজেপি সরকার। বিজুর জন্মদিনে ছুটির প্রথাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিজেডি আমলে তৈরি ৪০টি সরকারি প্রকল্পের নাম বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওড়িশার মোহনচরণ মাঝির সরকার। ওই প্রকল্পগুলির বেশ কয়েকটি বিজুর নামে আছে।

বিজু পট্টনায়েকের ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার এই পদক্ষেপের স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা করেছে ওড়িশার প্রধান বিরোধী দল বিজেডি। কংগ্রেসও আপত্তি তুলেছে। আইকন আঁকড়ে ধরার খেলা এবং কাজ ফুরিয়ে গেলে তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে পাঠিয়ে দেওয়ার এই খেলা বিজেপির নতুন নয়। ভোট ও ক্ষমতার প্রয়োজনে আইকন ব্যবহারের এই কৌশল আরেকবার বেআব্রু হল।

গান্ধিজি, নেতাজি, প্যাটেল, আম্বেদকর থেকে বিজু পট্টনায়েকের অবদানকে ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও বিজেপি এবং সংঘ পরিবার যে ধরনের হিন্দুত্বে বিশ্বাসী, তার সঙ্গে ওই মহান নেতাদের মতাদর্শ খাপ খায় না। হাজার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব নয়। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছোনোর জন্য ওই মনীষীদের অন্তত প্রকাশ্যে আঁকড়ে ধরা হয়। কিন্তু চরিত্রগত, ভাবনাগত অবস্থান যে একেবারে আলাদা, সেটা বারবার সামনে চলে আসে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদে দাঁড়িয়ে আম্বেদকরের নামোচ্চারণের বদলে ভগবানের নাম করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যাঁর লেখা বর্ণপরিচয় পড়ে আপামর বাঙালি বাংলা ভাষার পাঠ শিখেছে, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অভিযোগে জড়িয়ে আছে বিজেপির নাম। পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে ছাপ ফেলার লক্ষ্যে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের নাম নেন বিজেপির নেতারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা স্বামীজির সংকীর্ণ মানসিকতামুক্ত, উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে বিজেপি-আরএসএসের মনুবাদী চিন্তাভাবনা খাপ খায় না।

ভোট এলেই ভারত-পাকিস্তান, হিন্দু-মুসলিম, দেশভক্ত-দেশদ্রোহী ইত্যাদি দ্বন্দ্ব উসকে তোলা হয় ভোটারদের মধ্যে মেরুকরণ ঘটানোর লক্ষ্যে। যা বিজেপির কাছে ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কে লেটার মার্কস অর্জনের মতো। ক্ষমতায় আসার মাত্র আট মাসের মধ্যে ওড়িশাকে বিজেপি ধীরে ধীরে বিজু পট্টনায়েকমুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আগামীদিনে সেই কৌশল অন্য অহিন্দিভাষী রাজ্যেও যে করা হবে না, তা হলফ করে বলা কঠিন।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ড্রাগ দুনিয়ায় সুতীব্র লজ্জায় ভারত

বিবিসির স্টিং অপারেশনে ফাঁস ভারতে তৈরি নিষিদ্ধ ওষুধের উৎস। যার দৌলতে আফ্রিকার একাধিক দেশে ভয়ংকর সমস্যা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

জোহানেসবার্গের রাস্তায় দেখা হল আফ্রিকার অন্য কোনও দেশের নাগরিকের সঙ্গে। ভারতীয়, শুনেই সে আপনাকে বলিউডের কোনও হিন্দি গানের কলি শুনিয়ে দেবে।

জার্মানির কোনও জঙ্গলে হয়তো রোনাল্ডোর দেশের বিশ্বকাপ টিমের ক্যাম্পে হাজির হয়তো বঙ্গসন্তান। ভারতীয়? বুঝলেই পর্তুগিজ তরুণী ভাঙা উচ্চারণে গেয়ে উঠতে পারেন, কুছ কুছ হোতা হ্যায়। সে দেখেছে ছবিটা।

কোরিয়ার রাস্তাতেও এমন অভিজ্ঞতা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ইন্ডিয়াকে ওখানে সবাই বলে ইন্দো। আমাদের নতুন প্রজন্ম যেমন কোরিয়ান পপ শুনলে জেগে ওঠে, ওখানেও বলিউডের গান জানে অনেকে। কালই দেখলাম, 'চান্দা হ্যায় তু' গান গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে কোরিয়ান তরুণ।

কাজাখস্তান থেকে রাশিয়া, পুরোনো সোভিয়েত দেশগুলো ঘুরলে অনেক জায়গাতেই ভারত নামে জান কসম হিন্দি ছবির রাজকীয় নাচের জন্য।

এমন কিছু বলতে বলতে, লিখতে লিখতে আপনি যদি শোনেন, ভারতের জন্যই আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে লোকে গণহারে মরতে বসেছে, কেমন লাগবে তা হলে?

গর্বের পাহাড় থেকে নেমে পড়বেন একেবারে লজ্জার উপত্যকায়। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগবে প্রথমে। তবে বাস্তব এটাই। ঘানা, নাইজিরিয়া, আইভরি কোস্টের মতো বেশ কিছু দেশে অসংখ্য মৃত্যুর কারণ হচ্ছে ভারতে তৈরি বেআইনি কিছু ওষুধ। ব্যথার চিকিৎসায় ওসব ব্যবহার হয়, আবার মাদক হিসেবেও ব্যবহার হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মুম্বইয়ের এক ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার উদ্যোগে।

ভাবতে পারেন, এই ওষুধগুলোর কোনও লাইসেন্স নেই! রপ্তানি হচ্ছে বেআইনি পথে! তীব্র আসক্তির ওই ওপিওয়েড এমনভাবে বাজারে ছাড়া হচ্ছে, প্যাকেজিং দেখলে মনে হবে, এ তো বৈধ ওষুধ। দুটো আলাদা ওষুধ ঠিকঠাক। অথচ মেলালেই বিপদ। টাপেন্ডাটলের মতো শক্তিশালী ওপিওয়েড আর পেশি শিথিল করে দেওয়া ওষুধ ক্যারিসোপ্রোডল মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে এমন ওষুধ। প্রচুর নেশা হয় বলে এমন ওষুধ ইউরোপে নিষিদ্ধ। অথচ ভারতে দিব্যি তৈরি হচ্ছে।

আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের তিন নম্বর হতে চলেছি বলে একদিকে গর্ব করছে মোদি সরকারের মন্ত্রীসভা। ওদিকে, ওই বেআইনি ওষুধ তৈরি বা বিক্রি করা বন্ধ করতে পারিনি। এমন ওষুধ বিক্রির লাইসেন্স নেই বিশ্বে। ভয়ংকর মেক্সিকো, হাইতি, ভেনেজুয়েলা, আফগানিস্তানেও এমন ওষুধ তৈরি হয় না। আমাদের দেশে তবু এসব তৈরি হচ্ছে।

এতদিন কেউই জানত না এমন কেচ্ছার কথা। বিবিসি স্টিং অপারেশনে গত মাসে এটা ফাঁস করার পর ছিছিক্কার বিশ্বে। ঘানা, নাইজিরিয়া, আইভরি কোস্টের অনেক শহর ও গ্রামে মেড ইন ইন্ডিয়া ছাপ লাগানো এই ওষুধ মিলছে। যেখানে লোগো মুম্বইয়ের অ্যাভিও কোম্পানির। মুম্বই ঠিক নয়, মুম্বই শহরতলির পালঘর জেলায়। সেই কোম্পানিতেই স্টিং অপারেশন চালিয়েছে বিবিসি। সেই রিপোর্টার গিয়েছিলেন নাইজিরিয়ায় এসব বিক্রি করবেন বলে। চিমা ওকোরি, চিবুজোর, ক্রিস্টোফারদের দেশ নাইজিরিয়াই এমন ট্যাবলেটের সবচেয়ে বড় বাজার। ভারত থেকে প্রথমে ঘানায় এসব যায় জাহাজে। ঘানা থেকে অন্য দেশে।

ভারতীয় কোম্পানির অন্যতম মালিক বিনোদ শর্মা লুকোনো ক্যামেরার সামনে দিব্যি বলেছিলেন, 'এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। তবে আজকাল এটাই ব্যবসা। এই ট্যাবলেট কেউ দুটো বা তিনটে খেলে রিল্যাক্সড ভাববে নিজেদের। নেশা হতে পারে।'

এমন পড়লে সবার আগে মনে পড়ে আমাদের দেশের বহু শহর ও গ্রামের একটা ছবি। স্টেশন থেকে হাসপাতাল, সব জায়গায় দেওয়ালে সাঁটা এক ধরনের পোস্টার-- নেশামুক্তির উপায়। প্রচুর লোক যেমন নেশা ধরানোর কাজে উৎসাহী, প্রচুর লোক তেমন নেশামুক্তির কাজে জীবন দিয়েছেন। বাংলায়। ভারতে। বিদেশে।

বিশ্বের এই অংশে মাদক নিয়ে কী না হয়? আফগানিস্তান এবং মায়ানমারে চলে আফিম চাষের লড়াই, কোথায় বেশি উৎপাদন? শেষ খবর বলছে, আফিম চাষে আফগানিস্তানকে হারিয়েছে মায়ানমার। তালিবান ক্ষমতায় এসে আর যাই করুক, আফিম চাষ বন্ধ করেছে। মায়ানমারে আবার একটা সোনালি ত্রিভুজ আছে, যেখানে থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও লাওসের সীমান্ত মিশেছে। সেখানেই আফিম-হেরোইন উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

থাইল্যান্ড বলতে মনে পড়ল, এটা এখন গাঁজার স্বর্গরাজ্য। ব্যাংককে গাঁজা বৈধ করার পর সেখানকার খাও স্যান রোডে গাঁজাকে কেন্দ্র করে শপিং মল হয়ে গিয়েছে। প্ল্যান্টোপিয়া মার্কেটে সবসময় ধোঁয়ায় ঢাকা থাকে। গাঁজা কিনে লোকে যাচাই করে ওখানে। ব্যাংককের ব্যস্ততম রাস্তা সুকুমভিট রোডে পঞ্চাশের বেশি দোকানে মেলে গাঁজা ফুলের কুঁড়ি আর ধূমপানের নানা সরঞ্জাম।

এই যে বাংলাদেশ, সেখানে নিত্যনতুন ট্যাবলেটের কথা শুনবেন। একটা নিষিদ্ধ হলে আর একটা শুরু হবে। একটা রুট বন্ধ হলে শুরু হবে আরেকটা রুট। আমাদের যেমন মিজোরাম ড্রাগ ঢোকার অন্যতম পথ, বাংলাদেশে তেমন চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। বাংলাদেশে এক বছর আগে ১০০ কোটির বেশি কোকেন উদ্ধার হয়েছিল ঢাকা বিমানবন্দরে। এসেছিল আফ্রিকান দেশ মালাউয়ি থেকে। ইথিওপিয়া ও কাতার হয়ে। পাচার হত ভারতে। বাংলাদেশে 'শয়তানের নিঃশ্বাস' নামে এক ড্রাগ এসেছে। আসল নাম স্কোপোলামিন। ওই ড্রাগ আপনার কাপড়, হাত বা মোবাইলে লাগালে কিছুক্ষণের জন্য আপনি মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারাবেন। এই সুযোগে সবকিছু চুরি হয়ে যাবে, বুঝতেই পারবেন না।

শিলিগুড়ি বা মালদায় নিষিদ্ধ ড্রাগ বলতে বোঝায় ব্রাউন সুগার, কোকেন, হেরোইন বা লামা। তা শুধু ওখানেই আটকে নেই ড্রাগ মাফিয়াদের পৃথিবী। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া এখন নারকো স্টেট। সেখানে ক্যাপ্টাগন নামক মাদক সুপারহিট। একটা সময় ওই ক্যাপ্টাগন বড়ি খেয়ে ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধারা দিনরাত যুদ্ধ করত। নেশার বড়ি খেয়ে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাতে সুবিধে হত। কী করছে, কী করছে না, হুঁশই থাকত না। সিরিয়া ও লেবাননে খুব সস্তায় তৈরি হত ওই ওষুধ। বলা হত, গরিবের কোকেন।

পাচারেরও কত রকম রাস্তা! ইকুয়েডরের দুজন এবং এক স্প্যানিশ, তিনজন মিলে এক সাবমেরিনে ব্রাজিল থেকে ইউরোপে নিয়ে যাচ্ছিল ১৫ কোটি ডলারের কোকেন। এই সাবমেরিন আবার চোরাচালানকারীদেরই বানানো। ব্রাজিলের আমাজন পেরিয়ে ইউরোপ যেতে অন্তত সাতাশদিন। কুড়ি হাজার লিটার জ্বালানি লাগে। বুঝতেই পারছেন, কতটা গরম। তিনটে লোকের খাবার বলতে ছিল এনার্জি বার ও ক্যান ভর্তি সার্ডিন মাছ। টয়লেট বলতে ছিল প্লাস্টিক ব্যাগ। এই বেআইনি সাবমেরিনগুলো আবার তৈরি হয় গায়ানা বা সুরিনামের গভীর জঙ্গলে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা, যারা সাবমেরিন চালিয়ে এত কষ্টে বেআইনি ড্রাগ নিয়ে যায়, তাদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলা হয়। আটলান্টিক মহাসাগরে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং অ্যাজোরেসের আশপাশে নাকি একটি গণকবরখানা রয়েছে। কোকেন খালাস করে ওখানেই ইচ্ছে করে ডুবিয়ে দেওয়া হয় সাবমেরিন চালকদের।

ঠিক এই জায়গাতেই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা মিশে যায়। ড্রাগের স্বর্গরাজ্য কলম্বিয়া এবং মেক্সিকোর পাচারকারীরা স্পেনের অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে। ইতালি, স্পেনের মতো ইউরোপে মাদক পাচারের বড় কেন্দ্র আবার বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প। সেখান থেকে নেদারল্যান্ডস হয়ে কোকেন যায় ইউরোপের নানা শহরে। বছরখানেক আগে শুনেছিলাম, বেলজিয়ামের বিচারমন্ত্রী ভিনসেন্ট কিকেনবর্ন মারাত্মক সুরক্ষিত বাড়িতে থাকেন। কেন? ডাচ অপরাধীরা হুমকি দিয়েছিল, মন্ত্রীকে অপহরণ করবে।

নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে ড্রাগ সংক্রান্ত লেখাতেও অবশ্য থাকা উচিত মেয়েদের কথা। দুই সম্পূর্ণ চরিত্রের দুজনের কথা বলি।

কলম্বিয়ার প্রয়াত গ্রিজেলডা ব্লাঙ্কো। তাঁর সম্পর্কে কলম্বিয়ার মাদক মহারাজ পাবলো এসকোবার বলেছিলেন, 'জীবনে একজনকেই ভয় পেতাম।' সত্তর বা আশির দশকে 'কোকেন গডমাদার' বলা হত গ্রিজেলডাকে। নিজের তিন স্বামীকেই মেরে ফেলেছিলেন তিনি। বলা হত 'ব্ল্যাক উইডো'। তাঁকে নিয়ে হলিউডে ছবি পর্যন্ত হয়েছে। সিরিজ বানায় নেটফ্লিক্স।

দ্বিতীয়জন, বিশ্বে মাদকাসক্তির রাজধানী আফগানিস্তানের লায়লা হায়দারি। কাবুলের রাজপথে একটা ব্রিজ রয়েছে। নাম পুল-এ-সুখতা। সেই ব্রিজের নীচে কয়েক হাজার নেশাগ্রস্ত মানুষ নোংরার মধ্যে শুয়ে থাকত। বোধহই কাজ করত না। অধিকাংশই আফিম-হেরোইন নিত। তাঁর নিজের ভাই নেশায় চুর জেনে লায়লা তাঁর বাড়ি যান। ভাইয়ের ঘরে স্ত্রী ও তিন কন্যা। তাঁদের বাঁচাতে ভাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেন লায়লা। ভাই তখন চলে যায় ব্রিজের নীচে।

ভাইকে খুঁজতে গিয়ে দিব্যচক্ষু খুলে যায় লায়লার। সেখানে চার হাজার নেশাগ্রস্ত-- ভাইকে পাবেন কোথায়? অনেকে মলমূত্র, সিরিঞ্জের মধ্যে শুয়ে। অনেকে মৃত। লায়লা নিজের টাকায় তৈরি করেন মাদার্স ক্যাম্প। সব নেশাগ্রস্তর জন্য। জঙ্গিরা হত্যার হুমকি দিলেও থামেননি। পুনর্বাসন কেন্দ্রের পাশে ছিল লায়লার কফি শপ। সেই অর্থেই চলত ক্যাম্প।

লায়লা আজ কোথায়, তাঁর মাদার্স ক্যাম্প, কফি শপ তালিবান জমানায় চলে কি না, সেটা হোয়াটসঅ্যাপের এআই পর্যন্ত স্পষ্ট বলতে পারে না।

আমাদের দেশেও লায়লার মতো উচ্চশির প্রচুর নারী। ড্রাগ দুনিয়ায় ভারতের সাম্প্রতিকতম লজ্জা ঢাকতে তাঁরাও তাঁদের শহরে কিছু করে যাচ্ছেন, এই স্বপ্ন দেখে চলি।

আজ

১৯০৮

স্বাধীনতা সংগ্রামী লোকনাথ বল জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৫৬

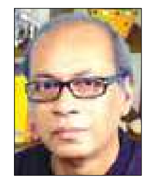

লেখক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

তারকাদের যদি এত মিটিং-মিছিলে দেখা যায়, তাহলে টিকিট কেটে মানুষ তাদের পর্দায় চাইবে কেন? অভিনেতাদের শুধু অভিনয় নিয়ে থাকা উচিত। অন্য জগতে প্রবেশ করলেই, সে রাজনীতি বা অন্য কিছু, নজর ঘুরে যায়। উত্তমকুমার সুখেনদাকে বলেছিলেন, তুই এত ঘুরে বেড়াস, এটা ঠিক না।

- প্রভাত রায়

ভাইরাল/১

মধ্যপ্রদেশে এক হাসপাতালের বিরুদ্ধে রোগীকে আইসিইউতে আটকে রেখে মোটা টাকা বিল করার অভিযোগে আলোড়ন। 'কোমা'য় থাকা রোগী নাকে নল, হাতে ক্যাথেটার নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর দাবি, আইসিইউতে আটকে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ অস্বীকার হাসপাতালের।

ভাইরাল/২

ট্রেন আসার সময় লাইন পারাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এক তরুণের বাইক কাঁধে রেললাইন পারাপারের ভিডিও ভাইরাল। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ থাকলেও তরুণটি বাইক কাঁধে তুলে লাইন টপকে চলে যান।

উত্তরের পাঁচালি

বানারহাটের নেপথ্যে

ধূসর অতীতে ডুয়ার্সে যখন প্রচণ্ড পানীয় জলের অভাব ছিল তখন আজকের বানারহাট জনপদ এলাকায় জলের উৎস ছিল। তাই ওই এলাকা লোকমুখে পরিচিত হয়েছিল 'পানিরহাট' নামে। অপভ্রংশ হয়ে 'পানারহাট' হয়ে তারপর কালের স্রোতে তা 'বানারহাট'। আবার অনেকে বলেন বিডিআর-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন হিসেবে ১৯০৩ সালে বানারহাটের আত্মপ্রকাশের পর চা বাগানে সস্তায় শ্রমিক জোগান দেওয়ার জন্য এজেন্ট বা আড়কাঠি মারফত 'বান্দা' বা মজদুর সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রেলস্টেশনে কেনাবেচা হত। এই বান্দা বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে 'বান্দারহাট' তথা আজকের 'বানারহাট'-এর সৃষ্টি।

১৮৬৪ সালে তৃতীয় ভারত-ভুটান যুদ্ধের কেন্দ্র ছিল বানারহাটের পাশের 'চামুরচি'। ১৮৭৭-১৮৭৮ সালে জলপাইগুড়ি শহরের বাঙালি শিল্পপতিদের হাতে তৈরি 'মোগলকাটা' চা বাগান এবং এর ১৭ বছর পর ১৮৯৫ সালে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সাহেবদের হাতে তৈরি হয় 'বানারহাট' চাবাগান। ধীরে ধীরে একের পর এক মোট ২২টি চা বাগান গড়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে এই বানারহাটে সাপ্তাহিক হাট বসা শুরু হয়।

-শুভজিৎ দত্ত

জীবন যেমন।। বানারহাটে একদিন। ছবি : মলি দত্ত

নাটকে নিবেদিত

রতনকুমার চৌধুরী।

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ি এখন পরিচিত নাম। একেবারেই গ্রামীণ এই জনপদে পাঁচ-ছয় দশক আগে যাত্রাপালার কদর ছিল বেশি। সেই যাত্রাপালার পাশাপাশি নাটকের চর্চা তখন শুরু হয়েছিল যে ক'জন পড়ুয়ার দৌলতে তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন রতনকুমার চৌধুরী। প্রায় ৬০ বছর আগে প্রাইমারি স্কুলের যখন ছাত্র রতন তখন থেকেই নাটকে অভিনয় শুরু। পরবর্তীতে ছাত্র জীবনে বহু নাটকে অভিনয়। পরে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক থাকাকালীনও পড়ুয়াদের নিয়ে বহু নাটক পরিবেশন করেন। চাকরি জীবন থেকে অবসরগ্রহণ করেন ১১ বছর আগে। এখনও নাটক ছাড়েননি। বরং নতুন প্রজন্মকে নাটকে ধরে রাখার জন্য তাঁর উদ্যোগে ভাবনা নাট্যম সংস্থা গড়ে ওঠে। রতনবাবুর নেতৃত্বে এই সংস্থা বছরে দুটি করে নাট্যোৎসব করছে পলাশবাড়িতে। আবার তাঁর নাটকের দল উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে নাটক পরিবেশন করছে। রতন নিজে শতাধিক নাটকে নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর স্বরচিত নাটক আটটি। এছাড়া বহু বিখ্যাত নাট্যকারের লেখা নাটক পরিচালনা করেছেন। এভাবে তিনি যেন এই জনপদে এখন 'নাট্যগুরু' হিসেবে স্বীকৃত। তবে এখনও সরকারি কোনও পুরস্কার মেলেনি। কিন্তু পলাশবাড়ির ললিতকলা অ্যাকাডেমি 'রতন'-কে চিনেছে। সম্প্রতি তাদের উদ্যোগে এবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'নাট্যগুরু' হিসেবে রতনকে সংবর্ধিত করা হল। সংস্থার প্রতিনিধি প্রণবকুমার সেনের কথায়, 'নাটকের জন্য রতনবাবু যা করেছেন তাকে সম্মান জানাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ।'

– সুভাষ বর্মন

ইচ্ছেডানায় আকাশে উড়ুক নারীসত্তা

নারী দিবসে নানা আশাভরসার কথা শোনা যায়। কিছু স্বপ্ন পূরণ হয়, কিছু স্বপ্ন পূরণ হয় না। তবু জীবন থামে না।

চিরদীপা বিশ্বাস

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে হঠাৎ দুই মহিলার মতানৈক্য কান ছুঁল।

'কোনও কাজই ছোট নয় বলে আবার আকারে ইঙ্গিতে চাকরিরতা মহিলাদেরই সফল বলছিস তা হলে।'

'তা নয় দিদি, তুমি চাকরির অফারটা না নিয়ে এখন কী করছ, না ছাদবাগানে ফুল ফোটাচ্ছ আর বলছ এটাই ভালো লাগে। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও...মানে কীভাবে!'

একুশ শতকের উদারমনা নারী হিসেবে আমার অন্তরাত্মাও ওই 'চাকরি ছেড়েই সুখী আছি' মার্কা মনোভাব মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। হ্যাঁ, হয়তো পয়সাকড়ির অভাব নেই, তাই বলে নিজের একটা ঠিকঠাক আয় থাকবে না! ঘর গুছিয়ে, রান্না করেই তৃপ্তি মেলে ধরনের চিন্তাভাবনা উনিশ শতকীয়। পুরুষতন্ত্র হিপনোটাইজ করে রেখে দিয়েছে পুরো, আর কিচ্ছু না। আপনমনেই এসব ভাবতে ভাবতেই এবার অন্য আরেক কাকিমার গলা পেলাম 'আমারও নার্সারির শখ ছিল খুব। আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল না সেরকম কিন্তু শিক্ষিত হয়েও যদি চাকরি না করি তাহলে লোকে কী বলবে? অগত্যা ...।'

দীর্ঘশ্বাস আর না বলা ওই কথাগুলো সেদিন অনেক কিছু শিখিয়েছিল। সত্যিই তো, ভালো থাকার স্বাধীনতা তো সবার থাকা উচিত। নারীসমাজের অধিকাংশের ধারণা একরকম হতেই পারে। তাই বলে সংখ্যালঘিষ্ঠের অন্যরকম চাওয়াটা ছোট করে দেখব! এও তো বৈষম্যই হল। কোনও নারী চাইতেই পারেন উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পরেও তিনি প্রথাগত দিকে যাবেন না। এর মধ্যিখানে আমাদের অতি বিপ্লবী মনে উদ্রেক হওয়া 'কী করে এভাবে নারী সুখী হতে পারে' গোত্রীয় প্রশ্ন নিয়ে সবসময় সবক্ষেত্রে সোচ্চার হওয়াটা কি খুব দরকার?

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অবশ্যই ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু আশপাশের নারীগোষ্ঠীর চলা পথে হাঁটলেই যে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে এমনটা তো নয়। পূর্ব নারীরা শেকল ভেঙে চলেছে যেমন, ঠিক তেমন প্রয়োজন পড়লে সেই চেনা ছকও ভেঙে নিজেদের ভালো থাকার ঠিকানা খুঁজে নিতে হবে। হতেই পারে কম্পিউটার শেখার বদলে কেউ তার সেলাই-ফোঁড়াইকে আগলে রাখতে চায়, ক্ষতি কী! সেটাই হোক তার স্বাবলম্বী হওয়ার পথের সঙ্গী।

আসলে সব কাজে খুঁত ধরতে ধরতে আমরা ভুলেই যাই যে, করার পাশাপাশি 'না করা'র সিদ্ধান্ত গ্রহণও একপ্রকার স্বাধীনতা। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আমরা অতি উদার কেউ কেউ ভুরু কোঁচকানো যে মন্তব্যগুলো করে বসি, তা আদতে আমাদেরই বৈষম্য সৃষ্টিকারী বানায়। তাই ইকুয়ালিটির ধ্বজা উড়িয়ে, হাজার গন্ডা বিবিধের মাঝে, এক রঙের চশমা পরে, সকলকে জাস্টিস দেওয়ার চরম চেষ্টা করা নিতান্তই মূর্খামি। দিনের শেষে শান্তিতে সুখী জীবন কাটাতে তাই কোনও নারী যদি কর্পোরেট জব ছেড়ে স্ব-ইচ্ছায় ইউটিউবার হতে চান তাঁকেও যেমন সম্মানের চোখে দেখা উচিত, ঠিক তেমন কেউ যদি ফুলবাগানে ফুল ফুটিয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে ফোটো তুলে বা ঘরের মধ্যে থেকেই রকমারি নিত্যনতুন রান্নাবান্না করে, উল বুনে সুস্থ-স্বাভাবিক এবং আনন্দময় জীবন কাটাতে চান, তবে তাতে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের গন্ধ বৃথা খুঁজতে নেই।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কোচবিহারের ভূমিকন্যা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। তীরভূমি, বেলাভূমি ৩। অতি মূল্যবান রত্ন বা মণি ৫। ত্রিপুরি উপজাতির ভাষা ৭। ঢিলে করে বাঁধা খোপা ৯। পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা ১১। শিবের অংশে জাত ভৈরব, মৃত্যুরূপি শিবানুচর ১৪। মাফ, রেহাই ১৫। দুই দলের আড়াআড়ি, একই দলের মধ্যে নানা গোষ্ঠীর বিরোধ।

উপর-নীচ : ১। আস্ফালন করা, উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করা ২। লোকসংসর্গ-প্রিয়, আমুদে ৩। প্রশ্নের উত্তর, বরখাস্ত ৪। রসজ্ঞ, সমঝদার ৬। লালাভ, রক্তাভ ৮। পায়চারি, চৌকি ১০। বৈষ্ণবদের কপালে গেরিমাটির তিলক ১১। বাক্য, নির্দেশ ১২। শিব, উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি রাগ, একটি নদ ১৩। বরদাতা, ইচ্ছাপূরণকারী।

সমাধান ■ ৪০৮৩

পাশাপাশি : ১। সিকিম ৩। জাউ ৫। কথ্য ৬। কমলা ৮। নোলক ১০। দাদন ১২। জগৎ ১৪। হাবা ১৫। দাদ ১৬। জঙ্গম।

উপর-নীচ : ১। সিটকানো ২। মকমক ৪। উত্তম ৭। লাই ৯। লাজ ১০। দাগাবাজ ১১। নরোত্তম ১৩। গলদা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অ্যাসিড পড়ে জখম ছাত্রী

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : প্র্যাকটিকাল ক্লাস চলাকালীন গায়ে অ্যাসিড পড়ে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী জখম হয়েছেন। তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। জুপি তারা নামে ওই ছাত্রী রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরিকালচার বিভাগে প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রী। শুক্রবার প্র্যাকটিকাল ক্লাসে টেস্টটিউবে সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে তিনি কিছু পরীক্ষা করছিলেন। সেই সময় টেস্টটিউব কোলে পড়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে।

অসমের বাসিন্দা ওই ছাত্রীর শরীরের বেশ কিছুটা অংশ পুড়ে গিয়েছে। বিভাগীয় প্রধান সৌমেন সাহা বলেন, 'যে অধ্যাপকের এদিন ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল, তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। একজন স্কলার ক্লাস নিচ্ছিলেন। সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে। ওই ছাত্রীর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বললেন, 'ওই ছাত্রীর চিকিৎসার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। উপাচার্যকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

পুলিশে বদলি

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি পদ থেকে শ্যামলপ্রসাদ সাহা খড়গপুর জিআরপির ডেপুটি এসআরপি পদে বদলি হলেন।

অন্যদিকে, কালিম্পংয়ের ডেপুটি এসপি সাজিদ ইকবাল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি পদে এলেন। শুক্রবার রাজ্য সরকারের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বদলির কথা জানানো হয়েছে।

হাতাহাতি

প্রথম পাতার পর

অ্যাডিশনাল চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের তরফে এদিন একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, নোটিশের ভিত্তিতে কেউ যদি জামিন নিতে আসেন তাহলে তাঁকেও কোর্ট লক আপে থাকতে হবে। পরে সন্ধ্যায় বেল বন্ডে সই করে বের হতে হবে। আগে নোটিশের ভিত্তিতে কেউ জামিন নিতে এলে তাঁকে আইনজীবীর হেপাজতেই থাকতে হবে।

এদিকে, পরপর দু'দিনের ঘটনায় আইনজীবী মহলের মধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাইছে আইনজীবী মহল। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পীযূষকান্তি ঘোষ বলেন, 'ঘটনাটি বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হয়ে গিয়েছে। সেটা ওভাবে না দেখলেই ভালো হয়।' অন্যদিকে, এসিজেএমের নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ জুডিসিয়াল ব্যাপার। এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে পারব না।'

আইনজীবী মহল সূত্রে খবর, এদিন নতুন করে মারপিটের ওই ঘটনা ঘটে দুপুরের দিকে। দুই আইনজীবীর তরফে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ যাই থাকুক, সেখানে উপস্থিত আইনজীবীরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে গণপ্রহারের সময় সৌমভের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছিল অরুণাভর। বৃহস্পতিবার কিছু না বললেও এদিন একে অপরের সঙ্গে দেখা হতেই অরুণাভ প্রথমে সৌমভকে চড় মারেন বলে অভিযোগ। এরপর সৌমভ পালটা ঘুসি মারেন অরুণাভকে। এরপরই শুরু হয় মারপিট।

ইউনিক এপিক

প্রথম পাতার পর

একাধিক ভোটারকে একই এপিক নম্বর দেওয়া হয়েছিল।' সাকেতের প্রশ্ন, 'ভোটার তালিকা যাচাইয়ের সফটওয়্যার কি তবে কাজ করেনি? এখন কত ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর রয়েছে, সেটা নির্বাচন কমিশন কেন প্রকাশ করছে না?' বিজেপি অবশ্য কমিশনের শুক্রবারের বিজ্ঞপ্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'একজনের সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বরের সঙ্গে আরও একজনের নম্বর মিলে থাকলে তা সংশোধন করা যেতেই পারে। কমিশন আগেই সেকথা জানিয়েছিল। সেটা এবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।' বিজেপি বুঝিয়েছে, তাদের লড়াই এখন তৃণমূলের ভূতুড়ে ভোটার তালিকার অভিযোগের সঙ্গে ভুয়ো ভোটার তত্ত্বের। শমীক বলেন, 'আমাদের মূল দাবি, তৃণমূল যে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো নাম তালিকায় ঢুকিয়েছে, সেগুলি বাদ দিতে হবে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ১৭ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো নাম রয়েছে। ২০২৬ সালের আগে ভুয়ো ভোটারমুক্ত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।' এই দাবিতে বিজেপি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবে বলে সুকান্ত জানান। তৃণমূল বিষয়টি সহজে হাতছাড়া করতে নারাজ। সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে ভূতুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে তদন্ত এবং আলোচনার দাবি তুলেছে তৃণমূল। একযোগে নোটিশ দিয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস, ডিএমকে, আপ, সপা।

নারী দি বস

মালবাজারে শুক্রবার ছবিটি তুলেছেন অ্যানি মিত্র।

পাহাড়ের নিয়োগ দুর্নীতি মামলা

এফআইআর-এ কেন দেরি, প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ৭ মার্চ : আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন এফআইআর দায়ের করতে দেরি করল বিধাননগর কমিশনারেট এবং অভিযুক্তদের ৪১/এ নোটিশ দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে কেন গড়িমসি করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। পাহাড়ের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করার জন্য এই মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে কেন শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।' রাজ্যকে এবিষয়ে বিধাননগর কমিশনারেটের ব্যাখ্যা, জানাতে হবে।

পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বেনামি চিঠিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাং সহ সাত জন প্রভাবশালীর নাম জড়ায়। ওই চিঠির ভিত্তিতে বিধাননগর উত্তর থানায় এফআইআর দায়ের হয়। অভিযুক্তদের নোটিশ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। সম্প্রতি তিনি এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এই মামলাটি আবার তাঁর এজলাসে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এদিন বিচারপতি জানতে চান, আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করার জন্য কোন আধিকারিক এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। আদালতবান্ধব আইনজীবী কৌশিক গুপ্ত জানান, এই ঘটনায় বিধাননগর উত্তর থানা প্রথমে তদন্তভার হাতে নেয়, তারপর সিআইডির কাছে মামলা হস্তান্তর হয়। সেক্ষেত্রে নোটিশ পাঠানোর দায়িত্ব ছিল ওই থানার ওসির। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'তাহলে আদালত শোকজ করবে কেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিং হবে না।' আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এই মামলায় যে পদ্ধতিতে ও গতিতে তদন্ত এগোনোর কথা ছিল তা রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা হয়নি। তাই সিবিআইকে তদন্ত হস্তান্তর করা উচিত।' বিচারপতি রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে এদিন এও বলেন, 'রাজ্যের যদি সদিচ্ছা না থাকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার, তাহলে কিছু করার নেই। এক্ষেত্রে রাজ্যেরই আধিকারিক ওই চিঠিকে এফআইআর হিসেবে গণ্য করতে বলার পরও পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই কী করা যেতে পারে।' তবে এফআইআর দায়েরে দেরি ও অভিযুক্তদের নোটিশ দেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি কেন তা নিয়ে সিআইডি ও বিধাননগর কমিশনারেটকে আদালতে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা দিতে হবে। রাজ্য তাদের কাছে থাকা সমস্ত নথি আদালতবান্ধব আইনজীবীকে দেবে।

> আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করার জন্য এই মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে কেন শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।
>
> **বিশ্বজিৎ বসু**
> *বিচারপতি*

৯৭ হাজার কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব

কলকাতা, ৭ মার্চ : উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির জন্য ৯৭ হাজার কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব ইতিমধ্যেই এসেছে বলে শুক্রবার দাবি করলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হোটেলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শিল্প বিনিয়োগের লক্ষ্যে একটি রোড শো-র আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন সুকান্ত। রাজ্যের প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে যেতেও প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে দাবি সুকান্তর

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের উদ্যোগে এদিন কলকাতা রোড শো নামে একটি বিশেষ বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সুকান্ত বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে স্বাবলম্বী করা। সেই লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে কেন্দ্রের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি। আজকের এই সম্মেলন মূলত তারই ওয়ার্মআপ ম্যাচ।' সুকান্তর দাবি, এই বিনিয়োগ এলে উপকৃত হবে বাংলাও। কারণ এই বিনিয়োগের সবটাই হবে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে। শিল্প ও বাণিজ্যে রাজ্যের বঞ্চনার প্রশ্নে সুকান্তর অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণেই এখানে বিনিয়োগ হচ্ছে না। তাঁর আরও সংযোজন, রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে প্রয়োজনে তিনি নিজে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক মঞ্চে যেতেও প্রস্তুত। সুকান্ত বলেন, 'আমরা চাই, এই ধরনের বিজনেস সামিট মুখ্যমন্ত্রীও করুন। সেখানে আমি বা বিরোধী দলনেতা গেলে যদি বাংলায় বিনিয়োগ আসে, তাহলে সেটা হওয়াই উচিত।'

বেআইনি ডায়াগনস্টিক

প্রথম পাতার পর

সেন্টার, নার্সিংহোম, চিকিৎসকদের চেম্বার গজিয়ে উঠেছে। বিস্তর অভিযোগ ওঠার পরেও এতদিন সরকারি তরফে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় দিন-দিন এমন কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে। অভিযোগ, সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অধিকাংশ কেন্দ্র চালানো হচ্ছে। বেশিরভাগ নার্সিংহোম, ল্যাবের ন্যূনতম পরিকাঠামো পর্যন্ত নেই। তার পরেও কীভাবে দিনের পর দিন কেন্দ্রগুলি দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে অনেকবারই প্রশ্ন উঠেছে। মারাত্মক অভিযোগ হল, একাধিক নার্সিংহোম বেআইনি গর্ভপাত করিয়ে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে। মেডিকেলের সিনিয়ার চিকিৎসকদের একাংশ এখানকার চেম্বারগুলিতে নিয়মিত রোগী দেখেন বলেও বারবার অভিযোগ সামনে এসেছে। শুধু তাই নয়, রীতিমতো কমিশনের ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালাল রেখে সেখানে চিকিৎসার জন্য আসা রোগীদের এখানকার বেসরকারি ল্যাব এবং নার্সিংহোমে টেনে আনার অভিযোগও নতুন নয়। যার জেরে মেডিকেলেও দালালচক্রের রমরমা কারবার যেমন চলছে, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে নিঃস্ব হতে হচ্ছে রোগীর পরিবারগুলিকে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে বহুবার এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। বারবার স্বাস্থ্য দপ্তর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেও বাস্তবে এতদিন কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি।

অবশেষে শুক্রবার দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের (১) নেতৃত্বে তিনটি দল মেডিকেলের আশপাশের বিভিন্ন ল্যাব এবং নার্সিংহোমে অভিযান চালায়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন ২২টি ডায়াগনস্টিক ল্যাব এবং নার্সিংহোমে অভিযান করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের পরিকাঠামো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি, লাইসেন্স সহ সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্সের মেয়াদ গত বছর শেষ হলেও পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। তাই ওই দুটি সেন্টারই সিল করে দেওয়া হয়েছে। বাকি বেশ কয়েকটি ল্যাব এবং নার্সিংহোমের পরিকাঠামোগত কিছু উন্নয়নের কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে নোটিশ ধরানো হয়েছে। দ্রুত সেগুলি না করা হলে, আগামীতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্যকর্তাদের বক্তব্য। উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (১) জানান, এ ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে।

রেললাইনের ঘাড়ে বাজার

প্রথম পাতার পর

জানাচ্ছিলেন ক্রেতা আশা সরকার। তাঁর কথায়, 'এই বাজার থেকে দীর্ঘদিন ধরে কেনাকাটা করি। আগে লাইনের এত কাছে দোকান ছিল না। ইদানীং দেখছি, লাইনের ওপর দোকান উঠে আসছে। এটা তো বিপজ্জনক।'

এদিন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নানা অজুহাত উঠে এল। অমিত পাল নামে এক ব্যবসায়ীর অদ্ভুত যুক্তি, 'ট্রেন এলে তো চোখে দেখাই যায়। আর আমাদের তো হাত-পা আজ অবধি কাটেনি।' পাশ থেকে ঠিক একই কথাই বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলেন আরও কিছু ব্যবসায়ী।

এ তো গেল ব্যবসায়ীদের অজুহাত। কিন্তু ক্রেতারা কেন এত অসচেতন? রাজা দাস নামে এক ক্রেতার কথায়, 'এখানে শিলিগুড়ির অন্য জায়গার তুলনায় একটু কম দামে জিনিস পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ বিপজ্জনক তো বটেই।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কেকে শর্মা অবশ্য বলছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' কিন্তু বিপদ ঘটার আগে খতিয়ে দেখা হবে তো? প্রশ্নটা লাখ টাকার।

তোলা না পেয়ে চালককে মার

ক্লোজড হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তিন সিভিক

সৌরভ মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ মার্চ : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তিন সিভিক ভলান্টিয়ারের প্রকাশ্যে দাদাগিরি। কর্তব্যরত অবস্থায় চালকের কাছ থেকে দাবিমতো তোলা না পাওয়ায় গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। নাকা পয়েন্টের ঘরে ঢুকিয়ে ওই মারধরের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ক্লোজ করা হয়েছে ওই তিন সিভিককে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংলা বিহার সীমানায় রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাবাড়ি নাকা পয়েন্টে। জখম গাড়িচালক। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন চালক। জখম গাড়ি চালকের নাম রুহুল আলি। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের বাংরুয়া গ্রামে। ওই মারধরের ঘটনা শুক্রবার সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার ওই চালককে ঘরে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করছে। চালকের সহযোগী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

ঘটনায় যুক্ত ওই তিন সিভিক ভলান্টিয়ার হলেন শাহ জামাল, আসামুল হক, এবং আশাদ আলি। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে জেলা পুলিশের তরফে ক্লোজ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই গাড়িচালক ব্যবসায়ীদের গোরু ডালখোলা হাট থেকে নিয়ে আসছিলেন। সঙ্গে ছিলেন গাড়ির মালিক। ভেলা বাড়ি নাকা পয়েন্টে অভিযুক্ত ওই তিন সিভিক গাড়ি আটকান। অভিযোগ তাঁরা এক হাজার টাকা দাবি করেন। চালক পাঁচশো টাকা দিতে চাইলে সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন চালক। এরপর চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে নাকা পয়েন্টের ভিতরে ঘরে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করে তিনজনে মিলে। চালকের হাত জখম হয়। রোজা থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অভিযোগ, হরিশ্চন্দ্রপুরের একাধিক জায়গায় পুলিশের অনুপস্থিতে এইভাবে সিভিকরা গাড়ি আটকে টাকা আদায় করেন।

আক্রান্ত চালক রুহুল আলির বক্তব্য, 'আমি প্রতি সপ্তাহে ডালখোলা এলাকা থেকে গোরু নিয়ে আসি। প্রতিবারই টাকা দিতে হয় নাকা চেক পয়েন্টে। গতকালও আমি ৫০০ টাকা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওই তিন সিভিক ভলান্টিয়ার আমার কাছে হাজার টাকা দাবি করে। সে টাকা দিতে না পারায় আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে।'

তিন সিভিকের মারধরের এই ভিডিও এখন ভাইরাল।

> **ভাইরাল ভিডিও**
> - ওই গাড়িচালক ব্যবসায়ীদের গোরু ডালখোলা হাট থেকে নিয়ে আসছিলেন
> - ভেলাবাড়ি নাকা পয়েন্টে অভিযুক্ত ওই তিন সিভিক গাড়ি আটকান
> - অভিযোগ তাঁরা এক হাজার টাকা দাবি করেন
> - চালক পাঁচশো টাকা দিতে চাইলে সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন চালক
> - এরপর চালককে নাকা পয়েন্টের ভিতরে ঘরে ঢুকিয়ে মারধর করে তিনজনে মিলে

চালকের সহায়ক শাহির আলম বলেন, 'আমার গাড়িচালককে ওরা যখন টেনে হিঁচড়ে মারধর করছিল, তখন আমি বাধা দিচ্ছিলাম, তাও আমার কথা শোনেনি। ওরা উলটে আমার উপরও আক্রমণ করে।' এদিকে শুক্রবার সকালে এই ঘটনার জেরে বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ভবানীপুর এলাকায়। সেখানে ড্রাইভার কর্মী ইউনিয়ন এর সদস্যরা অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদে সরব হন। তাদের দাবি, এইভাবে গাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত টাকা তোলা হচ্ছে, এগুলো বন্ধ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। তৃণমূলের যুব সাধারণ সম্পাদক মকরম আলি বলেন, 'এটা খুব অন্যায় হয়েছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি অবিলম্বে ওই তিন সিভিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। জেলা পুলিশের তরফে জানানো য়েছে, অভিযুক্ত তিন সিভিককে জেলা পুলিশ লাইনে ইতিমধ্যেই ক্লোজ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অন্যান্য ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধৃত দুই

কিশনগঞ্জ, ৭ মার্চ : হাটেবাজারে এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ রুপোর অলংকার উদ্ধার করল কাটিহার রেল পুলিশ। শুক্রবার ট্রেনটির একটি জেনারেল কোচে অভিযান চালানো হয়। দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তাদের কাছ থেকে মেলে ৭০ কেজি ৭০০ গ্রাম ওজনের রুপোর অলংকার। রেল পুলিশ সুপার হরিশংকর কুমার জানিয়েছেন, প্রয়োজনমতো রাজস্ব জমা না দেওয়াতেই ওই দুজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি অলংকারগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার চালক

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বেআইনিভাবে তোলা বালি-পাথর নিয়ে যাওয়ার সময় মাটিগাড়া টি এস্টেট এলাকা থেকে একটি ট্র্যাক্টর আটক করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার চালক। ধৃতের নাম চন্দন বর্মন। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা। চন্দনকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অবৈধ কারবার

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : শিবমন্দিরে রবীন্দ্র সরণির একটি বাড়িতে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ছোট সিলিন্ডার রিফিলিংয়ের অভিযোগ উঠল। শুক্রবার একজনকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তপন মহন্ত। সবমিলিয়ে ১২টি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ভূত খোঁজার কুশলী ছকে

প্রথম পাতার পর

হইচই পরের কথা, প্রতিবাদ পর্যন্ত নেই।

শুভেন্দু অধিকারী ব্যস্ত শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে ও অফিস খুলতে। মমতাকে বেগম বলে গাল দিয়ে কিংবা কম্পার্টমেন্টাল মুখ্যমন্ত্রী বলে যেন গায়ের জ্বালা মেটান বিরোধী দলনেতা। গায়ের জ্বালা কেন? না, মমতাকে হারিয়ে তাঁর বঙ্গের অধীশ্বর হওয়া স্বপ্নেই থেকে গিয়েছে। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি ভেবেছিলেন, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো তাঁর ফুঁ শুনে দলে দলে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা সোজা তাঁর পিছন পিছন মোদি-শা'র দরজায় পৌঁছে যাবেন।

সেই স্বপ্ন সাকার না হওয়া পর্যন্ত এই জ্বালা থেকে রেহাই নেই কাঁথির অধিকারী পরিবারের মেজোপুত্তুরের। সে পরের কথা, বাস্তব হল ভূত ধরতে তৃণমূলের 'খেলা হবে' থেকে সহস্র যোজন পিছিয়ে বিজেপি। মাঝখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ না হলে এই ভূত তাড়ানোই এখন মেগা ইভেন্ট বাংলায়। যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের রাশ পুরোটা তৃণমূলের হাতে। সব কাজ ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দলটাকে এই ম্যানেজমেন্টে নামিয়ে দিলেন, তার নেপথ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

হুঁ হুঁ মশাই, ছক আছে। হিসাব কষা ছক! মহারাষ্ট্র ও দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যে ভূতুড়ে ভোটারের ভূমিকার অভিযোগ নিয়ে হইচই হচ্ছে। পুরো প্রমাণিত না হলেও অভিযোগটির সত্যতা একেবারে নেই বলা যাবে না। তার চেয়ে বড় কথা, অভিযোগটা চর্চায় আছে। পাবলিক খাচ্ছে ভালো। পাবলিক যা খায়, তাকে সুন্দর মোড়কে আরও বেশি করে গেলানো প্রায় সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য। পাবলিকের পছন্দের বিষয়ে পাবলিককে ডুবিয়ে রাখো।

রাজনীতির ছকের মারপ্যাঁচে দেশের বাঘা বাঘা নেতাদের ঘোল খাওয়াতে বরাবরই এগিয়ে তৃণমূল নেত্রী। যাঁর নিন্দা করা সহজ। কিন্তু উপেক্ষা করা অসম্ভব। মমতার সব কাজ ও কথার পিছনে থাকে সূক্ষ্ম হিসেব। কুমারগ্রামের মতো ভোটার তালিকা থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাদ পড়ার অভিযোগটাকে তো ভূত তাড়ানোর অভিযানে আড়াল করে দেওয়া যায়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স' আর কী! এটা ভোটার তালিকা ম্যানেজমেন্টের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণটি তৃণমূল নামক দলটার ঘরোয়া সমীকরণ ও বাস্তবতা। কেমন সেটা? এক এক করে দেখে নিই।

(১) বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে পেশ করা শিল্প প্রস্তাব বাস্তবায়নে সম্প্রতি নবান্নে লগ্নিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের কিছু নেতার তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ ইত্যাদি শিল্পোদ্যোগে বড় অন্তরায় বলে মেনে নিয়ে বলেছেন, এরকম করলে কেউ রেহাই পাবে না। যা তিনি মাঝে মাঝে বলে থাকেন। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের একাংশের কাছে সেই হুমকি অনেকটা 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'র মতো। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া যায়।

নাহলে কি মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরপরই মালদা জেলায় গোবিন্দ চৌধুরী নামে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য আবাস পাইয়ে দিতে কাটমানি আদায় করতে পারেন? সেই কাটমানির অর্থসংগ্রহ করতে সাবিয়ান চৌধুরী নামে এক গরিব মানুষকে ছাগল পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। ভাবতে পারেন!

কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজ, জমির বেআইনি কারবার, অবৈধ নির্মাণ ইত্যাদি অভিযোগের পাহাড় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। সব অভিযোগেই কাঠগড়ায় তৃণমূল। শিলিগুড়ির অদূরে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন প্রকল্পের জমিতে বেআইনিভাবে বেসরকারি স্কুল নির্মাণ করেছেন এক তৃণমূল নেতা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশিদায় আবার দলেরই কার্যালয় ভেঙে দখল করে নিয়েছেন শাসকদলের আরেক নেতা। শিলিগুড়িতে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার প্রতিবাদে শামিল না হওয়ায় কয়েকজন শিক্ষককে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বদলির সময় দেখে নেওয়া হবে বলে শাসানো হয়েছে। যেসব ঘটনার উল্লেখ করলাম, তার সবই গত এক সপ্তাহের। তাহলে বুঝুন, বছরের পর বছর কত শত অন্যায়, দুর্নীতি হয়ে চলেছে। বাংলাজুড়ে ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার হিড়িকে এসবও তো চাপা দেওয়া যায়। তৃতীয় কারণ, ২০২৬-এর আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যামো থেকে দলকে কিছুটা নিস্তার দেওয়া। নাহলে বিরোধীদের দরকার হবে না, তৃণমূলই তৃণমূলকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কোচবিহার জেলায় উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষদের বক্তব্য, আচরণ শুনলে-দেখলে মনে হবে না, তাঁরা দলীয় সতীর্থ। আপাতত তাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত ভূত দ্যাখো! তাতে শেষরক্ষা হবে কি না, সে পরের কথা!

রোল মডেল অণিমা

প্রথম পাতার পর

প্রথমে ১০০ 'সিলিন্ডার' (খড় দিয়ে তৈরি) মাশরুম চাষ করেন অণিমা। এখন বাড়িজুড়ে বছরভর বাটন, ঝিনুক ও মিল্কি- তিনধরনের মাশরুম চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি মাশরুমের বীজ এবং মাশরুম দিয়ে পাঁপড়, আচার ইত্যাদি বানানো হয়। শুক্রবার ধন্দুগছের বাড়িতে গিয়ে চোখে পড়ল, উঠোনে কিচেন গার্ডেনে ফলে রয়েছে নানা টাটকা সবজি। সেটাও অণিমার মস্তিষ্কপ্রসূত। চাষাবাদের জন্য বাড়িতেই তৈরি হয় জৈব সার। তরুণী জানালেন, সম্প্রতি কাউন, জোয়ার, মারুয়া ও বাজরার মতো পুষ্টিকর দানাশস্য কিনে বাড়িতে মুখরোচক খাদ্যসামগ্রী তৈরি করে বাজারজাত শুরু করেছেন দম্পতি।

এ তো গেল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। স্বনির্ভর দলের মহিলাদের মাশরুম চাষ এবং সেটা দিয়ে খাদ্যসামগ্রী তৈরির পাঠ পড়াচ্ছেন অণিমা। তাঁরা এখন অনেকটাই আত্মনির্ভরশীল। ওই মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে দোলের আগে ভেষজ আবির তৈরিতে আপাতত ব্যস্ত তিনি। এসবের পাশাপাশি ওই দলটি মরশুমে কাঁঠালের খাদ্যসামগ্রীও বানিয়ে থাকে। বাজারে সেসবের ভালো চাহিদা। অণিমার কথায়, 'কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আত্মবিশ্বাস বাড়তে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। পাশে পেয়েছি পরিবারকে।'

স্ত্রীকে সাহায্য করতে করতে মনোরঞ্জন একসময় নিজেও জড়িয়ে পড়েন ব্যবসার সঙ্গে। এখন তিনি স্কুটারে চেপে ফোন মারফত আসা অর্ডারের ডেলিভারি দেন চোপড়াজুড়ে। সপ্তাহে একদিন সেসব নিয়ে আসেন শিলিগুড়িতে।

অণিমাকে নিয়ে গর্বিত উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ অঞ্জলি শর্মা। বলছিলেন, 'অণিমা মজুমদার শুধুমাত্র একজন মাশরুমচাষি হিসেবে থেমে নেই, উৎপাদিত মাশরুম দিয়ে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী তৈরির পাশাপাশি তিনি বীজ শোধন প্রক্রিয়াতেও দক্ষ হয়ে উঠেছেন। ওই গ্রামে প্রথম তিনিই চাষ শুরু করেন। তাঁকে দেখে এখন অন্তত ১০-১২ জন স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন।' প্রয়োজনে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ল্যাব ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে অণিমাকে, জানালেন অঞ্জলি।

মনমরা জোনাকি, মমতাজ এখন বিশ্রামে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার রাজাভাতখাওয়ার ঘটনা সেখানে উপস্থিত বনকর্মী এবং রেলকর্মীদের মনে যেমন দাগ কেটেছে, সম্ভবত তেমনই তার প্রভাব পড়েছে 'অপরাধী' কুনকি হাতি জোনাকির উপরেও। ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর খাওয়াদাওয়া স্বাভাবিকভাবে করলেও এখনও মনমরা হয়ে আছে প্রবীণ কুনকি হাতিটি। বন দপ্তর সূত্রে এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে। পশু চিকিৎসকরা অবশ্য ওই কুনকিকে পরীক্ষার পর ফিট সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তবে এখনই কাজে ফেরানো হচ্ছে না জোনাকিকে। আগামী দুই সপ্তাহ পিলখানাতেই রাখা হবে তাকে। শুধু সে-ই নয়, আরেক কুনকি মমতাজকেও আপাতত বিশ্রাম দিচ্ছে বন দপ্তর। কয়েকদিন দুজনকে চোখে চোখে রাখা হবে।

শুক্রবার এবিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'গতকাল নিছকই একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে দুই কুনকিকে কয়েকদিন ডিউটিতে পাঠানো হবে না। পিলখানায় তাদের উপর নজর রাখা হবে। কয়েকদিন পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে কবে থেকে তারা কাজে ফিরবে।'

বৃহস্পতিবার রেলমন্ত্রকের উদ্যোগে অত্যাধুনিক ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেমের মহড়া চলছিল রাজাভাতখাওয়ায়। হাতির সঙ্গে ট্রেনের সংঘাত এড়ানোর জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। সেই মহড়ায় ট্রেনের হর্ন শুনে চমকে উঠে সরতে যায় জোনাকি। তখনই তার পায়ের তলায় পড়ে যান রেলের অধীনে কর্মরত একটি বেসরকারি কোম্পানির কর্মী সন্দীপ চৌধুরী।

চেকো বিটের পিলখানায় জোনাকি।

জোনাকির পায়ের চাপে মাথা থেঁতলে যায় সন্দীপের

বৃহস্পতিবার ঘটনার পরই জোনাকি ও মমতাজকে বিটিআরের চেকো বিটে তাদের পিলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত সেখানেই রয়েছে দুজন। বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে ছিলেন বনকর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত দুই কুনকিকেই কাজে লাগানো হবে না।

জোনাকির সঙ্গে মমতাজকেও বিশ্রাম দেওয়ার কারণ হিসেবে বনকর্তারা জানিয়েছেন, যেহেতু রাজাভাতখাওয়ার ঘটনার সময় মমতাজও সেখানে ছিল তাই তার উপর ওই ঘটনার কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, সেটা কয়েকদিন খতিয়ে দেখা হবে। সব ঠিক থাকলে বনকর্মীরা নিশ্চিন্তে টহল দিতে পারবেন কুনকির পিঠে উঠে।

জোনাকি একটু মনমরা থাকলেও মমতাজের স্বভাবে অবশ্য কোনও পরিবর্তন আসেনি। চেকো বিটের পিলখানায় দুই কুনকিকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন তাদের যে ধরনের খাবার দেওয়া হয় সেসবই দেওয়া হচ্ছে।

জোনাকির মাহুত অসিত কার্জির কথায়, 'হাতিটি খাওয়াদাওয়া ঠিক করে করলেও গতকাল থেকে একটু নিঝুম। এই রকম তো আগে হয়নি। সেটার প্রভাব পড়েছে ওর উপর। আমিও সারারাত ঘুমোতে পারেনি। এই রকম কিছু হবে ভাবতে পারিনি।'

অসিত এদিন আরও জানান, হাতিদের থেকে দূরে থাকতে বলা হচ্ছিল রেলকর্মী ও বেসরকারি কোম্পানির কর্মীদের। বুধবার থেকে রাজাভাতখাওয়ার

মহড়া চলছিল। সেদিন থেকেই সবাইকে সাবধান করা হয়েছিল। অন্যরা সতর্ক থাকলেও সন্দীপ হাতির খুব কাছেই ছিলেন বলে জানাচ্ছেন ওই মাহুত। অন্যদিকে, বক্সা টাইগার রিজার্ভের দুই কুনকিই আপাতত বিশ্রামে থাকায় হাতি নিয়ে টহল বন্ধ থাকছে বাঘবনে। হাঁটাপথে, গাড়িতে, বাইকে আগামী কয়েকদিন টহল চলবে বলে জানা গিয়েছে বিটিআর থেকে।

স্মারক গ্রন্থ

অহর্নিশ ও বইওয়ালা ক্যাফের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটিতে বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ জ্যোতিভূষণ চাকীকে শ্রদ্ধা জানাতে সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় বইওয়ালা ক্যাফে প্রকাশিত এবং শুভাশিস চক্রবর্তী সম্পাদিত 'জ্যোতিভূষণ চাকী শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ। গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন উৎপল ঝাঁ এবং সর্বানন্দ চৌধুরী। বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন সাহিত্য আকাদেমির প্রাক্তনী তথা বাংলা ভাষার অন্যতম গবেষক ও প্রাবন্ধিক অনির্বাণ রায় এবং জ্যোতিভূষণ চাকীর ভাইপো পথিক চাকী। তাঁদের হাতে একটি করে স্মারক গ্রন্থ তুলে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট এই ভাষাবিদদের এ বার জন্মশতবর্ষ। বিভিন্ন সংস্থার তরফে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। *–রূপেন্দু দাস*

চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি একটা নান্দনিক চিত্র প্রদর্শনী উপহার দিল ইসলামপুরের প্রতিমা ফাইন আর্ট স্কুল। সংস্থার অধ্যক্ষ জুঁই দাস জানান, জলরং, অয়েল প্যাস্টেল, তৈলচিত্র সহ মোট ২৩০টি ছবি এবং ২০টি হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেয়েছিল।

শ্যামল স্মরণ

আবেগঘন।। শিলিগুড়িতে কালজয়ী বাংলা গান পরিবেশনায় সৈকত মিত্র।

সেদিন সোনাঝরা সন্ধ্যা থেকে শুরু করে অনেক মায়াবী রাত পর্যন্ত শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ ভেসেছিল স্বর্ণযুগের স্মৃতিমেদুরতায়। অনুষ্ঠান ছিল কলকাতার শ্যামল মিত্র স্মৃতি সংসদ এবং শিলিগুড়ির বাজার ওপেন সিক্রেটের উদ্যোগে 'তোমায় মনে পড়ে'। শ্যামল মিত্রের ৯৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে মূল পর্বের শিল্পী ছিলেন সৈকত মিত্র ও শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সূচনা সংগীত এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্বে ছিলেন সঞ্চিতা বসুর নেতৃত্বে ওপেন সিক্রেটের শিল্পী গোষ্ঠী এবং স্থানীয় শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন জেলার শিল্পীরা। প্রথমেই বলে দেওয়া ভালো, বাংলা গানের এমন সফল অনুষ্ঠান এ শহরে অতীতে হয়ে থাকলেও সাম্প্রতিককালের মধ্যে হয়নি। শ্যামল মিত্র ছিলেন বাংলার সমৃদ্ধ সংগীতের ইতিহাসের এক কিংবদন্তি। ১৯৮৭ সালের ১৫ নভেম্বর তিনি মারা যান। তারপর গত ৩৮ বছরে বাংলা গানের জগতে প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক ওলট-পালট ঘটে গিয়েছে। হৃদয়ের দরজা খুলে বেরিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে গান এখন মেধাবী অস্ত্র। কিন্তু এই সন্ধ্যায় দেখা গেল শ্যামল মিত্রের কালজয়ী গান আজও সব বয়সি বাঙালি শ্রোতার কাছে সমান আদৃত। শুধু কলকাতা নয়, বাংলার দূরপ্রান্তেও তাঁর গানের জাদুকরি প্রভাব যে এখনও আছে, তা দেখে আত্মশ্লাঘায় আপ্লুত হয়েছেন শিল্পীপুত্র সৈকত মিত্র।

এদিনের এই স্মরণসন্ধ্যায় মঞ্চে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভয়া বসু, পরিতোষ চক্রবর্তী, পার্থ চৌধুরী, মালবিকা চক্রবর্তী, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রলয় চক্রবর্তী, চিরঞ্জিত সূত্রধর, দীপক দাস, সঞ্জীবন দত্ত রায় এবং ওপেন সিক্রেটের কর্ণধার পল্লব বসু। গুণী মানুষ পল্লব সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার পাশাপাশি শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্বে হাওয়াইন গিটারে শ্যামল মিত্রের গানও বাজিয়ে শোনান। এই অনুষ্ঠানে শ্রীরাধার স্মরণীয় নিবেদন ছিল গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা শ্যামল মিত্রের সুরে ধনরাজ তামাং ছায়াছবির গান 'দেখ ছুটি পেয়ে ভুলে সব কাজ'। দ্বৈতকণ্ঠে দুষ্টু মিষ্টি প্রেমের গান শাড়ির ভাঁজে চোরকাঁটাও ছিল বেশ হৃদয়গ্রাহী। আর সৈকতের গান গল্পের পরতে পরতে ছিল পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারের বলিষ্ঠ ঘোষণা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি' গানটি ছিল বাবাকে ছেলের সেরা শ্রদ্ধার্ঘ্য। *– ছন্দা দে মাহাতো*

সাহিত্যসংস্কৃতি সম্মেলন

ত্রিস্রোতা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাহের উদ্যোগে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে মিত্র সম্মিলনীর সুরেন্দ্র মঞ্চে দ্বিবার্ষিক সাহিত্যসংস্কৃতি সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, লেখক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। সারাদিন ধরে নাচ-গান, কবিতা পাঠ-গল্প, আড্ডা-সংবর্ধনায় জমজমাট হয়ে ওঠে আসর। প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনের সভামঞ্চের প্রধান বক্তা ছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অশেষ দাস। নৃত্যশিল্পী চিরশ্রী রায়ের হাঁড়িনৃত্য উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে, দেবপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়ের আবৃত্তি সম্মেলনের সাহিত্য পরিমণ্ডলে অন্য মাত্রা যুক্ত করে। সংবর্ধনা পর্বে সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের জন্য বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় ছন্দা দে মাহাতো, দেবাশিস ভট্টাচার্য, সুজন ঘোষ ও মুনিয়া সরকারকে।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গের লেখকদের গদ্যপদ্য এবং নিবন্ধ নিয়ে সংগঠনের তৃতীয় সংকলন ত্রিস্রোতা। ৬০ জন লেখক এতে জায়গা পেয়েছেন। প্রায় সব লেখাতেই জটিলতা কম, বেশি রয়েছে স্বচ্ছন্দ ভাবনার প্রকাশ। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন ধারায় মাটির গন্ধ মাখা সাহিত্যসংস্কৃতির যে প্রবাহ বহমান তাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় ত্রিস্রোতা গোষ্ঠী। সম্মেলন পর্বের মূল অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সভাপতি সুব্রত দত্ত। অন্যদের মধ্যে সংগঠনের ও নিজের মনের কথা তুলে ধরেন সুদীপ সাহা, বলরাম সরকার, কিরণ মজুমদার ও মিষ্টু দেব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক সংগঠক তথা সংস্থার কোঅর্ডিনেটর কিরণ মজুমদার। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

ত্রিস্রোতা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাহের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠান।

অব্যাহত প্রচেষ্টা

মূল লক্ষ্য ছিল অনূর্ধ্ব ১৭-দের জন্য লেখা প্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সেই লক্ষ্যেই বছরখানেক আগে কোচবিহার শহরের অনতিদূরে তল্লিগুড়িতে তল্লিগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ফণীভূষণ সাহার নেতৃত্বে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে 'তল্লী' পত্রিকা পথ চলা শুরু করেছিল। সে ধারাকে বজায় রেখেই দ্বিগুণ উৎসাহে এবং আরও বড় কলেবরে কিছুদিন আগে প্রকাশিত হল 'তল্লী' পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যা। তল্লিগুড়ির উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে গুণীজনদের উপস্থিতিতে ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন 'তল্লী'-র সদস্যরা। নবীন প্রজন্মকে কলমপ্রেমী করে গড়ে তোলা এবং সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার 'তল্লী'-র উদ্দেশ্য- এমনটাই শোনা গেল সম্পাদক তথা কর্ণধার ফণীভূষণ সাহার কথায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় (মাধ্যমিক) পরিদর্শক সমরচন্দ্র মণ্ডল, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান নিরেন বর্মন, প্রবীণ শিক্ষাবিদ তথা সমাজকর্মী বাণীকান্ত ভট্টাচার্য, পঞ্চানন অনুরাগী গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা এবং লেখক জগদীশ আসোয়ার, ডাউয়াগুড়ি অঞ্চলের উপপ্রধান গুপীনাথ দাস, এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, প্রবীণ ক্রীড়াবিদ প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ২০২৪ সালের তল্লিরত্ন সাহিত্য সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় তরুণ কবি রবীন্দ্র বর্মনের হাতে। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

দ্বিতীয় বছরে

প্রথম বছরের সাফল্যের পর ময়নাগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'তমোহন' পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষে পাড়ি দিল। বহুবিধ প্রাবন্ধিক, কবি ও সাহিত্যিকদের লেখায় ভরে উঠেছে এবারের তমোহন। সম্প্রতি ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উৎসবে জলপাইগুড়ি থেকেও তরুণ কবিরা কবিতা পাঠ করতেও এসেছিলেন। সেদিন কবিতা, গান ও নানা গুণীজনের বক্তব্যের সাক্ষী ছিল সমগ্র ময়নাগুড়ি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকসংস্কৃতি গবেষক তনয় মণ্ডল বললেন, 'নতুন প্রজন্মকে তমোহন সমানে উৎসাহিত করে চলেছে।' পত্রিকার সম্পাদক ঋষভ চক্রবর্তীর আশ্বাস, 'তমোহন আগামীদিনেরও নানা ব্যতিক্রমী বিষয় নিয়ে কাজ করতে চলেছে।' একটি মনোগ্রাহী নৃত্যনাট্যর ও চিকরাশির সম্পাদক অমিতকুমার দে-র বক্তব্যে অনুষ্ঠানে ইতি। *–অভিরূপ দে*

নতুন বই

চন্দননগরে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল পরিবেশকর্মী ও রঙিন মাছের গবেষক পতিতপাবন হালদারের লেখা দুটি বই 'চন্দননগরের গঙ্গার ঘাট এপার ওপার' ও 'একটি কলোনি চন্দননগর'।

ভাষা তোমারই জন্য...

নাচে-গানে-কবিতায়

কোচবিহার ধরিত্রী নান্দনিকের আয়োজনে, উত্তর প্রসঙ্গের সহযোগিতায় দিনহাটা রোডের নিজস্ব অনুষ্ঠান কক্ষে 'অমর একুশে' শীর্ষকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হল। প্রাথমিক মুখবন্ধে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা ব্যক্ত করেন ধরিত্রী নান্দনিকের সম্পাদক প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার। অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক কথা উপস্থাপন করেন উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকাগোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ আশুতোষ সরকার, ডঃ শশাঙ্কশেখর গাঙ্গুলি, বিশিষ্ট কলমচি অরূপকুমার চক্রবর্তী। ধরিত্রী নান্দনিকের পক্ষ থেকে শুক্লা ঘোষ, সবিতা রুদ্র, হীরক ভট্ট, সুমনা ভট্টাচার্য, জয়শ্রী সরকার, কেয়া সরকার, প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার, মিতালি চাকি সরকার, গীতা সরকার, নীতু দাস অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, কবিতায় অংশ নেন। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন চন্দনা ধর, আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রত্যয় সরকার, কবিতা পাঠ করেন শুভাশিস নাগ, ভূপালি রায়, কাকলি ভট্টাচার্য। সংগীত পরিবেশন করেন অলোক গোস্বামী প্রমুখ। তবলা সংগতে ছিলেন সন্দীপন ভট্ট। অনুষ্ঠানের আলোচনায় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্যর পাশাপাশি আজকের ভাষা সংকট, বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিষয়ে খোলামেলা ও মূল্যবান মতামত রাখেন বক্তারা। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

কোচবিহারে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান।

ধূপঝোরার স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

মাতল খুদেরাও

কিছুদিন অগে ধূপঝোরা ২ নম্বর সিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের পাশাপাশি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনার অনুষ্ঠান করা হল। এদিন বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জানানো হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোয় কৃতিত্ব দেখানোর কারণে পড়ুয়া সোনিয়া বেগমকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। এবছর স্কুলে ২২ জন পড়ুয়া নতুন ভর্তি হয়েছে। তাদের বরণ করে নেওয়া হয়। পাশাপাশি এবার স্কুল থেকে ১৫ জন পড়ুয়া অন্য স্কুলে গিয়েছে। তাদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের নাচ, গান ও আবৃত্তি সকলের মন জয় করে নেয়। দেখে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তারক রায়চৌধুরী খুব খুশি। অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়াদের জন্য থাকে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও। *–রহিদুল ইসলাম*

মনোজ্ঞ পরিবেশন

কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করল জলপাইগুড়ির সৃজনীধারা পত্রিকা গোষ্ঠী। নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের সংগ্রহশালা কক্ষে। শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মনোগ্রাহী দুটি গান গেয়ে শোনান সংগীতশিল্পী সুরজিৎ রায় গুপ্ত। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' কবিতাটি বাংলা ও ইংরেজি দু'ভাষাতেই আবৃত্তির পর শুরু হয় 'আমি বাংলায় গান গাই' গানটি। গেয়ে শোনান আর্যমিত্রা চক্রবর্তী হার। স্বাগত ভাষণে পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক শোনালেন- 'নানান দেশের নানান ভাষা'-র কথা। ভাষার অবলুপ্তি বিষয়ে আলোচনা করেন শিক্ষাবিদ সুভাষ কর্মকার। প্রভাবশালী ভাষার আগ্রাসন বিষয়ে বলেন গৌতম গুহ রায়। পঠিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ক কবিতা। পাঠ করেন শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়, গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়। একক সংগীত, নৃত্যের পাশাপাশি পরিবেশিত হয় নৃত্য আলেখ্য – 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে।' আলেখ্যে অংশ নেন - দেবকন্যা চন্দ, রূপসা দত্তরায়, পূজা সরকার, প্রত্যাশা শীল, আরভী মোদক, শিবম ঘোষ, পিংকি সরকার। পরিশেষে শোনা গেল কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে একাধিক একুশের গান। রাহুল কর্মকার ও তাঁর সহযোগী যন্ত্রশিল্পীদের উপস্থাপন এককথায় অনবদ্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুচারু পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্পাদক পার্থপ্রতিমের মুনশিয়ানা তারিফযোগ্য। *- প্রেরণা মল্লিক*

আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে একটি বহুভাষিক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার দার্জিলিং জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায়, শিলিগুড়ির রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির অরবিন্দ ঘোষ সভাকক্ষে।

মোট আটটি ভাষার বিদ্বজ্জনেরা অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে শামিল হন ডঃ কৌশিক জোয়ারদার, সজল গুহ, ডঃ ওম প্রকাশ পান্ডে, নিয়ামতুল্লা নুরি, ডঃ কৃষ্ণরাজ ঘাটানি, ডঃ পরিমল রায়, অনিল সাহা, সঞ্জয় হেমব্রম, রীতা ওরাওঁ, গর্জনকুমার মল্লিক। সংগীত পরিবেশন করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য এবং সঞ্জয় হেমব্রম। কৌশিকের কথায় উঠে আসে ভাষার ইতিবৃত্ত। বাংলা ভাষার 'ধ্রুপদি' সম্মানপ্রাপ্তি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সজল। প্রারম্ভিক বক্তব্য এবং সভা পরিচালনা করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়। *–সম্পা পাল*

বইটই

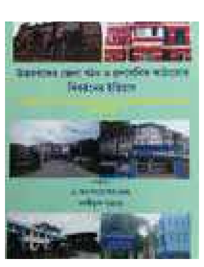

নজরে প্রশাসন

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন থাকতে পারে। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও কালীকৃষ্ণ সূত্রধরের লেখা **উত্তরবঙ্গের জেলা গঠন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর বিবর্তনের ইতিহাস** সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে। সহজেই। উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ইতিহাস যথেষ্টই বর্ণময়। এক্ষেত্রে রাজ্যের অন্য প্রান্তের থেকে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। এমন একটি বিষয়কে সহজে পাঠক দরবারে হাজির করাটা কম ঝক্কির নয়। কঠিন সেই কাজটাকেই সহজে দুই লেখক করে দেখিয়েছেন। উৎসুক পাঠকের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা পড়াশোনায় আগ্রহী এই বইটি তাঁদের খুব কাজে দেবে।

বুকের মাঝে

কবিতার সঙ্গে উত্তম চৌধুরীর কতটা নিবিড় সখ্য, সাহিত্যের দুনিয়া তা খুব ভালোভাবেই জানে। উত্তম কিন্তু কবিতার পাশাপাশি গদ্যেরও খুব কাছের। বহুদিন ধরেই এ নিয়ে লেখালেখি করছেন। সেই সমস্ত লেখা নামীদামি নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত লেখা থেকে বাছাই করা ৩০টি লেখাকে নিয়ে উত্তমের বই **আলোচনার জলসিঁড়ি**। কাব্যগ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ ও পত্রিকা বিষয়ক এই লেখাগুলিতে লেখকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই পাঠকের সামনে ধরা দেয়। জলসিঁড়ি ভেঙে যেমন জলের গভীরে যাওয়া যায়, এই বইও সেভাবে সবাইকে সহজে বক্তব্যের কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। সুরজিতের আঁকা প্রচ্ছদটি মনোগ্রাহী।

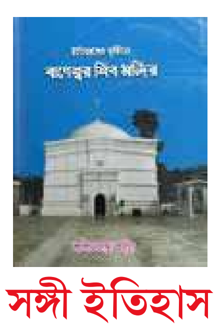

সঙ্গী ইতিহাস

উত্তরবঙ্গের আনাচকানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কতই না ইতিহাস। তারই অন্যতম বাণেশ্বর শিবমন্দির। তাকে খুব সুন্দরভাবে নিজের লেখা বই **ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাণেশ্বর শিব মন্দির**-এ তুলে ধরেছেন ললিতচন্দ্র বর্মন। নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেভাবে বইটিকে সাজানো হয়েছে তা যথেষ্টই তারিফযোগ্য। ললিত এর আগেও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। পাঠক মহলে প্রশংসিত হয়েছেন। সেই প্রশংসায় আপ্লুত হলেও আবেগে ভেসে না গিয়ে আরও ভালো কাজের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। তারই সাক্ষী এই বইটি। বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠক দরবারে হাজির।

প্রকৃতির ছোঁয়ায়

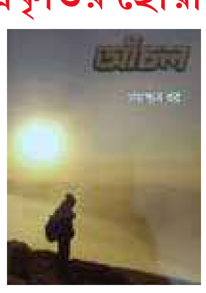

'আজ থেকে পাঁচশো বছর পরে যদি পৃথিবীতে প্রাণ থাকে/এক তরুণ কবি ফেসবুকের পাতা উল্টে দেখবে কবিতা লেখা দেওয়ালটাকে।' লিখেছেন সায়ন্তন ধর। তাঁর লেখা কবিতা 'নেফারতিতি'তে। প্রকাশিত হয়েছে কবির কবিতা সংকলন **আঁচল**-এ। সায়ন্তন জন্মসূত্রে জলপাইগুড়ির। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখিতে জড়িয়ে। নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি সর্বত্রই তার আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। সায়ন্তন এই ধারণায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী। সেটাই নিজের সমস্ত সৃষ্টিতে তুলে ধরতে চান। ৫৩টি কবিতা দিয়ে সাজানো সায়ন্তনের এই কবিতা সংকলন তারই সাক্ষী। প্রচ্ছদের পাশাপাশি অক্ষরবিন্যাসে সুবীর মণ্ডলের কাজ প্রশংসনীয়।

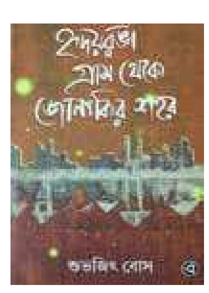

জীবন সান্নিধ্য

'সকালগুলি ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে/দুপুরগুলি পাগলের মতো দাপট দেখাচ্ছে।' শুভজিৎ বোস বরাবরের মতোই এভাবেই তাঁর এই কবিতাতেও স্বচ্ছন্দ। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। নকশালবাড়ির বাসিন্দা। বহুদিন ধরে লেখালেখি করছেন। ৫৩টি কবিতা দিয়ে সাজিয়েছেন নিজের সাম্প্রতিকতম কবিতা সংকলন **হৃদয়রঙা গ্রাম থেকে জোনাকির শহর**। কবির কথায়, 'এই সংকলনের প্রতিটি কবিতাই বাস্তব জীবনের উপলব্ধি থেকে সমাজকে চষে বেরিয়ে লেখা। সমাজকে কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখে আর ভালোভাবে বুঝে নিয়ে তাকে কবিতায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' সন্তু কর্মকারের আঁকা প্রচ্ছদটি বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

মার্চ মাসের বিষয়

সাদা কালো

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ

২৪ মার্চ, ২০২৫

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৯ মার্চ, ২০২৫ সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্ম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি : শ্রীজিৎ দাস, চন্দন দাস, সৌনক শূর রায় ও নীহাররঞ্জন সরকার।

ছোট্ট তারা

দেবুরামজোত প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া সোনু কিষান লংজাম্পে রাজ্য স্তরে পুরস্কার পেয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির এই ছাত্র ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোয় ভীষণ আগ্রহী।

দিনে চুল কাটেন, রাতে ‘সিঁধ’

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : অনলাইন জুয়ার দারুণ নেশা। তার জন্য টাকা জোগাড় করতে এক নামী সেলুনের মালিক নবনীতকুমার গুপ্তা বাড়ি বাড়িতে ঢুকে চুরি করত। চুরির সেই টাকায় দামি বাড়ি বানানো চলছিল। শখের জিনিসপত্র কেনাকাটাও। সম্প্রতি এক চুরির ঘটনায় প্রধাননগর থানার পুলিশ বীরপাড়া পুলিশের সহযোগিতায় বীরপাড়ার এক সোনার দোকানের মালিক বিজয়কুমার শাহের কাছ থেকে ১০০ গ্রামেরও বেশি পরিমাণে সোনা উদ্ধার করেছে। নবনীতের একটি চুরির ঘটনার সূত্রে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে বিজয়ের বাড়ি থেকে ৫২ গ্রাম সোনা উদ্ধার করে। তারপরই নবনীতের বিষয়টি সামনে আসে। নবনীত ও বিজয়কে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

নবনীত গ্র্যাজুয়েট। পড়াশোনায় মোটামুটিভাবে ভালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুরিবিদ্যাকেই যেভাবে আপন করে নিয়েছিল তাতে তদন্তকারীরা অবাক। কোনও বাড়িতে চুরি করবে বলে ঠিক করে নেওয়ার পর সে সেখানে নিয়মিত রেকি করত। আশপাশের বিষয়ে ভালোমতো খোঁজখবর নিয়ে নিত।

তারপর বাড়ির ভিতর সোজা ঢুকে পড়ত। কেউ সামনাসামনি পড়লে বলত, ‘বাড়িভাড়ার খোঁজ করছি। আপনি কি বাড়িভাড়া দেবেন?’ সেই খোঁজে সটান বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়া কেন বলে প্রশ্ন করা হলে তার সদাই উত্তর, ‘এহে, ভুল হয়ে গিয়েছে।’ সহজে যাতে ধরা না পড়ে সেজন্য বেশির ভাগ সময়ই তার মাথায় হেলমেটও থাকত।

১৪ ডিসেম্বর নবনীত তার একটি দামি বাইক নিয়ে গুরুংবস্তির একটি বাড়িতে ঢুকে চুরি করে। পরবর্তীতে সে তার ওই বাইকটি বিজয়কে দেয়। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি নবনীত নিজের আরেকটি দামি বাইক নিয়ে বাঘা যতীন কলোনিতে আরেকটি বাড়িতে চুরি করে। সেই সময়ও তার মাথায় হেলমেট ছিল। সিসিটিভি ফুটেজে হেলমেটের ফাঁক দিয়ে নবনীতের মুখের কিছুটা অংশ সেদিন দেখা গিয়েছিল। আর এই সূত্র ধরেই পুলিশ তার খোঁজ পায়। তারপর থেকে তদন্ত চালিয়ে পুলিশ বেশ অবাক।

অনলাইন জুয়ার নেশাই কাল হল

দেখা গিয়েছে ওই তরুণ নিজের ঠিকানা এনজেপি এলাকার শিবরাম সরণিতে বলে জানালেও সে আদতে হায়দরপাড়ায় থাকত। সেখানে তার একটি বড় সেলুনও আছে। সেই সেলুন থেকে প্রতি মাসে তার বড় রোজগার হয়। মাটিগাড়া এলাকায় সে সম্প্রতি বাড়ি তৈরি শুরু করেছে। সবই ঠিক ছিল। কিন্তু অনলাইন জুয়ার খপ্পরে পড়েই তার সাড়ে সর্বনাশ হল। সেই নেশার টাকা জোগাতে গিয়ে নবনীত এখন চুরি করে ধরা পড়ে ঠাঁই হয়েছে সংশোধনাগারে।

উন্নয়নে উধাও বসন্ত

একসময় শিলিগুড়ির রাস্তায় হেঁটে বলে দেওয়া যেত ‘বসন্ত এসে গেছে’। সেই শিলিগুড়ি এখন কংক্রিটের জঙ্গল। গাছপালা সব হারিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুল কিছুই আর সেভাবে দেখা যায় না, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বাতাসে বহিছে প্রেম, নয়নে লাগিল নেশা, কারা যে ডাকিল পিছে, বসন্ত এসে গেছে...

বাতাসে প্রেম না বয়ে গেলেও কোনও অসুবিধা ছিল না। বছর দশেক আগে ক্যালেন্ডারের দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র শিলিগুড়ির রাস্তায় হেঁটে বলে দেওয়া যেত ‘বসন্ত এসে গেছে’। হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বর্ধমান রোড, দার্জিলিং মোড়, জলপাই মোড়। কিংবা ফুলবাড়ি, ফাড়াবাড়ির সাহু নদী সংলগ্ন এলাকা, খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি, গুলমা এমনকি চম্পাসারিতেও রাস্তার ধারে পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চনের দেখা মিলত।

কিন্তু এখন? বসন্ত এসেছে ঠিকই, তবে ক্যালেন্ডার না দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। শিলিগুড়ি থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বসন্তের ‘বার্তাবহরা’।

কেন হারিয়ে যাচ্ছে? এককথায়, ‘গুঁতো’ মারছে উন্নয়ন। চারদিকে কংক্রিটের জঙ্গল। মাথা তুলছে বহুতল। কাটা পড়ছে গাছ। এভাবে চলতে থাকলে যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও চিরতরে হারিয়ে যাবে।

নিন্দুকেরা বলতেই পারেন, এখন কি একেবারেই দেখা মেলে না? এই তো দার্জিলিং মোড়ে কিছু রয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই। কিছু রয়েছে। শহরে আরও দু’-এক জায়গায় পলাশ গাছ দেখা যাবে। সেই গাছগুলো রয়েছে ধংসস্তূপের শেষক’টা পিলার হয়ে। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আর বেশিদিন বাকি নেই।

স্মৃতিচারণ করছিলেন রিক্তা সাহা। তাঁর কথা, ‘স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে হাতে অনেক সময় থাকত। শিলিগুড়ি কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। গাছগুলোর নীচে অনেকটা সময় কাটাতাম। গাছ থেকে পড়ে যাওয়া ফুল হাতে নিয়ে থোকা তৈরি করতাম। বাড়িতে এনে সাজিয়ে রাখতাম। বান্ধবীদের উপহার দিতাম।’ তবে সেসব এখন অতীত। রাস্তার বেরিয়ে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছ আর দেখতেই পান না রিক্তা।

রিক্তার মতোই আক্ষেপ করেছেন শহরের প্রবীণ বাসিন্দা প্রাবন্ধিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। তিনি বললেন, ‘শিলিগুড়ি এখন কংক্রিটের জঙ্গল। গাছপালা সব কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুল কিছুই আর সেভাবে দেখা যায় না। আগে পাড়ায় পাড়ায় কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি দেখা যেত। এখন সেগুলো কাটা পড়ছে। শিলিগুড়িতে পুরুলিয়ার মতো পলাশ পাওয়া কখনও সম্ভব নয়। তবে ১০ বছর আগেও কত জায়গায় পলাশ দেখেছি। এখন সেটুকু বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ কারও মধ্যে নেই।

কেন বাঁচানো যাচ্ছে না গাছগুলোকে? শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির সম্পাদক প্রশান্ত সেনের ব্যাখা, ‘পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া এসব গাছ কাটা পড়ার মূল কারণ এগুলো অনেকটা বড় হয়ে যায়। শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে বাড়িঘর, দোকান, রাস্তা তৈরিতে সমস্যা হয়। গাছগুলো ভেঙে পড়লে ভোগান্তি বাড়ে। তাই এই গাছগুলো ধীরে ধীরে মূল শহর থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।’

আগে কাঞ্চন ফুল দেখা যেত প্রচুর। এখন সেটাও প্রায় উধাও। পরিবেশবিদ সুজিত রাহার বক্তব্য, ‘একসময় বসন্তে অশোক, শিমুল, মান্দার গাছগুলিতে ফুল ফুটে থাকত। তার আলাদাই সৌন্দর্য ছিল। এখন তো সব রাস্তায় গাছ কাটা পড়ছে। রাস্তাগুলো খাঁখাঁ করে।’ তাঁর সংযোজন, ‘এখন প্রযুক্তির মাধ্যমে গাছ প্রতিস্থাপন সম্ভব। সেদিকটায় জোর দিলে মনে হয় ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে। না হলে আগামী প্রজন্ম শহরে এই গাছগুলো কখনও দেখতে পাবে না।’

ফুল জমে পাথর

হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বর্ধমান রোড, দার্জিলিং মোড়, জলপাই মোড়ে পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চনের দেখা মিলত

ফুলবাড়ি, সাহু নদী সংলগ্ন এলাকা, খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি, গুলমা, চম্পাসারিতেও রাস্তার ধারে ফুলগুলো বসন্তের আগমনের বার্তা দিত

কিন্তু এখন ‘গুঁতো’ মারছে উন্নয়ন, চারদিকে কংক্রিটের জঙ্গল, মাথা তুলছে বহুতল, কাটা পড়ছে গাছ

পরিবেশকর্মীরা চান উন্নয়নের প্রয়োজনে গাছ না কেটে প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপনে জোর দেওয়া হোক

হোলির জন্য পিচকারি কেনা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

পরীক্ষা চলাকালীন আবর্জনায় আগুন

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৭ মার্চ : বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে তখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। ওই সময়ে স্কুলের সামনে আবর্জনা পোড়ানোয় সমস্যায় পড়ে পরীক্ষার্থীরা। অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। বাইরে অপেক্ষারত অভিভাবকদেরও অনেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাসুদেব তিওয়ারি বলেন, ‘দীর্ঘদিন থেকে স্কুলের সামনের পরিত্যক্ত জমিতে চারপাশের বাড়িঘর থেকে আবর্জনা এনে এই জমিতে ফেলা হচ্ছে। স্কুলের পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছে।

বাগডোগরার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলের সামনেই রয়েছে একটি পেট্রোল পাম্প। দীর্ঘদিন থেকে পাম্পটি বন্ধ হয়ে রয়েছে। পাম্পের পিছনে অনেকটা জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই জমিটি বর্তমানে এলাকার অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড বানিয়ে ফেলেছেন চারপাশের কিছু সংখ্যক মানুষ। আবর্জনা ফেলতে ফেলতে পুরো জমিটাই ডাম্পিং গ্রাউন্ড বানিয়ে ফেলা হয়েছে। পাহাড়প্রমাণ উঁচু হয়ে জমির সীমানা প্রাচীর উপচে রাস্তার ওপরে এসে পড়ছে আবর্জনা। এই আবর্জনায় আগুন লেগে দূষণ ছড়াচ্ছে পাশে থাকা স্কুলে।

স্কুলের গেটের বাইরে থাকা অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নমিতা রায় নামে এক অভিভাবক বলেন, ‘এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।’

স্কুলের পরিবেশ দূষণ নিয়ে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, ‘বাগডোগরা এখন শহরের সমতুল। অথচ বর্জ্য পদার্থের জন্য ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মতো স্কুলের সামনেই আবর্জনার পাহাড়। পরীক্ষা চলার সময় বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।’ এবিষয়ে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘আমি চিকিৎসার জন্য বাইরে এসেছি। ফিরে গিয়ে দেখব।’

বাড়ি ভাঙচুরে কেজিএফ গ্যাং

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : গাড়ি পার্ক করাকে কেন্দ্র করে বিবাদ এবং তার রেশ ধরে বাড়িতে হামলা এবং ভাঙচুর। মারধর করা হয়েছে পরিবারের সদস্যদেরও। আর এমন ঘটনায় কেজিএফ গ্যাংয়ের হাত দেখছেন ঘোগোমালির বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মণ্ডল। এই সংক্রান্ত একটি অভিযোগ তিনি আশিঘর ফাঁড়িতে দায়েরও করেছেন। এখনই কেজিএফ গ্যাংয়ের যোগসূত্র খুঁজে পায়নি পুলিশ। তবে দু’পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে ফাঁড়ির তরফে জানানো হয়েছে।

আবার কি কেজিএফ গ্যাং শহরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ঘোগোমালির একটি বাড়িতে হামলার ঘটনায় এই প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার সূত্রপাত, কয়েকদিন আগে নিরঞ্জননগর যুবক সংঘের মাঠে গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে। বিশ্বজিতের বক্তব্য, মাঠটিতে একটি চারচাকা গাড়ি রেখেছিলেন তিনি। এই নিয়ে ক্লাবের এক সদস্যের ছেলের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। সেসময় তখনকার মতো সমস্যা মিটেও যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার তাঁকে ফোন করে ডাকে ঘোগোমালিরই বাসিন্দা দেবজিৎ সাহা। যথারীতি ওই রাতে এক-দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেবজিতের বাড়ির সামনে যান। বিশ্বজিতের অভিযোগ, সেখানে উপস্থিত ছিল কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যরা। তিনি সেখানে পৌঁছাতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে ওখানে থাকা তরুণরা। কথা কাটাকাটি থেকে দু’পক্ষই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে।

এরপরেই গ্যাংয়ের সদস্যরা তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে বলে বিশ্বজিতের দাবি। তাঁর অভিযোগ, এরপরেই ওই দুষ্কৃতীরা বাড়িতে হামলার পাশাপাশি ভাঙচুর চালায়। ভাঙচুর করা হয় তাঁর গাড়ি। বাড়ির সদস্যদের মারধরও করা হয়। মারধরের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিশ্বজিতের বাবা। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বন্দুক দেখিয়ে তাঁকে ভয় দেখানো হয় বলে বিশ্বজিতের অভিযোগ। বিশ্বজিতের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, ওরা বারবার কেজিএফ গ্যাংয়ের কথা বলছিল। ধারালো অস্ত্র দিয়েও আঘাত করা হয়। বিশ্বজিতের বক্তব্য, বৃহস্পতিবার হামলার পর শুক্রবার তাঁকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাই তিনি এদিন আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। দেবজিৎ কেজিএফ গ্যাংকে ডেকেছে বলে তাঁর অভিযোগ। এ ব্যাপারে জানতে দেবজিৎকে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু একজন ফোন ধরে জানান, দেবজিৎ থানায় থাকায় তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। তাই দেবজিতের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : আগাম পরিকল্পনামতো শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে নামল বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। এদিন সমিতির তরফে এই মিছিলটি স্থানীয় রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হয়। এরপর বিধান রোড সহ মার্কেটের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করা হয়। মিছিলের মূল বার্তাই ছিল লড়াই চলছে, চলবে। ব্যবসায়ী সমিতির তরফে অসিত দে বলেন, ‘আমরা ফের নতুন করে আন্দোলন শুরু করলাম। যতদিন না পর্যন্ত সরকার আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমাদের এই আন্দোলন চলবে।’

আজ শহরে

■ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শিলিগুড়ি কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে দুপুর একটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে খাদ্যমেলা।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার রাতে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল দক্ষিণ শান্তিপাড়ায়। মৃতের নাম বিজয় মল্লিক (২০)। বিজয়ের দাদা রনি মল্লিক বললেন, ‘ভাই ফার্নিচারের দোকানে কাজ করত। অন্যদিনের মতো সেদিন রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বের হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢোকে। তারপর এই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল।’ কোন কারণে এমন সিদ্ধান্ত, বুঝে উঠতে পারছে না পরিবার। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ।

দুর্নীতি নিয়ে তোপ মীনাক্ষীর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে প্রথম থেকে সরব বামেরা। যে কোনও নিয়োগের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে দুর্নীতি দস্তুর বলে মনে করেন বাম নেতারা। কিন্তু ’২৬-এর ভোটের আগে কাজের দাবিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে অনিল বিশ্বাস ভবন। যা শুক্রবার আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। শিলিগুড়িতে সংগঠনের এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মীনাক্ষী বলেন, ‘নিয়োগের ক্ষেত্রে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি দেখে রাজ্যের শিক্ষিত সমাজ ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছে। মেধা হারাচ্ছে রাজ্য। যা মেনে নেওয়া যায় না। তাই বেকারদের কাজের দাবি, স্বচ্ছতার সঙ্গে যাতে নিয়োগ হয়, তার জন্য আমরা উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছি।’ ২৮ মার্চ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জায়গার বেকার যুবদের পাশাপাশি সংগঠনের কর্মীরা উত্তরকন্যা অভিযানে শামিল হবে বলে আশাবাদী তিনি।

কাজের দাবিতে উত্তরকবন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে ডিওয়াইএফআই। তারই প্রস্তুতি মিছিলে যোগ দিতে এদিন শিলিগুড়িতে আসেন মীনাক্ষী। সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে প্রস্তুতি সংক্রান্ত বৈঠকের পাশাপাশি এদিন শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ স্কুলের সামনে থেকে গেটবাজার পর্যন্ত একটি মিছিলে তিনি অংশ নেন। তৃণমূলের পাশাপাশি তাঁর সমালোচনার অভিমুখে ছিল কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি।

শিলিগুড়িতে মিছিলে যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ছবি : তপন দাস

যদিও কাজের দাবি এবারই প্রথম ডিওয়াইএফআই তুলছে তা নয়। ১৯৭৩-এর ২৮ মার্চ বামপন্থী সংগঠনগুলোর ডাকে প্রথম বেকারি বিরোধী দিবস পালন করা হয়। কাজের দাবি এবং কাজ দিতে না পারলে বেকার ভাতা দেওয়ার দাবিতে ওইদিন কলকাতার পথে মিছিল করেছিল বামেরা। যে লড়াই রাজ্য রাজনীতিতে তখন আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও এবারের কাজের দাবিও একই প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছে বামেরা। তাঁদের বক্তব্য, কলকাতার পরিবর্তে এবার শুধু বেছে নেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ির রাজপথ। সংগঠনের দার্জিলিং জেলার যুগ্ম সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, ‘২৮ মার্চ বেকারি বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে মালদা থেকে কোচবিহার, সমতল উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বেকাররা উপস্থিত থাকবেন।’ তবে কোথা থেকে এই মিছিল শুরু হবে, কৌশলগত কারণে তা এখনও প্রকাশ্যে আনছে না বাম যুব সংগঠনটি।

রংদার রোববার

নারী, তুমি স্বাধীনতা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরদিন রংদার রোববারের প্রচ্ছদে কী থাকতে পারে ওই প্রসঙ্গ ছাড়া? রইল আজকের নারীদের স্বাধীন ভাবনা নিয়ে তিনটি পর্যালোচনা, তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও ছন্দা বিশ্বাস

ছোটগল্প : জয়ন্ত দে ও মনোনীতা চক্রবর্তী

কবিতা : সুব্রতা ঘোষ রায়, মৃণালিনী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, বৃষ্টি সাহা, কণিকা দাস, বাবলি সূত্রধর সাহা ও সন্ধ্যা দত্ত

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

একান্ত সাক্ষাৎকারে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে

‘ফেভারিট ভারত, তবে কাজ সহজ হবে না রোহিতদের’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : ব্যক্তিগত কাজে দিন দুয়েক আগে দুবাই গিয়েছিলেন। কাজ সেরে আজ মুম্বই ফিরেছেন। সম্প্রতি কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়কের দায়িত্বও পেয়েছেন তিনি। ১২ মার্চ থেকে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের শিবিরের শুরু থেকেই হাজির থাকার কথা অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের। তার আগে আজ দুবাই থেকে মুম্বই ফেরার পর মোবাইলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন রবিবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনাল নিয়ে। ঘোষণা করে দিলেন, ফাইনালে ফেভারিট টিম ইন্ডিয়াই। কিন্তু রোহিত শর্মাদের কাজটা এবার সহজ হবে না।

■ ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ফাইনাল

● দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় অনেকের মতো আমিও। দুই দলই চলতি প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত খেলছে। ফারাক একটাই, ভারত সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে। আর ভারতের কাছে একটি ম্যাচ হেরে ফাইনালে কেন উইলিয়ামসনরা।

■ ফাইনালের ফেভারিট

● অবশ্যই ভারত ফেভারিট। কীভাবে বড় প্রতিযোগিতার আসরে পরপর ম্যাচ জিততে হয়, রোহিতরা ভালোই জানে। তবে ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা বলতে পারি, রবিবারের ফাইনাল ম্যাচ সহজ হবে না ভারতের। দুবাইয়ের এই মাঠেই দিন কয়েক আগে ভারতের বিরুদ্ধে হারলেও চাপ তৈরি করতে পেরেছিল কিউয়িরা। সেটা হয়তো ওদেরও মনে থাকবে। সঙ্গে রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসনকে নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

■ ভারতের স্পিন চতুর্ভুজ

● দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে চার স্পিনারে খেলার পরিকল্পনা চমকে দেওয়ার মতোই। বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চার স্পিনার নিয়ে শেষ কবে কোন দল খেলেছে, মনে পড়ছে না। তবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাতেই হবে। যতদূর মনে হয়, ফাইনালেও হয়তো চার স্পিনারেই খেলবে রোহিতরা। দল হিসেবে গুছিয়ে নিয়েছে ভারত। একটা জয়ের ছন্দও পেয়েছে।

■ বরুণ ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর

● অবশ্যই। বরুণের রহস্য স্পিন খেলার অভিজ্ঞতা এই নিউজিল্যান্ড দলে উইলিয়ামসন, রাচিন ছাড়া বাকিদের তেমন নেই। ফলে বরুণের কোন ডেলিভারি বাইরে যাবে, আর কোনটা ভিতরে আসবে তা নিয়ে কিউয়ি ব্যাটারদের মনে দ্বিধা থাকবেই।

■ বিরাট-রোহিতের ফর্ম

বিরাট কোহলি-রোহিতের মতো ক্রিকেটার ফর্মে থাকলে ভারতীয় দল সাফল্যের পথে অনায়াসে এগিয়ে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। দুবাইয়ে ঠিক সেটাই হয়েছে। হয়তো রোহিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এখনও বড় রান পায়নি। কিন্তু আগ্রাসী শুরু দিয়েছে দলকে। আর বিরাটকে নিয়ে নতুন করে কী-ই বা বলি। যত দেখছি, মুগ্ধ হচ্ছি।

■ ফাইনালের পরই অবসরে রোহিত

● ঠিক জানি না। তবে এই বিষয়ে যে আলোচনা চলছে, সেটা কানে এসেছে। রোহিতই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

■ ইডেনে কেকেআরের শিবির

● হ্যাঁ, ১২ মার্চ থেকে ইডেনে কেকেআরের শিবির শুরুর কথা। দুর্দান্ত একটা আইপিএল মরশুমের জন্য আমরা সবাই মুখিয়ে রয়েছি।

দল নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন সীতাংশু

ভারতকে সতর্ক করছেন নাসের

দুবাই, ৭ মার্চ : চলছে কাউন্ট ডাউন। বাড়ছে উত্তেজনার পারদ। অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল।

রোহিত শর্মার ভারতের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের ফাইনালের যুদ্ধ শুরুর আগে আজ প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন সতর্ক করেছেন টিম ইন্ডিয়াকে। দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে বারবার কিউয়িরা কেঁপে যাবে, এমন নাও হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে নাসের আজ বলেছেন, ‘গতকাল রাতে প্রাক্তন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের সঙ্গে নৈশভোজের সময় ফাইনাল নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। দুইজনই আমরা একমত যে, নিউজিল্যান্ড বারবার কেঁপে যাওয়ার দল নয়। মানসিকভাবে ওরা খুব শক্তিশালী। ওদের দলে এমন অনেক ক্রিকেটার রয়েছে, যারা একার হাতে যে কোনও পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে।’

যেদিন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের টিম ইন্ডিয়াকে সতর্ক করেছেন। কিউয়িদের কঠিন মানসিকতার কথা তুলে ধরেছেন। সেদিনই ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে ফাইনালের মহড়া শুরু করে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। অনুশীলনে পুরো দলই আজ হাজির ছিল। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে দুইদিনের ছুটি কাটিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনুশীলনে রীতিমতো চনমনে দেখিয়েছে। অধিনায়ক রোহিতকে নিয়েও চলছে তুমুল চর্চা। ফাইনালের পরই তিনি নাকি অবসর নিতে পারেন, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। অনুশীলনে ভারত অধিনায়ককে দেখে মনেই হয়নি তাঁর মনের অন্দরে কী চলছে।

রবীন্দ্র জাদেজা ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে সঙ্গে নিয়ে ফাইনালের জন্য অনুশীলনে চলেছেন রোহিত শর্মা। দুবাইয়ে শুক্রবার।

এদিনের ভারতীয় দলের অনুশীলনের মাঝে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। ভারত-পাকিস্তান মহারণ যে পিচে হয়েছিল, সেই বাইশ গজেই খেতাবি লড়াইয়ে টক্কর নেবেন রোহিত-মিচেল স্যান্টনাররা।

শেষ দুই ম্যাচের মতো ফাইনালেও কি ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে চার স্পিনার দেখা যাবে? সন্ধ্যার অনুশীলন শুরুর আগে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক আজ মুখোমুখি হয়েছিলেন সাংবাদিকদের। তিনি ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ বা চার স্পিনারের সম্ভাবনার বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। সীতাংশু বলেছেন, ‘দলের কোচ ও অধিনায়ক এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারবে। আপনারা ভুল লোককে দলের প্রথম একাদশ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন।’ অধিনায়ক রোহিত এখনও বড় রান না পেলেও বিরাট কোহলি রয়েছেন স্বপ্নের ছন্দে। শ্রেয়স আইয়ারও তাই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে হার্দিক পান্ডিয়া রেঞ্জ হিটিংয়ের নয়া দিশা দেখিয়েছেন। দলের সার্বিক ব্যাটিং নিয়ে সীতাংশু বলেছেন, ‘রোহিতের বড় রান না পাওয়া নিয়ে আমরা একেবারেই উদ্বেগে নেই। বরং দলের ব্যাটিং নিয়ে আমি খুশি। দলের সাফল্যে ব্যাটাররা সবাই সমান অবদান রেখে চলেছে।’

ভারত চ্যাম্পিয়ন হবে

ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীর

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল। কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে তার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব। তার আগে ফাইনাল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বিখ্যাত জ্যোতিষী গ্রিনস্টোন লোবো। তিনি জানিয়েছেন, ফাইনালে কাপ উঠবে রোহিত শর্মার হাতে।

লোবো বলেছেন, ‘আমি রোহিত শর্মার জন্মছক বিশ্লেষণ করেছি। এই মুহূর্তে মহেন্দ্র সিং ধোনির পরে যদি কোনও সেরা অধিনায়ক থাকেন, সেটা হিটম্যান। ওঁর জন্মছক অসাধারণ। বড় প্রতিযোগিতা জেতার মতো ক্ষমতা ওঁর রয়েছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘রোহিতের জন্মছকে একটাই দুর্বল গ্রহ রয়েছে, সেটা প্লুটো। ২০২৩ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের জন্মছকে প্লুটো শক্তিশালী ছিল। তাই ভারত ফাইনালে অজিদের কাছে পরাজিত হয়।’

লোবো দাবি করেছেন, একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারের জন্মছক খুব ভালো রয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, শ্রেয়স আইয়ার ও অক্ষর প্যাটেলের জন্মছকে একাধিক গ্রহ ভালো জায়গায় রয়েছে। উলটোদিকে কিউয়িদের ছয়জন ক্রিকেটারের জন্মছকে একাধিক গ্রহ খারাপ রয়েছে। তাই কাপ জেতা কেবল সময়ের অপেক্ষা ভারতের জন্য।’

রোহিত কি ২৫-৩০ রানেই খুশি

প্রশ্ন গাভাসকারের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। কিন্তু অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে বড় রানের দেখা নেই। সমালোচনায় বিদ্ধ ভারত অধিনায়ক। এবার কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের নিশানায় হিটম্যান।

কয়েকদিন আগেই রোহিত-সমালোচকদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, রান দিয়ে রোহিতকে বিচার না করে মাঠে তাঁর প্রভাবটা দেখা উচিত। গম্ভীরের সঙ্গে অবশ্য একমত নন গাভাসকার। বরং তিনি মনে করেন, আরও বেশি সময় ক্রিজে থাকা উচিত ভারত অধিনায়কের।

রোহিতের উদ্দেশে গাভাসকার প্রশ্ন তুলেছেন, ‘রোহিত কি ২৫-৩০ রান করেই সন্তুষ্ট? এটা কখনোই হওয়া উচিত নয়। আমি ওকে বলব, সাত-আট ওভারের পরিবর্তে যদি ২৫-৩০ ওভার ক্রিজে কাটানো যায়, তাহলে বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে।’

টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশহাজারি সানি বলেছেন, ‘রোহিতের উচিত আরও বেশি সময় ক্রিজে থাকা। ও যদি অন্তত ২৫ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থাকে, তাহলে ভারত অনায়াসে ১৮০-২০০ রান তুলতে পারবে। যদি তার মধ্যে দুই উইকেটও পড়ে যায়, তাহলেও ৩৫০ রানে পৌঁছোতে কোনও অসুবিধা হবে না বিরাট কোহলিদের।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘গত দুই বছর ধরে একই ফর্মুলায় ব্যাটিং করছে রোহিত। এতে কখনও সাফল্য এসেছে। আবার কখনও ব্যর্থ হয়েছে ভারত অধিনায়ক। ও একজন দুর্দান্ত ব্যাটার। রোহিতের মতো প্রতিভা খুব কম ক্রিকেটারের আছে। তাই আমার মতে, ওর উচিত ক্রিজে বেশিক্ষণ থাকার দিকে নজর দেওয়া।’

রোহিতের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি অবসর নিয়েও জল্পনা ছড়িয়েছে। টি২০ বিশ্বকাপের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরেই রোহিত-বিরাট একসঙ্গে অবসর নিতে পারেন বলেই ক্রিকেট মহলে জল্পনা চলছে। তবে প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া বলেছেন, ‘সিদ্ধান্তটা ওদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হোক। তবে অবসর নিলে বিরাট-রোহিতের সামনে টেস্ট ছাড়া কোনও ফরম্যাট খোলা থাকবে না।’

এদিকে, নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে ভারতকে সতর্ক করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর। তিনি বলেছেন, ‘গ্রুপ পর্বের মতো ফাইনালেও নিউজিল্যান্ডকে হারানো সহজ নয়। ওদের দলে ব্যাটিং গভীরতা অনেক। পাশাপাশি মিচেল স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপসের মতো স্পিনার রয়েছে।’

‘মায়ের পরামর্শে’ আরও দায়িত্ব নিতে তৈরি ভেঙ্কটেশ

রবিবারের ফাইনালে এগিয়ে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : অর্থ রোজগার করতে কে না চায়! কিন্তু সবাই কি সফল হয়?

সহজ জবাব, না। বহু মানুষ সারাজীবন পরিশ্রমের পরও কোটি টাকা রোজগার করতে ব্যর্থ হন। অথচ, ভেঙ্কটেশ আইয়ার কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এক মরশুমের জন্যই পাচ্ছেন ২৩.৭৫ কোটি টাকা। আপনার জীবনে অর্থই কি অনর্থের মূল? আইপিএল নিলামে এত অর্থ পাওয়ার পর রাতে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে তো?

কলকাতায় আজ এক স্পোর্টস কনক্লেভে হাজির হয়েছিলেন কেকেআরের নতুন সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ। সেখানেই তাঁকে এমন প্রশ্নের সামনে পড়তে হল। এমন প্রশ্ন শুনে প্রথমে চওড়া হাসি নিয়ে নাইটদের নয়া সহ অধিনায়ক বলে দিলেন, ‘এত অর্থ পেলে কে না খুশি হবে বলুন তো? মাঝেমধ্যে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্সের দিকে তাকালে দারুণ ভালো লাগে।’ এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। তারপরই নিজের মায়ের দেওয়া পরামর্শের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন ভেঙ্কি। বলে দিলেন, ‘আইপিএলে আমি নতুন নই। কিন্তু এবারের নিলামে এত অর্থ পাওয়ার পর আমার মা আমায় বলেন, কেকেআর তোমার উপর ভরসা করেছে। আস্থা দেখিয়েছে। অর্থও দিয়েছে। এবার তোমার কাজ হল নিজের দায়িত্ব পালন করা। নাইটদের জার্সিতে দলের দায়িত্ব পালনে আমি তৈরি।’

আজ সন্ধ্যাতেই কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে গেলেন ভেঙ্কটেশ। দিন কয়েকের মধ্যেই কেকেআরের শিবির শুরু হলে ফের আসবেন ইডেন গার্ডেন্সে। তার আগে আজিঙ্কা রাহানের ডেপুটি বলে দিলেন, ‘অর্থ জীবনে প্রয়োজন। সেটা একটা দিক। তার চেয়েও বড় বিষয় হল দায়িত্ব। নাইট জার্সিতে সবরকম দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তৈরি।’ রাহানেকে কেকেআরের অধিনায়ক ঘোষণার আগে দলের নেতা হিসেবে ভেঙ্কির নামই ভাসছিল। বাস্তবে সেটা হয়নি। তার জন্য মনের মধ্যে কোনও দুঃখ নেই তাঁর। ভেঙ্কির কথায়, ‘শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দলের বেশ কয়েকজনকে ধরে রাখা হয়েছিল আগেই। পরে নিলামের আসর থেকেও বেশ কয়েকজনকে দলে নেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বলছি, আমরা শেষবারের চ্যাম্পিয়ন, এমন কোনও তকমা নিয়ে দল হিসেবে আমরা মাঠে নামতে চাই না। কারণ, এবারের আইপিএলে সবই আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।’ দলের স্বার্থে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্যও তিনি তৈরি বলে জানিয়েছেন ভেঙ্কি। তাঁর কথায়, ‘দ্রুত সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মাঠে সেরাটা দেওয়ার স্কিল আমার জানা। সেভাবেই নিজেকে তৈরি রাখছি।’

২২ মার্চ থেকে ইডেনে শুরু আইপিএল। তার আগে এখন ক্রিকেট দুনিয়ার নজর রবিবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের দিকে। ফাইনালে কোন দলকে ফেভারিট বলে মনে হচ্ছে? ভেঙ্কটেশের অনায়াস জবাব, ‘ভারত অবশ্যই ফেভারিট। দল হিসেবে অনেক গোছানো ক্রিকেট খেলছে রোহিত ভাইরা। রবিবার নিউজিল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হলে অবাকই হব।’

হেনরিকে পাওয়ার আশায় স্টিড

বরুণই কাঁটা, মানছেন কিউয়ি কোচ

দুবাই, ৭ মার্চ : তিন ম্যাচের ওডিআই কেরিয়ার এখনও পর্যন্ত। কিন্তু তাতেই হইচই ফেলে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৭ উইকেট নিয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন তিনি। চলতি টুর্নামেন্টে ৩৩ বছরের বরুণ এতটাই প্রভাব ফেলেছেন যে, ফাইনালে তাঁকেই সবচেয়ে বড় কাঁটা মনে করছেন নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড।

গ্রুপ পর্বে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়ে বরুণ একাই কিউয়িদের থামিয়ে দিয়েছিলেন। যা নিশ্চিতভাবেই মনে আছে স্টিডের। তাই বরুণ-ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখেই খেতাবি লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি তৈরিতে ব্যস্ত কিউয়ি শিবির। ভারতের মতো নিউজিল্যান্ডও শুক্রবার থেকে ‘ফাইনাল’ প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দলের অনুশীলনের ফাঁকে কিউয়ি কোচ স্টিড বলেছেন, ‘বরুণ ভালো বোলার। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। দুবাইয়ের পিচ কীরকম আচরণ করে, সেখানে বরুণ কতটা প্রভাব ফেলতে পারে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিল। তাই বরুণকে হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই। ওর বিরুদ্ধে সঠিক পরিকল্পনা করেই নামব আমরা।’

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি উইকেট পেলেও ট্রাভিস হেডকে শুরুতেই তুলে নিয়ে ভারতীয় সমর্থকদের ‘মাথাব্যথা’ কমান গৌতম গম্ভীরের তুরুপের টেক্কা বরুণ। বিশেষজ্ঞরাও মনে করছেন, ফাইনালে বরুণের স্পিন সামলানো কিউয়ি ব্যাটারদের জন্য সহজ হবে না। স্টিডের কথায়, ‘যে কোনও দলে বরুণের মতো রিস্ট স্পিনার থাকলে প্রতিপক্ষের কাজ কঠিন হয়ে যায়। ব্যাটাররা তখন এই ধরনের স্পিন সামলানোর রাস্তা খুঁজতে থাকে। আমার মতে, বরুণকে দিনের আলোয় খেলা কিছুটা সহজ। ফ্লাডলাইটে আরও বেশি ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তবে ও বিশ্বমানের বোলার। আমাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নিজের দক্ষতা দেখিয়েছে। ফাইনালে বরুণই আমাদের জন্য বড় কাঁটা হতে চলেছে। ওকে নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতেই হবে।’

রাচিন রবীন্দ্র-কেন উইলিয়ামসনের শতরানে সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে অসুবিধা হয়নি নিউজিল্যান্ডের। তবে কিউয়ি শিবিরে চিন্তার জায়গা দলের প্রধান পেসার ম্যাট হেনরির চোট। প্রোটিয়া ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পান হেনরি। তাঁর ফাইনালে নামা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। তবে দলের সেরা পেসারকে রবিবারের খেতাবি যুদ্ধে পাওয়ার আশায় স্টিড। বলেছেন, ‘পজিটিভ দিক হল, চোট পাওয়ার পরও হেনরি দুই ওভার বোলিং করেছিল। কিন্তু ওর কাঁধ এখনও ফুলে রয়েছে। বেশকিছু স্ক্যান হয়েছে। আশা করি, হেনরিকে আমরা ফাইনালে পাব। ওকে মাঠে নামানোর সবরকম চেষ্টা জারি রয়েছে। হেনরি একান্তই না পারলে জ্যাকব ডাফি বা নাথান স্মিথ খেলবে।’

নাইট সমর্থকদের হৃদয়ে গম্ভীর

কলকাতা, ৭ মার্চ : গতবার মেন্টর হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সে ফেরেন গৌতম গম্ভীর। মাত্র এক মরশুম কাজ করেও ছাপ রেখে গিয়েছেন। খরা কাটিয়ে কেকেআরের তৃতীয় আইপিএল ট্রফি জয়ের নেপথ্য নায়কও তিনিই। দরজায় কড়া নাড়ছে আরও একটা আইপিএল। প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নাইট রাইডার্স। গম্ভীরের ছেড়ে যাওয়া আসনে এবার ডোয়েন ব্রাভো। কিন্তু কেকেআরের সঙ্গে গোতির আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। নাইট কর্ণধার শাহরুখ খান সেটাই মনে করেন।

শাহরুখ বলেছেন, ‘গম্ভীরের সঙ্গে কেকেআরের সম্পর্ক আজকের নয়। তাই আমি কখনই মনে করিনি ও আমাদের দল ছেড়ে গিয়েছে। কিছু মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বটা এই রকমই হয়। আমার কাছে গম্ভীর তাদেরই একজন।’ নাইট সাজঘরে গোতির প্রত্যাবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভরে উঠল কিং খানের গলা। বললেন, ‘কেকেআরে ওর ফেরাটা খুব জরুরি ছিল। তাই গম্ভীরের ফেরার খবর যখনই নিশ্চিত হয়, তখনই আমি সামাজিক মাধ্যমে তা জানিয়ে দিই।’

ফুরফুরে মেজাজে ফাইনালের প্রস্তুতিতে বরুণ চক্রবর্তী, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলরা।

বাগানের পয়েন্ট মনেই রাখতে চান না মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : যে ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল চ্যাম্পিয়নশিপের, সেটাই এই মুহূর্তে গুরুত্বহীন।

শুরুটা নড়বড়ে হলেও শেষদিকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ক্রমাগত টক্কর দিয়ে গেছে এফসি গোয়া। মাঝে পরপর দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নষ্ট করায় তো সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজও পড়তে শুরু করে। সমর্থকদের ওই চিন্তাক্লিষ্ট মুখই সম্ভবত তাতিয়ে তোলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা অ্যান্ড কোং-কে। যার ফলস্বরূপ দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়নের তকমা গায়ে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান। এই ম্যাচের পরই শিল্ড হাতে তুলে দেওয়া হবে দলের। কিন্তু মোলিনা আবার এসব নিয়ে ভাবতেই নারাজ। অন্য যে কোনও কোচ হলে এতক্ষণে ক্লাউড নাইনে পৌঁছে যেতেন। তিনি সেখানে আবার শেষ ম্যাচ কীভাবে জিতে শেষ করা যায়, কত পয়েন্ট পেলে আরও ভালো হবে, এসব নিয়ে ভাবতে ব্যস্ত। তাঁর দল কত পয়েন্টে দাঁড়িয়ে? কাছাকাছি হলেও সংখ্যাটা ভুলই বললেন সাংবাদিক সম্মেলনে। তাঁর দল ৫৩ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে শুনে বেশ খুশি খুশি হয়ে মন্তব্য করেন, 'তাই নাকি! তাহলে তো বেশ ভালো। কিন্তু শনিবার জিততে পারলে আরও ভালো জায়গায় যাওয়া যাবে। আর আমাদের সেই চেষ্টাই করা উচিত।'

আইএসএলে আজ

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকাল ৫টা, **স্থান :** শিলং

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম এফসি গোয়া

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

রিল্যাক্সড মুডে জেমি ম্যাকলারেন। শুক্রবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

আসলে এফসি গোয়া ম্যাচ হয়তো তাঁর কাছে খানিকটা হলেও প্রতিশোধের ম্যাচও। গোয়ায় গিয়ে মানোলো মার্কুয়েজের বিপক্ষে হারটা হয়তো মন থেকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে একদা স্পেনের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের পদে বসে থাকা ভদ্রলোকের। তাই এদেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি যদি স্পোর্টিং ডিরেক্টর হতেন তাহলে কী করতেন প্রশ্ন করলে সরাসরি জানিয়ে দেন, 'আমি কেন বলব? আমি মোহনবাগানের কোচ। এদেশের স্পোর্টিং ডিরেক্টর নই।' অর্থাৎ মানোলোর শুধু ক্লাব স্তরে নয়, দেশের কোচ হিসাবেও কোনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি নেই। বরং জাতীয় শিবিরে যাতে ফুটবলারদের চোট-আঘাত না আসে সেদিকে কোচের দৃষ্টি থাকবে বলে খানিক যেন হুঁশিয়ারিই দিয়ে ফেললেন, 'ফুটবলারদের যাতে চোট না হয় সেদিকে মানোলো নজর দেবে বলে আশা করছি।' ওই ম্যাচে হারের শোধ নিতে তাই মুম্বই সিটি এফসির মতো পরীক্ষানিরীক্ষায় না গিয়ে সেরা দলই নামাবেন বলে নিজেই বলে দেন, 'গোয়ার শক্তিশালী দল। তাই ওদের বিপক্ষে সেরা দলই নামাব। কারণ ম্যাচ জিততে হবে আমাদের।' মানোলোও যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন, 'একটা ক্লাব যারা সব দলের বিপক্ষে গোল পেয়েছে এবং সবথেকে কম গোল খেয়েছে তাদের তো সমীহ করতেই হবে।' এই ম্যাচ জিতলে এবারে অনেক রেকর্ডের মতো আরও একটা রেকর্ড গড়বে মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলে প্রথম দল হিসাবে লিগে ১০০০ পয়েন্টে পৌঁছানোর গৌরব অর্জন করবে তারা।

> গোয়ার শক্তিশালী দল। তাই ওদের বিপক্ষে সেরা দলই নামাব। কারণ ম্যাচটা জিততে হবে আমাদের।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

এই ম্যাচে কিছু কার্ড সমস্যা রয়েছে। লেফট ব্যাকে শুভাশিস বসুর জায়গায় হয়তো আশিক কুরুনিয়ান খেলবে। জেমি ম্যাকলারেনের তিনটি কার্ড বলে তাঁকে নকআউট পর্যায়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। নিয়ম হল লিগের শেষ ম্যাচে চতুর্থ কার্ড দেখলে তাঁকে বসতেই হত প্রথম দফার সেমিফাইনালে। কিন্তু না খেললে সেমিফাইনাল থেকে পুরোনো কার্ড আর গণ্য হবে না। এছাড়াও মাঝমাঠে অভিষেক সূর্যবংশী ও দীপক টাংরি নেই। তবে অনিরুদ্ধ থাপা চোট সারিয়ে ফেলায় সমস্যা নেই।

সবমিলিয়ে নিজেদের ঘরের মাঠে অপরাজিত থাকার রেকর্ড ধরে রাখার পাশাপাশি নকআউটের জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়াই এই ম্যাচ থেকে একমাত্র লক্ষ্য মোহনবাগানের।

শিল্ড প্রদান অনুষ্ঠান আজ

সিনিয়ারদের সঙ্গে মঞ্চে বাগানের জুনিয়াররাও

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কড়া হেড কোচ সরাসরি নাকচ করেছেন শিল্ড জয়ের শেষ ম্যাচ ঘিরে বাড়তি উৎসব পালনের প্রস্তাব। তাই স্টেডিয়াম ঘিরে সাজগোজ থাকলেও, শনিবার বাড়তি কোনও আয়োজন করছে না সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার এই কড়া মানসিকতার জন্যই সম্ভবত সাজঘরের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাত থেকে কখনও বেরিয়ে যায়নি। বরং দলে সুযোগ না পেয়েও দিমিত্রিস পেত্রাতোস অপেক্ষা করছেন এবং সঠিক দিনে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছেন। যা মানছেন দিমি নিজেও, 'আমাদের মাঠে এবং মাঠের বাইরে প্রত্যেকের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক। আর আমাদের সাফল্যে এটার বিরাট ভূমিকা আছে। আর এটার জন্যই হয়তো আমি তিন বছর ধরে এখানে আছি।' শেষ ম্যাচের গুরুত্ব না থাকলেও তাই কোচের মতোই দিমিও বলছেন, 'দল কীভাবে খেলবে, কাকে খেলাবেন, সেসব কোচের ভাবনা। কিন্তু আমাদের কাজ হল মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করা এবং নিজেদের সেরাটা মেলে ধরা। সমর্থকদের জন্যই প্রতিটি ম্যাচ জিততে চাই আমরা।' সবকিছুই যে কোচ নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেটা আড়ালে বলছেন ম্যানেজমেন্টের লোকজনও। তিনি নকআউট ট্রফি জয়ের জন্য সবকিছু তুলে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই গতবারের মতো ঘোড়ার গাড়ি-টারি বাতিল। কোচের মন্ত্র একটাই, 'মাঠে এসো, খেলো এবং জেতো।' তবে শিল্ড প্রদানের মঞ্চে ম্যাচের শেষে ক্লাবের সবক'টা বয়সভিত্তিক দলকে ডাকা হচ্ছে। ওই বাচ্চা ছেলেরা এসে শুভাশিস বসুদের হাতে ট্রফি দেখে যাতে স্বপ্ন দেখা শুরু করতে পারে, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। এছাড়া মূল গেট থেকে স্টেডিয়াম চত্বরের পুরোটাই আলো দিয়ে সাজানো হবে। আসছেন প্রচুর সংখ্যায় অতিথিও। যার মধ্যে এআইএফএফ, রাজ্যের নেতা-মন্ত্রী, এফএসডিএলের কর্তারাও থাকবেন বলে এদিন জানানো হল।

> দল কীভাবে খেলবে, কাকে খেলাবেন, সেই সব কোচের ভাবনা। কিন্তু আমাদের কাজ হল মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করা এবং নিজেদের সেরাটা মেলে ধরা। সমর্থকদের জন্যই প্রতিটি ম্যাচ জিততে চাই আমরা।
>
> **দিমিত্রিস পেত্রাতোস**

অনুশীলন সেরে ফিরছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও মনবীর সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

৬২ হাজার টিকিট বাজারে ছাড়া হয়েছে। যার মধ্যে রাত পর্যন্ত হাজার খানেক পড়ে আছে বলে খবর। অর্থাৎ মোলিনা না চাইলেও শনিবাসরীয় রাতটা সমর্থকরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উদযাপন করতে ইতিমধ্যেই তৈরি।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশের হাতে তুলে দেওয়া হল ইস্টবেঙ্গলের জার্সি।

আজ রিজার্ভ বেঞ্চ নিয়ে জয়ে ফেরা লক্ষ্য বিনোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : চলতি আইএসএল থেকে ইস্টবেঙ্গলের কিছু পাওয়ার নেই, কিছু হারানোরও নেই। তাগিদ পয়েন্ট টেবিলে যতটা সম্ভব ভালো জায়গায় শেষ করা। লাল-হলুদের কাছে এখন তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে টিকে থাকা।

চ্যালেঞ্জ লিগ প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনালে ঘরের মাঠে এফকে আর্কাদাগের কাছে হারতে হয়েছে। তাই ফিরতি লেগের গুরুত্ব ইস্টবেঙ্গলের কাছে আরও বেশি। জিততে না পারলে এএফসি-র আশাও শেষ হয়ে যাবে। তবে খেলতে হবে আর্কাদাগের মাঠে, অপরিচিত পরিবেশে। তাই সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে খানিক আগেই তুর্কমেনিস্তান উড়ে যাচ্ছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। শনিবার সকালেই কলকাতা থেকে মুম্বই রওনা হবে দল। সেখান থেকে দুবাই হয়ে আশগাবাত। সেখান থেকে আবার আর্কাদাগের যে মাঠে খেলা হবে তার দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। জানা গিয়েছে রবিবার বিশ্রাম নিয়ে সোমবার প্রস্তুতিতে নামবে ইস্টবেঙ্গল।

শনিবারই আবার আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। দুই দলের কাছে ম্যাচ নেহাতই নিয়মরক্ষার। ফলে লাল-হলুদের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের নিয়ে অস্কার ব্রুজোঁ যখন তুর্কমেনিস্তান উড়ে যাবেন, তখন রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের নিয়েই নর্থইস্ট ম্যাচের ঘুঁটি সাজাচ্ছেন তাঁর সহকারী বিনো জর্জ। একমাত্র বিদেশি হিসেবে দলের সঙ্গে গিয়েছেন ক্লেইটন সিলভা। সিনিয়ার দলের ফুটবলার বলতে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। এছাড়া জেসিন টিকে, মার্ক জোথানপুইয়া, আমন সিকেরা রয়েছেন। যদিও বিনো বলেছেন, 'তিন পয়েন্টই আমাদের লক্ষ্য। পরিস্থিতির জন্য বেঞ্চের প্লেয়ারদের খেলাতে হবে। এটা কোনও সমস্যাই নয়।'

একইসঙ্গে লাল-হলুদ কোচের সংযোজন, 'এটা ওদের প্রমাণ করার মঞ্চ। এখন দেখার ওরা নিজেদের কতটা মেলে ধরতে পারে।' আসলে সুপার কাপের আগে রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার এটাই সুযোগ ইস্টবেঙ্গলের কাছে। উলটোদিকে সুপার সিক্সে জায়গা করে নেওয়া নর্থইস্টও এই ম্যাচে প্লে-অফ পর্বের প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইবে। এদিকে লাল-হলুদের যে ফুটবলাররা শিলং গিয়েছেন কোচ বিনো সহ তাদের বেশ কয়েকজন রবিবার তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশে রওনা হবেন বলে খবর।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

বাবা বেদাংশু (বিড্ডু)
তোমার প্রথম শুভ জন্মদিনে এই প্রার্থনা করি ও শুভেচ্ছা জানাই- ভাল মানুষ হও, সমাজের ও দেশের কাজে লাগো-
ডাঃ বিদ্যুৎ বিশ্বাস (বাবা),
দীপিকা সরকার (মা)
আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীগণ

১৬ মাস পর জাতীয় দলে নেইমার

রিও ডি জেনেইরো, ৭ মার্চ : চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন। ফিরেছেন ছেলেবেলার ক্লাব স্যান্টোসে। গোলও করছেন। এবার ব্রাজিল জাতীয় দলেও ফিরলেন নেইমার।

২০২৩ সালের অক্টোবরে সেই যে চোটের কবলে পড়েছিলেন, তারপর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। কেটে গিয়েছে প্রায় ১৬ মাস। তবে ডোরিভাল জুনিয়ারের দল বারবারই তাঁর অভাব বোধ করেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপ আঞ্চলিক বাছাই পর্বের দক্ষিণ আমেরিকা বিভাগে ব্রাজিলের অবস্থান পাঁচ নম্বরে। এদিকে মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে কলম্বিয়া ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে দুইটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ওই দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত প্রাথমিক স্কোয়াডে নেইমার ছিলেনই। এবার চূড়ান্ত দলেও জায়গা করে নিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল বলেছেন, 'নেইমার ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। ওর দক্ষতা নিয়ে কখনও আমাদের কারও সংশয় ছিল না। আর ব্রাজিল দলের কাছে, সতীর্থদের কাছে নেইমার কী তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।'

ব্রাজিল দল

গোলরক্ষক : অ্যালিসন বেকার, এডেরসন, বেন্টো। **ডিফেন্ডার :** ড্যানিলো, মার্কুইনোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, এডের মিলিটাও, গুইলহেরমে আরানা, ওয়েসলি, ভ্যানডারসন, লিও ওর্টিস, মুরিল্লো। **মিডফিল্ডার :** রাফিনহা, ব্রুনো গুইমারেজ, লুকাস পাকুয়েতা, ম্যাথিয়াস কুনহা, আন্দ্রে, এস্তেভাও, গারসন। **স্ট্রাইকার :** নেইমার, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রডরিগো, স্যাভিনহো, জোয়াও পেদ্রো।

ড্র করে চাপে লাল ম্যাঞ্চেস্টার

সান সেবাস্তিয়ান, ৭ মার্চ : ইউরোপা লিগে অপরাজিত দৌড় বজায় থাকল। তবে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে রিয়াল সোসিয়েদাদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের চাপ বাড়ল। ৫৭ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে এগিয়ে দেন জোশুয়া জির্কজি। তবে ব্রুনো ফার্নান্ডেজের ভুলে পাওয়া পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান ওয়ারজাবাল। ম্যাচের পর ম্যাঞ্চেস্টার কোচ রুবেন অ্যামোরিম বলেছেন, 'সোসিয়েদাদ পেনাল্টি পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি। শেষ মিনিট কুড়ি আমাদের ক্লান্ত দেখাল। সেই সুযোগটাই ওরা কাজে লাগিয়েছে।'

পাসপোর্ট সমর্পণে আর্জি ললিতের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ভারতীয় নাগরিকত্ব ছাড়তে চলেছেন আইপিএলের প্রাক্তন কমিশনার ললিত মোদি। যার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে নিজের ভারতীয় পাসপোর্ট সমর্পণের জন্য আবেদন করেছেন। বিদেশমন্ত্রকের তরফে শুক্রবার এই খবর জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'ভারতীয় পাসপোর্ট সমর্পণের জন্য ললিত মোদি ইতিমধ্যেই লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে আবেদন করেছেন। তিনি ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। তবে আমরা আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাব।'

ভেটারেন্সের মণিকা স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে বৃহস্পতিবার প্রয়াত অ্যাথলিট মণিকা সিংহের স্মরণসভা হয়। সেখানে সদস্যরা মণিকার ছবিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সভায় তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের কথা তুলে ধরেন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে, মণিকার স্বামী নির্মল সিংহ, অমল আচার্য, শুভাশিস ঘোষ, সমীর ভট্টাচার্য, শান্তি সিংহ, নির্মল মণ্ডল প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে মেয়েদের ইউনিফর্ম কোচিংয়ে রাজি স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : ঋদ্ধিমান সাহা-রিচা ঘোষের শহর হলেও শিলিগুড়ির ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়ে বর্তমান সময়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি সফরে এসে বাস্তবটা নিজের চোখ দেখে নিতে চাইলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ দেখে সিএবি-র জেলা কমিটির সদস্য সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তীকে নিয়ে সন্ধেবেলায় স্নেহাশিস কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ দপ্তরে এসেছিলেন। সেখানেই ছেলেদের মতো মেয়েদের বয়সসীমার ইউনিফর্ম কোচিংয়ে সায় দিয়ে গিয়েছেন। একইসঙ্গে বেঙ্গল প্রো লিগে শিলিগুড়ির খেলোয়াড় বাড়ানোর ব্যাপারেও তাঁকে উৎসাহী মনে হয়েছে। পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্নেহাশিসের আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেবও। সিএবি সভাপতিকে তিনি ক্রিকেট পরিকাঠামোর উন্নতি নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কর্তারা।

আলোচনার মাঝে পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী তাঁর কাছে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও বয়সসীমার ইউনিফর্ম কোচিং শুরুর আবেদন রাখেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাতে সবুজ সংকেত দিয়ে সিএবি সভাপতি ঘোষণা করেছেন আগামী মরশুম থেকেই তা চালু করার। একইসঙ্গে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় ক্রিকেট খেলতে গিয়ে যারা থাকার সমস্যায় পড়েন তাদের জন্য ইডেন গার্ডেন্সের একটি ব্লকে ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। গত বছর বেঙ্গল প্রো লিগে পুরুষদের বিভাগে শিলিগুড়ি থেকে মাত্র একজন সুযোগ পেয়েছিল। মহিলাদের বিভাগে সংখ্যাটা ছিল ৭। ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার আর্জি ছিল আসন্ন মরশুমে সেই সংখ্যা বাড়ানোর। এজন্য প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের খোঁজ দেওয়ার দায়িত্ব স্নেহাশিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুদীপ বসুকে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সুদীপবাবু বলেছেন, 'এনবিইউয়ের ক্রিকেট মাঠে ড্রেসিংরুম তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদকে সিএবি অনুদান দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নূপুর দাস, ফিনান্স অফিসার সুরজিৎ দাস ও ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন সিংহের উপস্থিতিতে সিএবি সভাপতি কাজ কেমন চলছে তা দেখেন। একইসঙ্গে কিরণচন্দ্র ট্রফি ক্রিকেটের খেলাও দেখেছেন।'

হেরে গেল কমার্স কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণচন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল আলিপুরদুয়ার কলেজ। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজকে হারিয়েছে। টসে হেরে কমার্স ৬ উইকেটে ১৩৪ রান করে। ময়ূখ নন্দী ৩৬ ও হৃষীকেশ সরকার ৩৩ রান রেখে এসেছেন। শুভঙ্কর বিশ্বাস ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আলিপুরদুয়ার ১৯.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। বৈভব লাহিড়ি ৩৫ বলে করেন ৫৯ রান। দিবাকর শা-র অবদান ৩২ রান। বুধবার আলিপুরদুয়ার সেমিফাইনাল খেলবে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের সঙ্গে।

ডব্লিউপিএলে আজ

ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

জিতল চেলসি

কোপেনহেগেন, ৭ মার্চ : উয়েফা কনফারেন্স লিগের শেষ ষোলোর ম্যাচে প্রথম লেগে জয় পেল চেলসি। তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে এফসি কোপেনহেগেনকে। ৪৬ মিনিটে রিস জেমস গোল করেন। ৬৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান এনজো ফার্নান্ডেজ। কোপেনহেগেনের হয়ে একটি গোলশোধ করেন গ্যাব্রিয়েল পেরেইরা।

দ্বিতীয় রাউন্ডে পূর্ণেন্দু-তাপস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ট্রফি অকশন ব্রিজে শুক্রবার প্রথম রাউন্ডের খেলা হয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলি-তাপস কর, রাজু দাস-রণবীর দাস, সুখেন দাস-তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন সাহা-অভিজিৎ হালদার, অরূপ মণ্ডল-পি দাসগুপ্ত, শুভঙ্কর ঘোষ-শুভঙ্কর বসাক, শশাঙ্ক চন্দ-পঙ্কজ বারুই, মৃগাঙ্ক রায়-দিলীপকুমার সাহা, সুব্রাশিস সরকার-বাবুয়া ঘোষ, রামকানাই পাল-জিতেশ বর্মন, প্রদীপ বসু-সৌরভ ভট্টাচার্য, কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-দুলাল বসু, অসিত সরকার-সুব্রত সরকার, কুমোদ গুপ্তা-বিজয় প্যাটেল ও দিলীপ হালদার-মিহির দে।